একাঙ্ক নাটক সংকলন

অগ্নি মিত্র

প্রথম সংস্করণ

জানুয়ারী, ১৯৫৮

প্রকাশক

প্রকাশচন্দ্র সাহা

গ্রন্থম

২২।১, কর্ণোয়ালিশ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-৬

একমাত্র পরিবেশক

পত্রিকা সিণ্ডিকেট প্রাইভেট লিঃ

১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন

কলিকাতা-৩

মুদ্রাকর

রঞ্জনকুমার দাস

শনিরঞ্জন প্রেস

৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড

কলিকাতা-৩৭

প্রচ্ছদপট

বিভূতি সেনগুপ্ত

এস এল ষ্টুডিও

কলিকাতা

মূল্য : তিন টাকা

একাঙ্ক নাটক সংকলন

নবজন্ম

অগ্নিমিত্র

দৈনন্দিন

অমরেশ দাশগুপ্ত

সম্রাজ্ঞী

গোপিকানাথ রায়চৌধুরী

শতাব্দীর স্বপ্ন

আগন্তুক

এক পশলা বৃষ্টি

ধনঞ্জয় বৈরাগী

বুদ্বুদ

কিরণ মৈত্র

স্ট্রীট,

ভূমিকা

শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী

একাঙ্ক নাটক সংকলন-এ যে নাটকগুলি সন্নিবিষ্ট হয়েছে সেগুলি কলিকাতা থিয়েটার সেন্টারের বাৎসরিক একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতার গৌরবমণ্ডিত ও পুরস্কার-প্রাপ্ত। এই নাটিকাগুলির মধ্যে অনেকগুলির অভিনয় আমার দেখবার সুযোগ হয়েছে এবং অন্যান্যগুলি আমি গভীর মনোনিবেশের সঙ্গে পাঠ করেছি। থিয়েটার সেন্টারের পক্ষে এই উদ্যম সত্যই প্রশংসনীয় ও গ্রন্থম্-এর পক্ষে এগুলি প্রকাশ করা গুরুতর দুঃসাহসের পরিচয়। এই দুঃসাহসিক কার্যে ব্রতী হয়ে তাঁরা বাংলা নাট্য-সাহিত্যের এক অপূরণীয় অভাব দূরীভূত করলেন।

একাঙ্ক নাটকের ইতিহাস অনুশীলন করলে দেখা যায় যে, উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষভাগে এই ধরনের নাটকের প্রথম প্রকাশ হয়। আমেরিকা, ইংলণ্ড এবং বিশেষ করে ইউরোপের বিভিন্ন সাহিত্যে একাঙ্কিকা গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। ইংলণ্ডে বার্ণার্ডশ, বেরী এবং গলস্ওয়ার্দী প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ নাট্যকারগণের আশীর্বাদে একাঙ্কিকা ধন্য হয় নি। Curtain-raiser রূপে একাঙ্ক নাটক তখন প্রায় উপহাসের বস্তু ছিল। সিন্জ, ইয়েটস্ এবং লেডী গ্রেগরী প্রভৃতি আইরিশ লেখক এবং লেখিকাবৃন্দ ও তাঁদের

আইরিশ 'লিটেরারী থিয়েটার' এবং ডাবলিন 'আবে থিয়েটার' এবং পরবর্তীকালে ম্যাঞ্চেষ্টারে মিস্ হর্নিম্যানের 'গেয়েটী থিয়েটার' ও গ্লাসগো 'রিপারেটরী থিয়েটার' ইংলণ্ডে একাঙ্ক নাটকের প্রসারের পথে গভীর সহায়তা করে। এই ভাবে বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে একাঙ্কিকা সাহিত্য সমাজে তার পূর্ণ আসন লাভ করেছে। উপস্থিত ইংলণ্ডে B. D. L. অর্থাৎ ব্রিটিশ ড্রামা লীগ এবং S. C. D. A. স্কটিশ কম্‌মিউনিটি ড্রামা এসোসিয়েসনের বাৎসবিক প্রতিযোগিতা এবং নানারূপ প্রচেষ্টা একাঙ্কিকাকে অত্যন্ত জনপ্রিয় করে তুলেছে। আমেবিকা এই নাট্য-সাহিত্যেব উজ্জীবনেব পথে আজ শ্রেষ্ঠ অবদান রেখে চলেছে।

যখন হর্নিম্যান ও গ্লাসগোর রিপারেটরী থিয়েটারের হাতে এই একাঙ্কিকা সাহিত্যেব নব নব রূপ পরিগ্রহ করে চলেছিল ঠিক সেই সময়েই বাংলা সাহিত্যেও এর অনুপ্রবেশ হয়। ১৯২৩ সালে শ্রীমন্মথ রায়ের "মুক্তির ডাক" এই পথের প্রধান পথিকৃৎ। ইতিপূর্বে একাঙ্ক নাটিকা যে আদৌ লিখিত হয নি তা নয়; যে মুষ্টিমেয় কয়েকখানি লিখিত হয়েছিল তা farce নামে আখ্যাত হতে পারে; তদুপরি আবার সেইগুলি বহু দৃশ্যে সমৃদ্ধ থাকায় নিরবচ্ছিন্ন একাঙ্কিকা হয় নি। স্বল্প-পরিসরের মধ্যে শক্তির যে বিক্ষুব্ধ আলোড়ন দেখা দেয় তার অভাব এই জাতীয় নাটিকায় অবশ্যম্ভাবীরূপে দেখা যায়। শ্রীমন্মথ রায়ের "মুক্তির ডাক" বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা। এই নাটিকা পাঠ করে ৺প্রমথ চৌধুরী

লিখেছিলেন, "'মুক্তির ডাক' আমার খুব ভাল লেগেছে··· এখানি যথার্থই একখানি ড্রামা। বাংলা সাহিত্যে ওই জিনিস একান্ত দুর্লভ।" বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইস্‌লাম লিখেছিলেন, "এক বুক কাদা ভেঙে পথ চলে এক দিঘি পদ্ম দেখলে দু' চোখে আনন্দ যেমন ধরে না, তেমনি আনন্দ দু' চোখ পুরে পান করেছি আপনার লেখায়।"

শ্রীমন্মথ রায় যার প্রথম প্রাবন্ধিক, যাঁর নাটকের মাঝে বীরবল বাংলা ভাষায় নাট্য-সাহিত্যের বিরাট সম্ভাবনার বীজ অন্তর্নিহিত দেখেছিলেন, যার আনন্দ-মুখরতা বাংলার বিদ্রোহী কবিকে বিমুগ্ধ করে তুলেছিল তা আজ পরিপূর্ণতা পেয়ে চরম সার্থকতা লাভ করল গ্রন্থম্‌-এর সৌজন্যে। আজ হয়তো এক নূতন যুগের সূচনা হল।

পূর্ণাঙ্গ নাটকগুলি অধিকাংশই পেশাদারী রঙ্গালয়ে অভিনীত হয়ে থাকে। এমনও দেখা যায় যে কোনও কোনও দীর্ঘাঙ্গ নাটক দু' বছর ধরে অভিনয় হয়ে চলেছে। এই দু' বছরের শেষে সেই রঙ্গালয়ে হয়তো একটি নূতন নাটকের চাহিদা হতে পারে। নাট্যকার কি এতদিন নিশ্চল হয়ে বসে থাকবেন? তাঁর নাট্যপ্রতিভার স্ফুরণ হবে কেমন করে? নাটক লেখার প্রচেষ্টাও কি তা হলে স্তম্ভিত হয়ে থাকবে? তা হলে বাংলা নাট্য-সাহিত্যের সম্ভাবনা কোথায়?

নাট্য-প্রতিভার সেই গোপন উৎস এই পথে উৎসারিত করলে একাঙ্কিকার বিরাট সম্ভাবনা রূপ পরিগ্রহ করতে পারে। এই জাতীয় নাটকের কখনও কখনও পেশাদারী

রঙ্গালয়েও চাহিদা হতে পারে। স্কুল-কলেজের ছেলে মেয়েদের অভিনয়ে তো অবশ্যই হবে। তা ছাড়া সাধারণেও সেইগুলি নিয়ে সখের অভিনয়ও করতে পারে। সর্বোপরি একাঙ্কিকা সাধারণের কাছে নিতান্ত সুপাঠ্য হয়ে উঠবে। পাঠকের সংখ্যা তার ফলে অনেক বেড়ে যাবে। তখন নাট্য-সাহিত্য সৃজনের একটা সার্থকতাও দেখা দেবে। তার ফলে একাঙ্ক-নাট্যকারগণের একটা আর্থিক সুবিধাও হতে পারে। আশা করি বাংলার উদীয়মান নাট্যকারগণের দৃষ্টি এই দিকে পড়বে।

উপন্যাস থেকে ছোট গল্প যেমন সম্পূর্ণ পৃথক তেমনি পূর্ণাঙ্গ নাটক থেকে এই একাঙ্ক নাটক সম্পূর্ণ পৃথক। শুধু যে দৈর্ঘে এই পার্থক্য তা নয়, আকৃতি ও প্রকৃতিতেও দুটি পরস্পরের বিপরীত। একাঙ্কিকা মাত্র একটি প্রধান নাটকীয় ঘটনার আবর্ত্ত সৃষ্টি করে। নাটিকার প্রধান উদ্দেশ্যও হয় মাত্র একটি ফলাফল সৃজন করা, তা বিয়োগান্ত হোক বা মিলনান্ত হোক। আর, একাঙ্ক নাটিকার অভিনয় যখন অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমাধান করতে হয় তখন তাকে সার্থক করে তুলতে হলে নাটিকার গঠননৈপুণ্যে দীর্ঘসূত্রতা সম্পূর্ণ বর্জন করতে হবে। স্থান কাল পাত্র সমন্বয়েও সূক্ষ্মতা দেখাতে হবে। সেখানেই শিল্পীর শিল্প-সৃজনের বিরাট নৈপুণ্য। প্রথম দৃশ্যপটের উদ্ঘাটনের সঙ্গে সঙ্গেই দর্শকের চিত্ত জয় করে ফেলতে হবে এবং সেই অবস্থায় নাটিকার শেষ স্তর পর্যন্ত তাঁদের মনকে আকৃষ্ট করে রেখে দিতে হবে।

নতুবা সব ব্যর্থ হয়ে যেতে বাধ্য। দুর্বল ঘটনা বিন্যাস বা বিশ্লেষণ করার সেখানে সময় নেই, অবসরও নেই; অযথা বক্তৃতা দেবারও সুযোগ সেখানে নেই; একটি প্রধান বা মুখ্য উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য প্রকার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করার সুবিধাও নেই। গাঠনিক ও বাচনিক সৌকর্যের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাতে গেলে শিল্পীকে অতি সতর্ক ভাবে চলতে হবে, তবেই সার্থকতা। এটা সম্ভবপর করে তুলতে পাবলে সেইখানেই হবে একাঙ্কিকাব বিরাট শিল্পসম্ভাবনা।

আবার এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের মাঝে থাকবে জোরালো বাচন-ভঙ্গিমা এবং অনুরূপ চরিত্র-বিশ্লেষণ। এই বাচনিক গুণ ও চবিত্রেব বৈশিষ্ট্য একাঙ্কিকার প্রাণমূলে প্রাচুর্য বহন করে। তা আবও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে নাটকীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব ও ঘাত-সংঘাতে।

এই একাঙ্কিকা সংকলনে মাত্র ছয়টি একাঙ্ক নাটিকা সন্নিবেশ কবা হয়েছে। এইগুলি শুধু স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদেব পাঠেব উপযোগী বা সাধাবণেব আলোচনার যোগ্য নয়, অধিকন্তু এইগুলি অভিনয় কবাবও উপযোগী। সেই কাবণে প্রত্যেক একাঙ্কিকায় যথাবীতি স্টেজ-নির্দেশনা সন্নিবিষ্ট হয়েছে। অধিকাংশ নাটিকায় মঞ্চ-নির্দেশনা বেশী জটিল নয়। সাজ-সজ্জাও তেমন দুষ্প্রাপ্য নয়, সাধারণের পক্ষে এগুলি যোগাড় কবা ব্যয়সাধ্যও হবে না।

অগ্নিমিত্র রচিত 'নবজন্ম' নাটিকাখানি শহরের ভিক্ষুক-জীবনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়। এই বৃত্তির

মানুষের সঙ্গে সাধারণত আমাদের বিশেষ পরিচয় নেই। বর্তমান নাগরিক জীবনে ভিক্ষুকেরা একটা ঘোরতর সমস্যারূপে দেখা দিয়েছে। তাদের একত্রিত করে কোনও Vagrancy Home-এ বা তাদের জন্য সম্পূর্ণভাবে নির্মিত কোনও উপনাগরিক বসতির কথা সরকারও চিন্তা করছেন। নাটকে আমরা সাধারণত উকিল, ব্যারিষ্টার, শিক্ষক, ডাক্তার, মাতাল প্রভৃতি সম্প্রদায়ের চরিত্র দেখতে পাই। অগ্নিমিত্র আমাদের সম্মুখে নূতন অপরিচিত সম্প্রদায়ের চিত্র উদ্‌ঘাটন করেছেন।

শ্রীঅমরেশ দাশগুপ্ত তাঁর 'দৈনন্দিন' নাটিকায় বস্তি-জীবনের আলেখ্য উপস্থাপিত করেছেন। অবশ্যই বস্তির গুরুতর সমস্যার কথা একাঙ্কিকায় আশা করা যায় না। আজ এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য নানা পরিকল্পনা রচিত হয়েছে। বস্তিতে ঘন বসতি থাকার জন্য পারস্পরিক পরিচিতির কখনও কখনও উপকারিতা দেখা দিলেও অনেক সময় তার ফলে অনিষ্টকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। বাইরের প্রভাব নিতান্ত অনাহূতভাবে ঘরের ভিতরে এসে প্রবেশ করে এবং অনেক সময় অবাঞ্ছিত ভাবে গৃহের নিরবচ্ছিন্ন শান্তি বিঘ্নিত করে তোলে। বাইরের প্রভাব থেকে যাঁরা বহুদূরে থাকেন, সেই অন্তঃপুরের নির্লিপ্ত অন্তঃপুরচারিকারাও তাতে অনিচ্ছাসত্ত্বে জড়িত হয়ে পড়েন এবং তাঁদের জীবনও দগ্ধ হয়ে ওঠে। বস্তিবাসী যুবক যতীন ও তার স্ত্রী গৌরীর এইরূপ একটা কাহিনীকে কেন্দ্র করে 'দৈনন্দিন' লিখিত হয়েছে।

শ্রীগোপীকানাথ রায়চৌধুরী রচিত 'সম্রাজ্ঞী' এক মনোবিশ্লেষক রসব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছে। এখানে এক তৃষ্ণার্ত নারী-হৃদয়ের সন্ধান পাওয়া যাবে। নিজেব কল্পনার জাল নিজে রচনা করে এক হতভাগ্য নারী নিজেই সেই জালে জড়িত হয়ে পড়েছে। ভাগ্যহত এই নারী বিকলাঙ্গ দরিদ্র যুবক ভবতোষের স্ত্রী জয়া। কুমারী-কালে আধুনিকা জয়া ভেবেছিল আজ যে তার বাল্যবন্ধু ও সহপাঠিনী শিবানীর স্বামী সেই সুদর্শন উপায়ক্ষম সুধীরকে সে বিয়ে করবে। কিন্তু ভাগ্য তাতে ব্যাঘাতের সৃষ্টি করেছে। ভবতোষের সঙ্গে তার বিবাহ জয়ার মনোবিকৃতির প্রধান কারণ। জয়ার রূপদগ্ধ মন আজ স্বপ্নের ইন্দ্রজাল রচনা করেছে যে সে সুধীরের স্ত্রী। সেই চিন্তায় সে বিভোর—সেই কল্পনার সাম্রাজ্যে সে সম্রাজ্ঞী। গল্পাংশে এই নাটিকায় অভিনবত্ব দেখানো হয়েছে। একটু কষ্টকল্পিত হলেও তাতে নূতনত্বের নব আস্বাদন পাওয়া যায়।

আগন্তুক রচিত 'শতাব্দীর স্বপ্ন' কুষাণকুলতিলক কণিষ্ক ও চরক এবং অশ্বঘোষ ও নাগার্জুন প্রভৃতি মনীষীর কাহিনী সম্বলিত একাঙ্কিকা। এইটি স্ত্রী-চরিত্র বর্জিত নাটিকা। ভাষার বর্ণচ্ছটা এখানে আছে, আরও আছে মাঝে মাঝে তীব্র বেগবানতা। স্কুল-কলেজের ছেলেদের অভিনয়ের উপযোগী এই নাটিকাটি।

শ্রীধনঞ্জয় বৈরাগীর 'এক পশলা বৃষ্টি' আমাদের দৈনন্দিন সমাজ-জীবনের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে।

মাতৃহারা সন্তান সৎমার সহস্র আদর-অভ্যর্থনা, স্নেহ-চুম্বন উপেক্ষা করে মাঝে মাঝে অশান্ত হয়ে ওঠে তার স্বর্গীয় মায়ের কথা চিন্তা করে। সরমা সৎমা আর খোকা মাতৃহারা। মনস্তত্ত্বে এম. এ. পাস করা মেয়ে সরমা; শিশু ও কিশোরের মনোবাজ্যের সন্ধান তার অজ্ঞাত নয়, তৎসত্ত্বেও সরমার সমস্ত শিক্ষা-দীক্ষা এবং আয়োজন ব্যর্থ করে দেয় তার সপত্নীপুত্র খোকা। সে তাকে মনে মনে অপছন্দ করলেও সৎমায়ের বিচ্ছেদ বেদনা সে কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। তাই সরমা যখন গৃহত্যাগ করে চলে যেতে চাইল তখনই খোকার সম্বিৎ ফিরে এল।

শ্রীকিরণ মৈত্র রচিত 'বুদ্বুদ' সন্তান-তৃষাতুর নারী-হৃদয়ের দ্বার পাঠকের সামনে উদ্ঘাটন করে দেয়। নারীর প্রধানতম দুটি রূপ আছে। এক প্রেমিকা, দ্বিতীয় জননী। প্রেমিকার প্রেম চরম চরিতার্থতা লাভ করে ধন্য হয় মাতৃত্বের বিকাশে। সন্তান-লাভের জন্য সত্যেনের স্ত্রী কমলা উদ্‌গ্রীব হয়েছে। নারীর দাম্পত্য-জীবনের সেখানেই পরিপূর্ণতা, এই পূর্ণতা পাবার জন্য কমলা কত পূজা-পার্বণ, ধ্যান-ধারণা, কবচ-মাদুলী, দৈবজ্ঞ জ্যোতিষী প্রভৃতির আশ্রয় নিয়েছে। রুগ্ন পিতামাতার ততোধিক রুগ্ন কন্যাকে প্রতিপালন করে নিজের মাতৃত্বের স্বাদ আস্বাদন করার তার দারুণ প্রচেষ্টা, মনোবিশ্লেষক ভঙ্গিমা নিয়ে দেখানো হয়েছে। ভাষার তীব্র গতিবেগ, জোরালো কথা-বার্তা, নাটকীয় আবহাওয়া, ঘটনার ঘূর্ণাবর্ত, আর সর্বোপরি suspense বা সংশয়শীলতা যথার্থ শিল্পীমনের পরিচায়ক।

আশা করি এই একাঙ্কিকাগুলি পাঠ করে তরুণ নাট্যকারগণ আরও নূতন নূতন একাঙ্কিকা সৃষ্টি করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে আরও সমৃদ্ধ করার ব্রত গ্রহণ করবেন। এই সঙ্কলন প্রকাশের উদ্দেশ্য তখনই সার্থক হয়ে উঠবে।

নবজন্ম

অগ্নিমিত্র

চরিত্র-পরিচিতি

নাটু	...	জনৈক মধ্যবয়স্ক ভিক্ষুক
আতুরী	...	যুবতী ভিখারিনী
কুসুম	...	আতুরীর আট-দশ বছর বয়স্ক ছেলে
শৈলী	.	অনাথা বালিকা ভিখারিনী
নজর আলী	...	ভবঘুরে ভিক্ষুক
পীরু		অল্পবয়স্ক ভিক্ষুক
খেতু		বৃদ্ধ ভিক্ষুক
ইন্দর সিং	...	জনৈক অফিস দরোয়ান
খয়রুল		গুণ্ডা-সর্দার

জনৈক পথচারী

জনৈক ভিখারী বালক

নবজন্ম

॥ দৃশ্যপট ॥

[কলকাতা নগরীর ডালহৌসী স্কোয়ার এলাকায় একটি অফিস-বাড়ির টানাবারান্দা। মঞ্চের বাঁদিকে বারান্দার একটা প্রান্ত। তার পাশ দিয়ে সরু রাস্তাটি একটা গলিপথের দিকে চ'লে গেছে। গলিপথের মুখে একটা গ্যাসবাতি। বারান্দার অপর পাশে চওড়া সিঁড়ির অংশবিশেষ দৃশ্যমান। তারই সোজাসুজি পেছন দিকে দেওয়ালের গায়ে ঠেস্-দেওয়া কয়েকটি ছেড়া মাদুর, কাঁথা, চট, মাটির হাঁড়ি, টিনের মগ, দু-একখানা কালো ছোপ-ধরা ইট প্রভৃতি ভিখারীদের নিত্যব্যবহার্য কিছু জিনিসপত্র দেখা যাচ্ছে।

পর পর তিনটি সন্ধ্যার ঘটনা নিয়ে নাটকের তিনটি দৃশ্য গ্রথিত। উপরে বর্ণিত একটি দৃশ্যপটের ওপরেই উক্ত তিনটি দৃশ্যের অভিনয়। প্রয়োজনমতো দেওয়ালে পোস্টার লাগিয়ে বা দৃশ্যমান বস্তুগুলির অবস্থান পরিবর্তনের সাহায্যে দুটি দৃশ্যের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের ব্যবধানটুকু বোঝানো যেতে পারে।]

॥ প্রথম সন্ধ্যা ॥

[গ্যাসবাতির আলোয় মঞ্চের ওপরে একটু আলো-আঁধারি সৃষ্টি হ'য়ে আছে। সিঁড়ির ওপর ব'সে রুস্তম আর শৈলী বাদাম খাচ্ছে। রুস্তম একটু অন্যমনস্ক হ'তেই শৈলী চট ক'রে দু'মুঠো বাদাম নিয়ে কোঁচড়ে রাখ্‌লে। ব্যাপারটা দেখতে পেয়েই রুস্তম চিৎকার ক'রে উঠলে]

রুস্তম। হেই মাগো, আমার সব বাদাম লিযে লিলে গো—

শৈলী। ভাগ। আমার সঁব বাঁদাম লিঁয়ে লিঁলে গোঁ। কে লিযেছে ?

রুস্তম। এই তো তুই লিচ্চিস্‌। ভালো হবে না বল্‌চি শৈলী। আমার পয়সায় আমি কিনেচি, লিস নি খবর্দার –

শৈলী। ইঃ, তোর পয়সা। অ্যাই, পয়সা তোকে পাইয়ে দিলে কে র‍্যা ? ধ'ত্তে গেলে ও তো আমারই পয়সা।

রুস্তম। ইবে আমার পয়সাউলী। বাপ্পার বাবু পয়সা দিলে আর অমনি তোর পয়সা হ'য়ে গেল ? ভাগ, আর একটাও লিয়েচিস কি মাথাটা ওই দেযালে ঠুসে দেবো।

শৈলী। আচ্ছা রোস্তম, মনে থাকে যেন। আমি যে বাবুর কাছে গে' ভিখ মাগ্‌বো, তার কাছে ফের হাত পেতেছিস তো তোকে একেবারে কানা ক'রে দেবো জানিস ?

রুস্তম। মেয়েছেলের তেজ দ্যাখো না। খেতে তোকে কে বারণ করে ? অমন হ্যাংলার মতো লিস্‌ ব'লেই না গোসা হয়। লে—

[রুস্তম আর একমুঠো বাদাম শৈলীকে দিলে। শৈলী সেগুলো কোঁচড়ে পুরে প্রস্থানোদ্যত হ'য়েই দ্রুতপায়ে ফিরে এলো]

শৈলী। অ্যাই, ওঠ্‌ রোস্তম। একটা সাজাগোজা বাবু আস্‌চে র‍্যা। আমি আগে আগে, তুই পেছনে—বুঝলি ?

কুসুম। হুঁ।

[নির্বিকার ভাবে বাদামের খোলা ভাঙ্‌তে লাগল]

শৈলী। বুদ্ধু, কোথাকার! তোর বাদাম নিয়ে কেউ পালাবে নাকি? পরে এসে খাস্—

কুসুম। আমাব খিদে পায় নি বুঝি?

শৈলী। চুপ, চুপ—

[জনৈক পথচারীর প্রবেশ]

বাবুগো, এ গরীবকে একটি দু'টি পয়সা দিয়ে যান বাবু। ভগমান আপনাব ভালো করবে। দু'টি পয়সা দিন বাবু—

কুসুম। সারাদিন কিছু খাই নি বাবু—একটি দু'টি পয়সা পেলে মুড়ি কিনে খাবো বাবু—দয়া ক'বে এ গবীবেব হাতে একটি পয়সা দিবেন বাবু—

[কুসুম ও শৈলী একনাগাড়ে কথাগুলির পুনরাবৃত্তি ক'বে যেতে লাগ্‌ল]

পথচারী। বাঃ, বেশ রপ্ত করেছিস তো বাবা! হ্যাঁ রে, রাত হয়ে এলো, এখনো তোরা ঘুরছিস্?

শৈলী। দু'টি পয়সা দিন বাবু, সাবাদিন কিছু খাই নি বাবু—

[পথচারী ভদ্রলোক দু'জনের হাতে দু'টি পয়সা দিলেন]

পথচাবী। কোথায় থাকিস্ তোরা?

শৈলা। কোথায় আর—এখেনেই থাকি।

পথচারী। তোদের দেখবারও কেউ নেই?

শৈলী। তা কি করবো বাবু—কপালের লেখন যে!

পথচারী। বয়েস হচ্ছে—এখন আর রাস্তাঘাটে না ঘুরে একটা অনাথ আশ্রম-টাশ্রমে চ'লে যা বাবা—

[পথচারীর প্রস্থান]

শৈলী। আহা রে, দরদ আমার। দেখবার কেউ আছে না-আছে তা দিয়ে তোর কি কাজ রে মুখপোড়া? মর্ মর্, নিপাত যা—

[আদুরীর প্রবেশ। তার এক হাতে কয়েকখানি লাকড়ি, অন্য হাতে টিনের বং-চটা মগ]

আদুরী। কাকে শাপমান্যি কচ্চিস্ লা শৈলী?

শৈলী। আখ্ না বাপু, ভিগ্ মেগেচি তা দু'টি পয়সা দিয়ে নিজের পথে চ'লে গেলেই হয়। তা না—তোদের দেখবার কেউ নেই নাকি, কোথায় থাকিস, রাস্তায় ঘোরা ভালো নয়—হেন রে, তেন রে, ছাইপাঁশ কত না ব'কে গেল। আমার বয়েস হচ্ছে তাতে তোর কি রে অনামুখো? খোকন, যা দিকি, দু' পয়সার ফুলুরি নিয়ে আয়।

কুসুম। এখন তো উনুন নিবিয়ে দিয়েচে রে—

শৈলী। তোর মাথা। নিবিয়েচে বেশ করেচে—দোকানদার মিন্‌সে তো মরে নি। যা—

[কুসুমের প্রস্থান]

[আদুরী সিঁড়ির ওপরে ব'সলে]

আদুরী। ছেলেটাকে আবার ভিখ্ মাগতে শেখাচ্চিস শৈলী?

শৈলী। ইঃ রে। আর ন্যাকামো করিস নি আদুরী। বাপ ভিখিরী, মা ভিখিরী, তার ছেলেকে নাকি আবার শেখাতে হয়। তুই মানা করলে কী হবে, ওর বাপই তো আমায় বলেচে ওকে সঙ্গে সঙ্গে রাখতে।

আহুরী। অত পাকা পাকা কথা কইবি নে শৈলী। ওর বাপ কোন কালে ভিখিরী ছিল নি। সে আবার তোকে বলতে গেল কখন লা?

শৈলী। হায় আমার কপাল। তুই সেই মোচলমানটার কথা বলচিস? তা আমি কেমন ক'রে বুঝব বল্? সবাই জানে তুই ঘর করিস নাটুর সঙ্গে। তাই বোস্তমের বাপ বলতে তাকেই বলি।

আহুরী। না, রোস্তমের বাপ সে লয়। আমার ছেলেকে আমি ভিখ্ মাগতে দুবো নি, তাতে কারুর কথার ধার আমি ধারি নে। আর তোকেও বলি শৈলী, ফের যদি তুই ওকে সঙ্গে লিইচিস তো তোর একদিন কি আমার একদিন।

শৈলী। ওঃ, আমার ভারি দায় প'ড়ে গিয়েচে কিনা। ছেলেকে কি নাটসায়েব বানাবি নাকি লো?

আহুরী। যাই বানাই তাতে তোদের কি?

শৈলী। বেশ তো না, আমরাও তো মরচি নে—এই ডালুসীতেই থাকব। দেখি, তোর ছেলে কোন বাবু হয়ে চাকরি ক'ত্তে যায়। বলে, কুঁজোর আবার চিৎ হয়ে শুতে সাধ!

আহুরী। তুই মেয়ের বইসী, তোকে আর কি বলব শৈলী। কপালে যদি জোটে, ভগমান যদি মুখ তু'ল চায় তবে পাবিস তো একটা ভাল লোক দেখে বে' ক'রে এ বিত্তি ছেড়ে দিস। গতরে খেটে যা জোটে তাই খেয়ে সে শাচা ঢের ভাল, তাতে ভাগ্যি আছে।

শৈলী। হি-হি হি, বেশ তো তুই বলিস আহুরী। এতই যদি, তবে তুই বা হেথা প'ড়ে থাকিস কেন লো?

আহুরী। আমার যাবার উপায় নেই, তাই।

শৈলী। আমারও উপায় নেই।

আহুরী। তোর আবার উপায় নেই কি লো? তুই তো আর আমার পারা ঘর থেকে বেরোস নি!

শৈলী। কে তোকে বেরোতে বলেছিল বাপু ?

[ফুলুরি নিয়ে রুস্তমের প্রবেশ]

শৈলী। দে রোস্তম –

রুস্তমের হাত থেকে ঠোঙাটা ছিনিয়ে নিলে]

রুস্তম। আমায় দে।

শৈলী। ইঃ, তোর রোজগারের পয়সা যে তোকে দেব ?

রুস্তম। ছাখ্ মা, ছাখ্—

শৈলী। হি-হি-হি, কী আবার দেখবে ? তোর মা বোষ্টুমী হয়েছে জানলি ?

[শৈলীর প্রস্থান]

রুস্তম। আমার ফুলুরিগুলো নিয়ে গেল মা। বেইমান, মুখপুড়ী, তোর শূলবেদনা হোক, পেট কামড়াক –মর্ তুই। আজ রাত্তিরেই হাসপাতালের গাড়ি যেন তোকে নিয়ে যায়—

[রুস্তম কেঁদে ফেললে। আদুরী তাকে কাছে টেনে নিলে]

আদুরী। ও যায় যাক গে, তোকে আমি আবার কিনে দুবো বাপ।

রুস্তম। তবে পয়সা দে।

আদুরী। কাল দিনের বেলায় কিনে দুবো।

রুস্তম। না, না—এখুনি দিতে হবে। দে—

আদুরী। বলেচি তো দুবো, আবার কী ? শোন্ রোস্তম, কাছে আয়। তোর বাপে যা বলে বলুক গে, কাল থেকে তুই আর ভিখ্ মাগতে যাস নি বাবা।

রুস্তম। ঝুটমুট ব'সে থাকতে আমার ভাল লাগে না।

আদুরী। ব'সে থাকবি কেনে? এই ত্থাখ্, তোর লেগে কি এনেচি!

[আঁচলের আড়াল থেকে একখানি বর্ণপরিচয় বা'র ক'রে কুসুমের সামনে ধরলে]

কুসুম। ধুত্তোর! ও দিয়ে আমি কী করব?

আদুরী। ক্যানে, পড়বি। দেখিস নি, রোজ সকালে সেজেগুজে কত কত বাবুরা হেথা আসে—তারা চাকরি করে, কত টাকা কামাই করে। নেকাপড়া শিখলে তবেই তো অমন হওয়া যায় রে। ওই যে ঘড়িব দোকানের বাঙালী দারোয়ানজী, উনি পড়তে জানে। ওনাকে আমি বলেচি, তোকে পডিয়ে দেবে।

কুসুম। ধ্যেৎ, উসব আমি পারব নি। দু' দিন সবুর কর্ না মা, ভিখ্ মেগেই কত পয়সা কামাই ক'বে দুবো দেখিস। ও ঘোড়ার ডিম দিয়ে তো ভারি হবে! কই, একটা পয়সা দে দেখি—

আদুরী। পাবি নে, যা। তোর বাপের রক্তের গুণ ছাড়া আর কী পাবি?

কুসুম। বাপ তুলে কথা বলিস নি মা। তুই পয়সা না দিলি তো ব'য়ে গেল, শৈলীর ঠেঞে লিচ্ছি ত্থাখ্—

[নাটু খোঁড়াতে খোঁড়াতে প্রবেশ করছিল। প্রস্থানোদ্যত কুসুম তার গায়ের ওপব গিয়ে পডতেই কুসুমকে এক ধাক্কা দিলে]

নাটু। অ্যাই, পথ দেইকে চইল্‌তে জানিস নি?

কুসুম। না, জানি নে। কী করবি?

নাটু। শুনলি, কথা শুনলি আদর? শালা আমারই খাবি আবার আমাকেই চোখ রাঙাবি?

কুসুম। ইঃ রে, তোর কামাই কে খায় রে? আমি খাই আমার

মায়েব কামাই। আমার বাপ নেই ব'লে তোরা যা খুশি তাই বলবি? হুঁ:—

[রুস্তমেব প্রস্থান]

[নাটু সিঁড়িব অন্য প্রান্তে ব'সলে]

নাটু। শালা জাত-কেউটেব বাচ্চা। তুই যতই না ক্যানে যতন করিস, খাওয়াস পবাস—ও ছেইলে তোব আপন হবে নি কো আদর। তাব চেয়ে আমি বলি কি, তুই আর কান্নাকাটি কবিস নি—ওকে খযবাব কাছে দিয়ে দি। খযরা নিজেও মোছলমানেব ছেলে, ওকেও ভাল কইরে তালিম দিবে। তাব পব ছেইলে তোর নিজের ভাত নিজেই কইরে লিবে।

আদুরী। না। আমি য্যাদ্দিন জ্যান্ত আছি, ত্যাদ্দিন রোস্তমকে আমি গাঁটকাটা হতে দুবো নি।

নাটু। তোব পাগলামোই তোকে খেইলে আদব। তাও ভাগ্যিস কোনও বাজে নোকেব হাতে না পইড়ে আমাব হাতে পইড়েচিস, তাই ছেইলেকে এখনো কাছে কাছে বাইখ্‌তে পাচ্চিস। অন্য কেউ হ'লে অ্যাদ্দিন ও আপদ অন্য কাযদায় বিদেয় কইর্‌ত। কইর্‌ত কিনা বল্‌?

আদুরী। চেষ্টার কসুর তুইও খুব কম কচ্চিস কিনা।

নাটু। তবে কি মাথায় নিয়ে ধেই ধেই ক'রে নাইচব, বল্‌? কতবার বলি, ছেইলেটাকে দে—সঙ্গে লিযে ব্যাবোসাটা শেখাই। তা তুই যে সেই গোঁ ধইরেচিস, তা তো আর ছাড়চিস নি। আরে বাপু, যে নোকটা তোকে এমনধারা ফেইলে পেলিয়ে গেল, তার বেটার 'পব তোর এত দরদ ক্যানে বল্‌ দিনি?

আহুরী। বুঝে তোমার কাজ কি বাপু? বার বার এমন ঝালাপালা করলে আমি একদিক চ'লে যাব বলছি।

নাটু। যা না, দেখি মুরোদ কত। আচ্ছা, ভেবে ত্যাখ্ দিকি আদর, য্যাখন খেতে না পেয়ে খয়রার খপ্পরে পইড়তে চলেচিলি, ত্যাখন এই নাটু না তোকে বেঁইচেছিল?

আহুরী। আহা-হা, আমার ফকীর গোসাঁই রে। তোর নিজের গরজ ছিল না? আমার আর সুখে কাজ নেই, ছেলেটাকে তোর খেয়ালে চলতে আমি দুবো নি তা জেনে রাখ্।

নাটু। তবে কি পরের ছেইলেকে বসিয়ে খাওয়াব নাকিনি? যতই না নরম আমায় দেখিস আদরী, অত নরম আমি নই। পরের ছেইলেকে খাওয়াতে আমি পারব নি।

আহুরী। পরের মাগ্‌কে যেচে ডেকে নিতে তো বাধে নি গো?

[আহুরী হাত বাড়িয়ে মাটির ওপর থেকে 'বর্ণপরিচয়'খানা কুড়িয়ে কোমরে গুঁজতে গেল, নাটু খপ্ ক'রে তার হাতখানা চেপে ধরলে]

ছেড়ে দে বলচি।

নাটু। কার কেতাব?

আহুরী। তা দিয়ে তোর কাজ কি?

নাটু। তুই সত্যি সত্যি কেতাব কিনেচিস আদর? ছেইলেকে বাবু বানাবি, অ্যাঁ? এই নে, বানা—

[পাগলের মতো বইখানাকে ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ছড়িয়ে ফেলে দিলে]

যত কিছু না বলি, তত আস্পদ্দা বেইড়ে গিয়েচে। ক'পয়সা আজ কামাই কইরেচিস্?

আহুরী। বল্‌বো নি। তুই আমার কেনা কেতাব ছিঁড়লি ক্যানে বল্?

নাটু। যতবার কিনবি, ততবার ছিঁড়বো। তোর সোহাগের দফা রফা না কইরে আমার ক্ষান্তি নেইকো। পরের ছেইলে বসে বসে বোয়াল মাছের মত গিলবে আর তার গাদন ভইর্‌তে রোদে জলে আমি শালা কামাই কইরে বেড়াব—তাই না ?

[রুস্তমের প্রবেশ]

এই যে নবাবের বেটা ! বেরো—

[রুস্তম কোমরে হাত দিয়ে রুখে দাঁড়াল]

রুস্তম। আবার বাপ তুলচিস্ ? সড়ক তোর বাপের তালুক আছে ? শালা খোঁড়া বেজি কোথাকার !

[নাটুর উদ্দেশে গালিগালাজ করতে করতে রুস্তম আদুরীর কাছে এগিয়ে গেল। কাছে গিয়ে প্যাণ্টের পকেট থেকে একটা পেয়ারা বা'র করলে]

এই ভাখ্, মা, একদম টের পায় নি কো।

নাটু। বাঃ, বেশ তো ! কাছে আন্ দিকি রোস্তম।

[রুস্তম ভয়ে ভয়ে নাটুর কাছে যেতেই নাটু পেয়ারাটা কেড়ে নিয়ে কামড় বসালে]

হাঁ, মিঠে আছে, বে-শ মিঠে।

রুস্তম। হেই মা, খেয়ে ফেললে গো—

নাটু। ভাগ্, আর একটা সাফাই ক'রে নিজে খেগে যা।

[আদুরী ঝাঁপিয়ে পড়ে নাটুর মুখ থেকে পেয়ারাটা কেড়ে নেবার জন্তে ধস্তাধস্তি করতে লাগ্‌ল]

আহুরী। ছি-ছি-ছি, ঘেন্না-পিত্তিও নেই তোর? লুভী লালচ কোথাকার! এমন খাদকের গলায় দড়ি!

নাটু। কেড়ে নিলি আদর?

আহুরী। লুবো নি? হায় হায় হায়, দুঃখের ছেলেটা কত আশায় কামাই করে এনেচে, আর তুই বুড়ো শকুন তা কেড়ে খেলি? অমন খাওয়ার আগে গলায় দড়ি দিগে যা—

[নাটু লাঠিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালে]

নাটু। আচ্ছা, কামাই কত্তে আম্মিও জানি। চেরদিন কি সমান থাকবে র‍্যা? রোগ-ভোগ হবে নি? আকাল-মন্দা হবে নি? তখন কে গিলতে দেয় তাও দেখব। থুঃ, থুঃ, তোদের কামাই খাই তো গোরক্ত খাই। এই যাচ্চি দোকানে। পয়সা থাকলে আবার খাওয়ার অভাব কি? মর্ তোরা, না খেয়ে চিম্‌সে মর্—থুঃ, থুঃ—

[নাটুর প্রস্থান]

আহুরী। যা দোকানে। পয়সার মুরোদ দেখাচ্চে। কত বড় পয়সাওয়ালা রে! যে চুলোয় যায় যাকগে, এই নে, তুই খা বাবা।

[আধ-খাওয়া পেয়ারাটা আঁচলে মুছে নিয়ে রুস্তমকে দিলে। বাইরে থেকে সম্মিলিত কণ্ঠের কোলাহল ভেসে এল]

কি হ'ল রে রোস্তম? দেখে আয় দিকি—

রুস্তম। কি আবার হবে, হাল্লায় কাউকে তাড়া করেচে। তুই একটু খেয়ে দেখবি মা—ভারি মিঠে!

[জনৈক ভিখারী বালকের প্রবেশ]

বালক। আহুরী, শীগ্‌গির আয়, তোর নাটুয়া শালা গাড়ি চাপা পড়েচে।

আদুরী। অ্যাঁ?

বালক। হ্যাঁ রে, চাপা পড়েচে। স্থাখ্‌গে, এতক্ষণ হয়তো টেঁসে গেল!

[আদুরী আর কুসুম দ্রুতবেগে বেরিয়ে গেল। বালকটিও তাদের অনুসরণ করল]

॥ দ্বিতীয় সন্ধ্যা ॥

[সিঁড়ির ওপরে ব'সে থামে ঠেস দিয়ে শৈলী একা আনাজের খোসা ছাড়াচ্ছে। পাশে একটা ঠোঙায় কিছু মুড়ি। মাঝে মাঝে দু-এক মুঠো মুখে দিচ্ছে]

[পীরুর প্রবেশ]

পীরু। অ্যাই শৈলী!

শৈলী। কি?

পীরু। আনাজ নিয়ে তো খুব গেরস্তালি কচ্চিস্‌, উদিকে মেঠাইয়ের দোকান থেকে যে কতগুলো নিমকি কচুরি ফেলে দিলে, সে খপর রাখিস?

শৈলী। যাঃ, তবে তুই হেথা এসে ভারি বসতিস্‌ কিনা।

পীরু। আরে, আমি তো পেট ভত্তি করে ঠেসে এনু। এঁউ—

[ইচ্ছাকৃত ঢেকুর তুললে]

শৈলী। মাইরি বলচিস্‌? স্থাখ্‌, যদি মিছে কথা হয় তো ফিরে এসে তোর জিভ টেনে ছিঁড়ব।

[শৈলী দ্রুতপায়ে চ'লে গেল। পীরু সঙ্গে সঙ্গে মুড়ির ঠোঙাটা নিয়ে গোগ্রাসে মুড়ি খেতে শুরু করলে। নেপথ্যে খয়রুলকে দেখেই সে পালাবার উপক্রম করলে]

[খয়রুলের প্রবেশ]

খয়রুল। বে পীরুয়া!

পীরু। মাইরি বলচি খয়রাদা, আমি আজই তোমার ঠেঞে একবার যাব ভেবেচিনু।

খয়রুল। ব্যস্, ব্যস্, ঝুটা বাৎ ছোড় দো। চল্, মেরা রূপয়া ওয়াপস্ দো—

পীরু। টাকা তো নেই খয়রাদা—খেয়ে ফেলেচি গো। মাইরি বলছি, আর দু'টো দিন তুমি টেইম্ দাও, তার ভেতর কাজ আমি ঠিক হাসিল ক'রে দেবো।

খয়রুল। সাবাশ! কব্ তেরা সুবিস্তা হোবে তো ওহি দিনতক্ হামার কারবার বৈঠিয়ে থাকবে?

পীরু। তুমি ভেবো নি খয়রাদা, আদুরী তোমার হাতে এসে গেল বলে। আদুরী তো তুশ্চু, সুবিধে পেলে কত আদুরীকে পাচার করবো দেখে লিও। বক্‌শিশটা কিন্তুক মাইরি—

খয়রুল। ভাগ্। পহেলে কাম পিছে দাম। আজহি কাম হাসিল করনা। হিম্মৎ হ্যায়?

পীরু। হিম্মত থাকবে না ক্যানে, কিন্তু তোমার আদুরী সে কখন ফিরবে তার তো ঠিক নেই।

খয়রুল। আরে বাবা, যেখনহি আস্‌বে, আনে দো।

পীরু। ঠিক আচে। নাটুটা কাল ঠ্যাং ভেঙে হাসপাতালে গিয়েচে, এই সুযোগ। কিন্তুক হেই গো খয়রাদা, বক্‌শিশটা—

খয়রুল। ফিন্ বক্‌বক্? চল্—

[খয়রুল ও পীরুর প্রস্থান]

[কয়েক মুহূর্ত পরেই ক্রুদ্ধভাবে প্রবেশ করলে শৈলী]

শৈলী। কই, কোথায় গেল? মুখপোড়া, রং করবার আর পাত্তর পেলি নি? অ্যাঁ, মুড়িগুলো খেয়ে পেইলেচে? নেড়ি কুত্তা কোথাকার—খা, জন্মের শোধ খা। মুড়ি তো নয়, নুড়ি। পাথরের নুড়ি হ'য়ে তোর পেটে গজ্‌গজ্‌ করুক।

[সরষের তেলের শিশি এবং গামছায় বাঁধা কয়েকটি সওদা সহ ইন্দর সিংয়ের প্রবেশ]

ও দরোয়ানজী—

ইন্দর। কেয়া রে? কুছ্‌ কহিব?

শৈলী। এক ফোঁটা তেল দেবে? এই ত্যাখো না, এতগুলো আনাজ পেয়েচি, তা পোড়া ছাই খাওয়ার কি উপায় আছে? একটুন্ তেল দাও না গো। সঙ্গে আসবো?

ইন্দর। নেহি। ও কচ্চাহি খা লে, তাগদ্ হোবে।

শৈলী। আহা-হা—'কচ্চাহি খা লে'—কিপ্টে হাড়গিলে কোথাকার!

ইন্দর। অ্যাও, গালি মৎ দো।

শৈলী। আহা, গাল আবার দিনু কখন? ও দরোয়ানদাদা, তেল না দাও, দুটো পয়সা দাও না গো।

ইন্দর। পৈসা! পৈসা কঁহা পাবে? অরে বাবা, দিনভর্ মেহনৎ করছি তো পৈসা কামাই করছি। তুকে খিলাতে হামি নোকরি করছে নাকি বাবা?

শৈলী। হায় রে আমার পোড়াকপাল! তোমরা না দিলে কোথা পাবো বলো?

ইন্দর। কাম কর্ যা। পান্নাকুকে অন্দর যে কোঠি বনাচ্ছে, উহা যা, মিস্তিরিসে কাম মাঙ্—পৈসা মিলবে। অরে বাবা, ভগবানজী হাথ দিয়েছে কাম করতে, ভিখ্ মাঙ্গনেকো নেহি দিয়েছে, হঁ।

শৈলী। মরণ! আমি কি ছাই কাজ জানি যে করবো?

ইন্দর। শিখিয়ে লিবি। হমার যেখন বচ্পন ছিল, হামি কি তেখন দরবানজী ছিল? এ বুড্ঢাকো বাৎ শুন্ বেটী।—কালসে কামধান্ধাকে কোশিস কর্, আপ্না হাথসে কামাই কর্,—খা, পী, অবামসে গুজর যা।

শৈলী। উরে বাব্বাঃ, কাজ কত্তে আমি পারব নি। অত খাটবে কে? তার চেয়ে এই ঢের ভালো আচি। তোমার তেল দিয়ে কাজ নেই বাপু, তুমি যাও।

[শৈলীর কথা শেষ হওয়ার আগেই প্লাস্টার-করা পা নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে নাটুর প্রবেশ]

[ইন্দর একটা ভ্রূকুটি ক'রে নিজের পথে চ'লে গেল]

নাটু। হ্যাঁ রে শৈলী, রোস্তমের মা কোন্দিক পানে গিয়েচ্ জানিস্ নাকিনি?

শৈলী। জেনে আমার লাভ কী বাপু? খোঁড়া মানুষ—টো-টো ক'রে চক্কর না মেরে ব'সে থাকো—সে আসবে।

নাটু। হ্যাঁ রে, পেইলে যায় নি তো?

শৈলী। ঢং দ্যাখো না! পালাবে আবার কোথা শুনি? নিজে তো পায়ে চুনকাম ক'রে নিচ্চিন্দি হয়েচ, তা তাদের দুটো কামাই ক'রে খেতে হবে তো?

নাটু। বটেই তো। তা ধর্, গাড়িচাপা প'ড়ে একরকম ভালোই হয়েচ্ রে শৈলী। বাবুগুলো যা হয়েচ্, তাতে নেহাৎ কানা খোঁড়া না দেখলে আর হাত উপুড় করে নি। তাও ধর্, রোস্তমটাকে যে একটুন ভালো কইয়ে কাজ ধরাবো তার কি উপায় আচে ?

শৈলী। রোস্তমকে দিয়ে আর কামাই খেতে হবে নি বাপু। তার মা তো তাকে নেকাপড়া শেখাচ্চে গো। ছেলে তার নাট সায়েব হবে। তোমার লেগে ভাবতে তাদের দায় প'ড়ে গিয়েচে! তুমি তো চুনকাম ক'ত্তে কাল হাসপাতালে গেলে, ইদিকে তোমার বেটার লেগে নাল রঙের দু'পয়সা দামের বই এলো, ম্যাস্টর এলো—

নাটু। আবার বই কিনেচ্ ?

শৈলী। কেনা ব'লে কেনা? ঘড়ির দোকানের সেই ছোকরা দরোয়ানটাকে তোমার আদুরী ধরেচে, সেই তো রোস্তমের ম্যাস্টর হবে গো। আদিখ্যেতা আর কাকে বলে!

নাটু। দাঁড়া, ও ছেইলেকে চালান না কইরে আমার ক্ষান্তি নেই কো।

শৈলী। তবে তোমার আদর বিবিও ভাগবে গো!

[আনাজগুলো কোঁচড়ে তুলে নিয়ে শৈলী যাওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়ালে]

[বিড়ি টানতে টানতে খয়রুলের পুনঃপ্রবেশ]

নাটু। হ্যাঁ গো খয়রাদা, খপর কী ?

খয়রুল। তুহারকে পতা লিতে আস্‌লম। অস্পতালসে ছোড়িয়ে দিয়েচে, আঁ? অরে শৈলী, কঁহা যাত্তি ?

শৈলী। তা দিয়ে তোমার কাজ কী বাপু?

[মুখঝামটা দিয়ে দ্রুতপায়ে চ'লে গেল]

খয়রুল। হাঁ, বড়ী তেজী লড়কি আছে! সাবাশ্—

নাটু। এ মেয়েটাকেও লিবে নাকি গো খয়রাদা?

খয়রুল। চল্, হঠ্। উস্‌সে তেরা ক্যা কাম? রুস্তম কঁহা?

নাটু। কে জানে! তার মা-আবাগীর আঁচল ধ'রে কোন্ চুলোয় গিয়েচ্ কে বলবে? তুমি বাপু যেমন-তেমন ক'রে আপদটাকে পাচার ক'রে আমাকে রেহাই দাও দিকি খয়রাদা।

খয়রুল। অরে বাবা, হম তো কব্‌সে বোল্‌ছে কি লড়কা মেরা পাশ দে দো। লে, বিড়ি পী—

[অর্ধদগ্ধ বিড়িটা নাটুর দিকে ছুঁড়ে দিলে]

নাটু। উঃ, আহা রে, পা'খানা বড়ো টনটন্ ক'চ্চে গো—

খয়রুল। বড়া চোট আছে, উস্‌কি দর্দ ভি কাফী হোবে।

নাটু। দ্যাখো দিকি, একে নিজের ঝামেলা, তার ওপর আবার ওই পরের ছেইলেটা এক ঝামেলা—

খয়রুল। অরে ইয়ার, তু বুদ্ধু আছে। উস্‌কে মাঁসে জরা অলগ্ কর্ দো—হম লে যাতা।

নাটু। চেষ্টা কি আমি কচ্চি নি ভাবো? বড্ড সেয়ানা মেইছেইলে গো, আপদটাকে একদণ্ড চোখের আড়াল করে না যে।

খয়রুল। তব্ তু ছোড় দো, হামি বিল্‌কুল ইন্তজাম করবে, হামি হাসিল করবে।

নাটু। তাই কর তো বেঁইচে যাই। পার তো আজই লিয়ে যাও মাইবি।

[পীরুর পুনঃপ্রবেশ। খয়রুল ইশারায় পীরুকে চুপ থাকতে ব'লে নাটুর দিকে মন দিলে]

খয়রুল। তব্ শুন্। হম উধর বৈঁকুশাল ইষ্টিটমে যাচ্ছে। রুস্তম লোটবে তো কোই ফিকিরসে উকে দুকানমে ভেজিয়ে দিবি।

ব্যস্, কাম ফতে। লেকিন হাঁ, তেরা আদ্‌মী অগর জানবে তো তেরা খত্‌রা হোবে নটুয়া।

নাটু। সি কথা তুমি ভেবো নি খয়রাদা। ছেইলে দোকানে গিয়ে ফেরে নি তো আমি কী করব বলো? আর ধরো আগে হ'লেও বা পারা যেত, আখুন এই ভাঙ্গা পা লিয়ে আমি আর কদ্দিন খিলাবো বলো তো?

খয়রুল। ইয়ে তো সাচ বাৎ আছে। ব্যস্, তু উধর চল্ যা নটুয়া। হামি সাথ তুকে দেখলে তেরা জেনানা বিল্‌কুল সমঝ লিবে।

নাটু। তবে তুমিও চইলে যাও গো—

খয়রুল। হামি তো আখুনি যাবে। হাঁ, তু চল্—

[নাটুর প্রস্থান]

[পীরু খয়রুলের কাছে এগিয়ে এলো]

পীরু। কী কথা হ'ল গো? তুমি কি শেষে ওই রোস্তমটাকেই লিবে নাকি?

খয়রুল। চুপ। ও লড়কাসে হামরা কোই কাম না আছে।

পীরু। তবে ওর কথাই হচ্ছিল ক্যানে?

খয়রুল। অরে উল্লু, সির্ফ ধোঁকা। শুন্ পীরুয়া, হম রুস্তমকো থোড়াসে দূর লিয়ে যাবে, অওর তেরা কাম হোগা কি উস্‌কে বাদ আ কর্ আদ্‌মীকো বাতাবি কি খয়রুল রুস্তমকো লে গিয়া। ব্যস্, ও তেরা সাথ যানে মাঙ্গেব। উস্‌কে বাদ—হাঁ!

[চোখের ইশারায় ইঙ্গিত করলে]

পীরু। কিন্তুক নাটু যদি জানতে পারে?

খয়রুল। ক্যা করেগা? ও শালে তো সির্ফ উল্লু আছে। [illegible] আদ্‌মীকো উমর কেত্ত আছে? ঠাইশ ইয়া ত্রিশ?

পীরু। হাঁ, অমনিই হবে।

খয়রুল। ব্যস্, ব্যস্। এক মাহিনা অচ্ছেসে খানাপিনা করালে আপ্‌সে সুরৎ খুলিয়ে যাবে। উস্‌কে বাদ—ব্যস্। চল্ পীরুয়া—

[সরু গলির দিকে খয়রুল ও পীরুর প্রস্থান। কয়েক মুহূর্ত পরে মঞ্চের অপর দিক থেকে আদুরী ও রুস্তমের প্রবেশ। আদুরীর হাতে যথারীতি ভিক্ষাপাত্র। রুস্তমের মাথায় পোস্টারের কাগজে তৈরী একটা গাধাটুপি, হাতে একটা উচ্ছিষ্ট ডাবের খোলা। সে এসেই এক কোণে ব'সে ডাবটিতে মনঃসংযোগ করলে। আদুরী গেরস্থালির দিকে মন দিলে]

রুস্তম। নাটুটা এবার খোঁড়া হয়ে ফিরেচে। আর আমাকে মারধোর ক'ত্তে পারবে নি মা।

আদুরী। চুপ কর্। শুনতে পেলে আর আস্ত রাখবে নি।

রুস্তম। না রাখুক তো? এই ডাবের খোলা ছুঁড়ে ওর বাঁ পা'খানাও খোঁড়া ক'রে দেবো না? খোঁড়া ল্যাং ল্যাং ল্যাং, ও তোর কে ভেঙেচে ঠ্যাং, হি-হি-হি—

আদুরী। জুতিয়ে তোর মুখ ভেঙে দুবো রোস্তম। সে নোকটা তোর সমান বইসী? বাপের সমান নোকটা—

রুস্তম। ইঃ বাপ না, কচু! খেতে দিবি কিনা বল্?

আদুরী। না, দুবো নি। রাক্কুসে খোল নিয়ে এয়েচে, খালি খেতে দে আর খেতে দেঃ। যা না, তোর অলপ্পেয়ে বাপকে খুঁজে নিয়ে তার ঠেঞে খোরপোষ আদায় কর্‌গে না!

[নাটুর পুনঃপ্রবেশ]

নাটু। হ্যাঁ রে, কখন ফিরলি আদর? সেই কখন থেকে তোকে খুঁজচি।

আদুরী। তবে আর কি, আমার মাথা কিনেচ। আবার ফিরে এলি ক্যানে, সে চুলোয় মস্তে পাল্লি নি ?

নাটু। ম'লে তো বেঁইচেই যাই রে আদর। তা যমে তো লিলে না। আহা রে, পা'খানা বড্ড টন্‌টন্ কচ্চে গো।

আদুরী। তা আবার ঢং ক'রে নেচে বেড়াচ্চিস্ ক্যানে ? থির হয়ে ব'সে থাকলেই হয়।

নাটু। না, তাই তো ব'সে ছিনু। বিড়ির নেশায় পেইয়েচে তাই— ও বাপ রোস্তম, এক পয়সার বিড়ি এনে দিবি বাপ ?

রুস্তম। পয়সা দাও।

[নাটু ট্যাঁক থেকে একটা পয়সা ছুঁড়ে দিলে]

আদুরী। আবার ডাব কুড়োতে লেগে যাস নি যেন—যা।

নাটু। শোন্। ওই কোটের রাস্তার সামনেকার দোকানে কড়া বিড়ি আছে, ওখেন থেকেই আনবি।—আর হাঁ, কালো সুতো দেইখে লিস্।

রুস্তম। সে তোমাকে বলতে হবে নি, সে জিনিস আমার চেনা আছে।

[রুস্তমের প্রস্থান]

নাটু। হ্যাঁ রে আদর, ছেইলেটাকে আবার নাকি বই কিনে দিইচিস্ ?

আদুরী। কে বললে তোকে ?

নাটু। আহা-হা, বলাবলি দিয়ে কী হবে ? দিইচিস কিনা বল্ ?

আদুরী। দিয়ে থাকি দিয়েচি। তোর পারা জাত-ভিখিরীর জন্ম তো ওর নয়।

নাটু। তা নাই বা হ'ল। কিন্তুক ঘড়ির দোকানের ছোকরা চাকরটাকে ম্যাস্টর করিচিস ক্যানে ? ত্থাখ্, চোখে দেইখ্‌তে আমার কিছু আটকায় না, হাঁ।

আদুরী। তার মানেটা কি হ'ল?

নাটু। মানেটা যা, তাই হ'ল। সত্যি কথা বলি শোন্, রূপ যৈবন দেইখে বেটাছেইলে অনেকেই আসে র‍্যা, কিন্তুক চেরকালের খোরপোষের দায় কেউ নেয় না।

আদুরী। ওসব কথা বলবি তো আমি একদিক চ'লে যাব।

নাটু। ক্যানে, লতুন নাগরের খোঁজ হয়েচ্ নাকিনি? তোর কিসের দুঃখু বল্ দিকি আদর? এই যে পাঁচ-ছ' বছর আমার সঙ্গে ঘর কচ্চিস, এর মাঝে যেইচে তোকে কোনোদিন দুঃখু দিইচি, বল্? রোস্তমের বাপ তো কেমন ফেইলে পেলিয়ে গেল, কিন্তুক আমি কি তা একবারও ভাবি? তাই বলি আদর, আমার এত পীরিতের অমন হেনস্তা করিস্ নি—বড়ো শেল লাগবে র‍্যা।

আদুরী। থাক্, হয়েচে। পীরিতের তো আর কামাই নেই!

[আদুরী উঠে দাঁড়ালে]

নাটু। কোথা চল্লি র‍্যা?

আদুরী। পিণ্ডি সেদ্ধ কত্তে হবে নি? পা খোঁড়া ক'রে তো আমাকে সগ্‌গে তুলেচিস। এক মগ জল আনতেও তো সেই আমাকেই যেতে হবে। যাই, সেই ছেরাদ্দের যোগাড় দেখি—

নাটু। বকিস নি আদর। এ তো ভগমানের হাত। তুই পাক-সাক কর্, আমি উদিকপানে কোথাও একটু আঁধার জায়গা দেইখে প'ড়ে থাকি গে। ঘুমিয়ে পইড়্লে আবার ডাকিস কিন্তুক।

আদুরী। সে বেলায় তো জ্ঞান টনটনে। কিছু কামাই হয়েচে?

নাটু। কখন আর কামাই কর্‌? এই আসতে আসতে মোটে পাঁচটা পয়সা পেইচি, তার একটা তো বিড়িতে গেল। এই নে আর চারটে।—

[পয়সা দিয়ে নাটুর প্রস্থান]

[আদুরী রান্নার কাজে মন দিলে]

[পা টিপে টিপে নজর আলীর প্রবেশ]

নজর। কি রে আদুরী, পাক-সাক করবি নি ?

আদুরী। ক্যানে, চোখ নেই ? দেখতে পাচ্চিস নে ?

নজর। হেঁ-হেঁ, তা পাচ্চি বটে। উনুনের ইট কই ? আমি এনে দিই ?

আদুরী। মরণ! তোর ছোঁয়া খেয়ে হিঁদুর মেয়ে আমি জাত খোয়াই, তাই না ?

নজর। তা কেনে ? এককালে মোচলমানের ঘর তো কর‍্যাচিস বটে, অ্যাঁ ? আর নাটুর সঙ্গে বনিবনাও তো তেমন হচ্চে নে।

আদুরী। তাতে তোর কি রে ড্যাকরা ? নোলা সক সক কচ্চে, তাই না ?

নজর। হি-হি, তুই ভারী সোন্দর মাইরি।

আদুরী। তাতে তোর কি মুখপোড়া ? মেজাজ খারাপের সময় ঢং ক'ত্তে আসিস নি নজর। মরদের ঘর কত্তে শখ! নিজে দুবেলা খেতে পাস ?

নজর। ছাখ্, নজর আলী মন দিয়ে খাটলে তোর নাটুর থেক্যা অনেক বেশী কামাই কত্তে পারে বটে। আমি বলি কি, ও খোঁড়াটাকে তুই ছেড়্যা দে। আগে তুই মোচলমানের বিবি ছিলি, আবার মোচলমানের বিবি হ্।

আদুরী। ওঠ্, ওঠ্ বলচি।

নজর। তোর একবারে পাথরের কল্‌জে মাইরি।

আদুরী। আহা রে আমার গোলাপ ফুলের কল্‌জেওয়ালা রে! ভাগ্—

[আদুরীর তাড়া খেয়ে নজর সভয়ে পালিয়ে গেল]

সব পুরুষমানুষগুলো সমান। খালি নিজের স্বাথ!

[পীরুর প্রবেশ]

পীরু। নাটু কোথাকে গেল র‍্যা আদুরী ?

আদুরী। জানি নি, বা।

পীরু। ও। তা হ্যাঁ রে আদুরী, তোর রোস্তম ওই খয়রুল মিঞার সঙ্গে গঙ্গার ধারকে উদিক পানে কোথাকে গেল র‍্যা ?

আদুরী। অ্যাঁ ? কোথায় ?

পীরু। ওই তো, ওই গঙ্গার ধারকে টিরেম নাইনের পাশে পাশে হেঁটে যেতে দেখনু।

আদুরী। অ্যাঁ ? তবে আমার সব্বোনাশ হয়েচে! যে ভয়ে ভয়ে বাছাকে আমি পাখীর মতো আগ্‌লে রাখি, তাই শেষে সত্যি হ'ল ? হায় ভগমান, এ তুমি কি কল্লে গো—

পীরু। কাঁদিস নি আদুরী, এখনো সময় আছে। কত বড় বুকের পাটা তার যে তোর ছেলেকে লিয়ে যায় ? তোর কিছু ভাবনা নেই—আমি খয়রুলের ডেরা চিনি।

আদুরী। তোর পায়ে পড়ি পীরু, তুই আমাকে লিয়ে চল্। ছেলেকে না পেলে আমি ম'রে যাব। আমার বুক খালি হ'লে আমি বাঁচ্‌ব নি রে, বাঁচ্‌ব নি।

পীরু। তা বলচিস য্যাখন—চল্। কিন্তু ইসব যে প'ড়ে রইল ?

আদুরী। থাক্, সব চুলোয় যাক্। তুই আর দেরি করিস নি রে পীরু। চল্—

[দ্রুতবেগে আদুরী ও পীরুর প্রস্থান]

[অন্য দিক থেকে নাটুর প্রবেশ]

নাটু। ও আদর,—একি! কোথাকে গেল আবার ? আদর! আদুরী লো—

[বিড়ি নিয়ে রুস্তমের প্রবেশ]

হ্যাঁ রে রোস্তম, তোর মা কোথা র‍্যা ?

রুস্তম। বাঃ রে মজা, আমি কি এখেনে ছিনু যে জানবো ? এই নে বিড়ি—

নাটু। খয়রুলের সঙ্গে তোর দেখা হয় নি ? জবাব দে—

রুস্তম। হাঁ। সে দুখানা জিলিপি কিনে দিলে। বড়ো পোস্টাপিসের সিঁড়িতে বসে এত্‌খেন তাই খেনু। সে তো সেখানেই বসে আচে। আমায় বললে, বাঁ দিকে বড়ো সড়ক ধরে ঘুরে যা, আমিও তাই চ'লে এনু।

[নাটু তীব্র রাগে রুস্তমের চুলের মুঠি ধরলে]

নাটু। সে দিলে আর তুইও খেলি ? নচ্ছার, হারামজাদা, ফিরে এলি ক্যানে ?

[বেগে নজর আলীর প্রবেশ]

নজর। তোদের কী হয়েচে র‍্যা নাটু ? তোর আদরকে দেখনু পীরুর সঙ্গে উদিক পানে হন্ হন্ ক'রে চ'লে গেল বটে।

নাটু। যাঃ, মিছে কথা।

নজর। তবে তাই ভেবেই ব'সে থাক্। তোকে লিয়েই সে চেবকাল থাকবে ভেবেচিস, আঁ ?

নাটু। নজর! আমি তাকে খুন করব। কোথাকে, কোন্ দিকপানে গেল ?

[নজর হাতের ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিলে]

আদুরী, আদুরী—

[ডাকতে ডাকতে নাটুর প্রস্থান]

[নজর এবং রুস্তমও তাকে অনুসরণ করলে]

॥ তৃতীয় সন্ধ্যা ॥

[প্রবল জ্বরে আচ্ছন্নের মতো ইঁট মাথায় দিয়ে বারান্দার ওপর শুয়ে আছে রুস্তম। মাঝে মাঝে তার কাতরানি শোনা যাচ্ছে]

[শৈলী ও ইন্দর সিংয়ের প্রবেশ]

শৈলী। ওই যে ছাখো দরোয়ানজী, একেবারে বেহুঁশ হ'য়ে প'ড়ে আচে।

ইন্দব। সাচ্। ওকর মা কঁহা গেইলো?

শৈলী। তবে আর বলচি কী? কাল রাত থেকে কোথায় ভেগেচে, কে জানে।

ইন্দর। তাজ্জব। আপন লড়কাকো ফেলিযে যায়, ইয়ে কৈসন মা আছে? হায় রামজী, ইয়ে তুম্হারি ইচ্ছা!

শৈলী। মা না ডান। ঢং ক'রে আবার ছেলেকে নেকাপড়া শেখাবে ব'লে বই কিনে এনেচিল গো! ও দরোয়ানদাদা, ছেলেটাকে একবার ছাখো না!

ইন্দর। অবে বেটী, হামি কি ডাগ্দার আছে? বুখার হ'য়েচে, ফির্ ঠিক ভি হো যাবে। উস্কো কাল অস্পতালমে ভেজিয়ে দো।

শৈলী। আমার দায় পড়েচে কিনা! ছাই, আমার হ'য়েচে জ্বালা। চোখের সামনে আপদটা ধুঁকতে থাকবে তাও তো পোড়া চোখে সহ্য হয় না। কি করি বল দিকি?

ইন্দর। দেখনে কো দরকার ফির হোবে নেহি। হল্লালোগ তো বিল্কুল পকড় লিয়ে যাবে, হুঁ।

শৈলী। আচ্ছা, সে যখন ধরে তখন দেখা যাবে। চলো, একটু দাওয়াই দেবে।

ইন্দর। হামার দাওয়া ফোকটিয়া না আছে, সম্‌ঝী ?

শৈলী। হুঁ। তা একটু দেবে তো ? কই চলো—

ইন্দর। তু বড়ী নাছোড় লড়্‌কি আছে বাবা। এক জবান, ফির মাজবি না বোল্‌ ?

শৈলী। যদি চাই তো আমাব কান কেটে দিও। আমার কি দায় ? চলো—

ইন্দর। চল্‌।

[ইন্দর ও শৈলীর প্রস্থান]

রুস্তম। জল্‌দি আসিস শৈলী।

[কাতর ধ্বনি ক'রে রুস্তম পাশ ফিরলে। একখানা শুক্‌নো আধখাওয়া পাঁউরুটি খেতে খেতে নজর আলী সিঁড়ির এক কোণে এসে ব'সলে। অন্তপাশ থেকে ব্যস্তভাবে খেতুব প্রবেশ]

খেতু। আর খেইতে হবে নে নজর। জানে বাঁচতে চাস তো পালা—

নজর। ক্যানে, কী হয়েচে বটে ?

খেতু। হাল্লা বেইরেচে। চোর ডাকাত ধরা খতম, এবারকা আমাদিগে না ধল্লে আর চলচে নি। ব্যবোসা কবে আর খেইতে হবে নে রে নজর—হয়ে গেল।

নজর। কোথাকে শুনলি, অাঁ ?

খেতু। শোনা কি, দেইখে এনু। ক্যানিং ইষ্টিট সাফ। সব গাড়িতে তুলে চালান দিয়েচে। দমাদ্দম কাজ কইরে তবে খেইতে দিবে।

নজর। ছাড়ান নেই ?

খেতু। থাকলে আর ভয় করি কাকে ? উঠে পড়, রে নজর, উঠে পড়্‌। হুস করে এসে পল্‌লে আর কেঁদেও ফল হবে নে।

নজর। পরের মুখনাড়া শুনে গতরে খেটে খাওয়া? উঃ রে বাপ রে, তার চেয়ে কবরে গে শোব—কি বলিস্?

[ওষুধের পুরিয়া নিয়ে শৈলীর প্রবেশ]

রুস্তম। তুই এইচিস শৈলী? দোহাই তোর, খোঁড়াটাকে জ্বরের কথা বলিস নি। তা হ'লে ও আমাকে হাসপাতালে দিয়ে দেবে।—আমার মা আর আসবে নি শৈলী?

শৈলী। সে তোর মা জানে। নে, ওষুধটা খেয়ে নে দিকিনি।

[শৈলী রুস্তমের মাথা উঁচু ক'রে ওষুধ খাইয়ে দিলে]

রুস্তম। তোর পায়ে পড়ি শৈলী, তুই যাস নে—

শৈলী। এখেনে ব'সে কোন্ ছেরাদ্দ করব?

রুস্তম। একটু ব'সে থাক্ শৈলী। একা একা আমার ভয় কচ্চে। আমার যে খিদেয় পেট পাকাচ্চে রে—

শৈলী। তার আমি কী জানি? চুপ কর্ দিকি, এত যন্তনা আর সহ্য হয় না।

রুস্তম। তুই ব'সে থাকবি তো?

শৈলী। আহা-হা, যেতে ভারি দিচ্ছিস! ম'লেও হাড় জুড়োয়!

[রুস্তমের শিয়রে ব'সে আঁচল দিয়ে তার মাথায় হাওয়া দিতে লাগল]

নজর। আহা রে, আমার যদি জ্বর হ'ত রে!

শৈলী। হোক না, আচ্ছা ক'রে হোক। জ্বর হ'য়ে চোখ উল্‌টে কবরে যা।

নজর। তোর সঙ্গে কথা বলাই ঝকমারি। একটুন দরদ দিয়েই বা একটা কথা কইলি।

শৈলী। আহা রে দরদ আমার! বলি, আবাগীর বেটা ভগমান কি দরদ দিয়েচে? এই যে সারা বিকেল ঢুঁড়েও একটা পয়সার মুখ দেখিনি, তারপরও কি মেজাজ ভাল থাকে?

খেতু। ওকে আর ঘাঁটাস নি নজর—ওর মুখের তোড়ে ভেসে যাবি।

নজর। মরুকগে। কিন্তুক হাল্লার কথায় যে বুক ধুকপুক ক'চ্চে বটে। কি বলিস খেতু, ভাগবি?

খেতু। এই আর এক ভাবনা। দাঁড়া, আগে আর একবার খপরটা লিয়ে আসি।

[খেতুব প্রস্থান]

শৈলী। তোরা কী বলাবলি কচ্চিলি র‍্যা? আবার চুরিচামারি করেচিস বুঝি?

নজর। তা লয়। হাল্লা বেইরেচে—তোকে আমাকে সব্বাইকে ধ'রে লিয়ে হাই খাঁচায় বেখে পুষবে বটে। গরমেণ্ট নাকি জায়গা ক'রে রেখেচে, সেখানে গিয়ে থাকতে হবে, হাঁ।

শৈলী। ক্যানে, আমরা কি হাঁস মুরগী নাকি যে খাঁচায় ধ'রে পুষবে?

নজর। কারুর ঠেঞে আর হাত পাততে হবে নে, অমনিই খানাপিনা জুটবে র‍্যা।

শৈলী। তা হোক, আমি যাব নি। হ্যাঁ রে মেয়েছেলেদিগেও ধরবে?

নজর। সব ধ'রে লিবে বটে।

শৈলী। কাজ না করলে মারধোর করবে?

নজর। করবে বই কি? রুটি খাবি নাকি শৈলী?

শৈলী। না, যা জানিস বল্ দিকি।

[শৈলী নজরের দিকে এগিয়ে বসলে]

কুসুম। ও শৈলী, কোথায় গেলি ?

শৈলী। দেখলি, কাণ্ড দেখলি ? বলি, গলা ফাটিয়ে মচ্চিস ক্যানে ? আপন জনের খোঁজ নেই, যত দায় কি আমার ?

কুসুম। খিদে পেয়েচে শৈলী।

শৈলী। খিদে পেয়েচে তো আমি কী করব ? নজর, কই রুটিখানা দে দিকিনি।

নজর। আদ্ধেক তো খেয়েই ফেলেচি। যাও বা আছে তা ওই বিচ্ছুটাকে খাওয়াবার লেগে আমি ছুবো নি।

শৈলী। আমাকে দিচ্ছিলি কেমন ক'রে ?

নজর। হেঁ-হেঁ, তোব কথা আলাদা। তুই খাস তো আখুনি দিচ্চি।

শৈলী। তাই দে।

নজর। নিজে খাবি তো ?

[অবশিষ্ট রুটিটুকু শৈলীর হাতে দিলে]

শৈলী। বুড়ো সং। রোগা ছেলেটা খিদেয় দাপাচ্চে, তার পাশে ব'সে ধুম্‌সো ষাঁড়েব মতো জাবনা খাচ্চিস—তোর লজ্জাও করে না ? ছ্যাখ্ এখন হাঁ ক'রে, তোর সাধের জিনিস কে খায় !

[শৈলী কুসুমকে তুলে বসিয়ে তার হাতে রুটি দিলে]

[নাটুর প্রবেশ]

তুমি কেমনধারা মানুষ গা ? সেই সাত সকালে ছেলেটাকে ফেলে গিয়েচ—ও থাকে কী ক'রে ?

নাটু। থাকতে বইলেচ্ কে ? যাদের জিনিস তারা বুঝুক গা।

[নাটু সিঁড়ির ওপর ব'সে পড়লে]

নজর। তোমার আতুরীর খোঁজ পেলে গো?

নাটু। তার খোঁজ আবার পাব কি? যে ক'দিন আমার খাওয়ানোর ক্ষ্যামতা ছিল সে ক'দিন থেকেচ, আখুন বেগতিক দেইখে ভেগেচ। জানলি নজর, মেইছেলে জাতটাই বেইমান।

নজর। ঠিক বটে।

শৈলী। তোকে ফোড়ন কাটতে কে বল্লে র‍্যা মুখপোড়া? যা, এক মগ জল এনে দে দিকি।

নজর। তোর বড় মুখ কিন্তুক শৈলী।

[মগ নিয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বে নজরের প্রস্থান]

নাটু। খুব হয়েচ, বেশ হ'য়েচ। সে আবাগীর বেটী এসে দেইখ্‌বে সব ভোঁ-ভাঁ। আজ রাতকেই পেইলে যেইতে হবে রে শৈলী।

শৈলী। সব্বাই ওই এক কথা বলচে। আমরা ওদিগের কোন্ পাকা ধানে মই দিইচি বল্ দিকি?

নাটু। ওই যে ভিখ মেগে খাই যে। ক্যানে বাপু, তোদিগের বেঁইচে থাইক্‌তে দোষ নেই, য্যাতো দোষ আমরা বাঁইচ্‌লে? কিন্তুক আমার এ কী জ্বালা বল্ দিনি শৈলী? এই অপয়া লেজুড়টাকে লিয়ে আমি আখুন কোথা যাই বল্?

শৈলী। সে তুমি বোঝোগা বাপু। আমি ও মিন্‌দে রইনু। বাব্বাঃ, হাল্লার গাড়িতে উঠ্‌চিনি বাপু।

[শৈলীর প্রস্থান]

রুস্তম। ও শৈলী, শৈলী রে—

নাটু। থাম্। শৈলী তোর কেনা বাঁদী, তাই লয়?

[জল নিয়ে নজরের প্রবেশ]

নজর। শৈলী কুথাকে গেল বটে?

নাটু। চলি গিয়েচ্। রেখে দে হোথা—নিজেই খাবে। অ্যাই রোস্তম, জল খেয়ে লে—

[জল খেতে গিয়ে রুস্তমের দুর্বল হাত থেকে জলের মগটা প'ড়ে গেল]

ফেললি তো? শালা ভদ্দরনোক হয়েচিস, কেমন?

[রুস্তম সভয়ে মগটা তুলতে গিয়ে সিঁড়ির ওপর প'ড়ে গেল]

নজর। আরে, আরে, প'ড়ে গেল যে!

নাটু। পড়ুক। আপদ ম'লে আমি বাঁচি।

[নজর নীচু হ'য়ে অচেতনপ্রায় রুস্তমের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল]

অমন বকের মতো ঘাড় তুলিয়ে কী দেখচিস? তুলে শুইয়ে দে না। ও পাপ কি সহজে মইর্বে? ওকে দিয়ে জ্বালাবে ব'লেই তো ওটাকে রেইখে সে আবাগী কেটে পইড়েচ্।

নজর। ও নাটু, ওর মুখ দিয়ে অক্ত গড়াইছে—

নাটু। অ্যাঁ, অক্ত? ভালো কইবে গ্যাখ্ দিকি দাঁতটাত ভেঙেচ্ নাকিন। ও রোস্তম, রোস্তম রে—! নাঃ, আমাকে জ্বালিয়ে খেতেই সে রাক্কুসী ওকে রেখে গিয়েচ্। ওরে ও রোস্তম, মুখ খোল্ দিকি। সে রাক্কুসীকে একবার হাতের মাথায় পেলে হ'ত রে লজর—এক লাঠির বাড়িতে একবারে বাঁচার সাধ মিইটে দিতুম। বল্ দিনি লজর, আমার কী দায়? হারামজাদা, তোর মায়ের সঙ্গে গেলি নি ক্যানে?

[প্রচণ্ড রাগে লাঠি তুলে রুস্তমকে মারতে গেল। রুস্তম ভয়ার্তভাবে নজর আলীকে জড়িয়ে ধ'রে চিৎকার ক'রে উঠল]

রুস্তম। মে'লে গো—ওরে বাবা রে, মেরে ফেললে গো। ও বা'জান, খোদার কসম, আমি কাল সকালে চ'লে যাব। কালই চ'লে যাব বা'জান—মেরো নি।

নাটু। দায়ে প'ড়ে আখুন বা'জান বল্লি, অ্যাঁ? দেখলি নজর, শয়তানিটা একবার দেখলি? চ', এক ঢোঁক চা গিলে আসি। আবার ওই কেউটের বাচ্চাটাকে একটু কিছু না এনে দিলেও তো নয়! ম'লেও হাড় জুড়োত।

[নাটু ও নজর আলীর প্রস্থান]

রুস্তম। ও মাগো! ওমা, তুই ফিরে আয় গো। মা—আ—আ—

[দুর্বল গলায় চিৎকার ক'রে কেঁদে উঠে শুয়ে পড়লে রুস্তম। তারপর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল]

[কয়েক মুহূর্ত পরেই একসঙ্গে শৈলী ও আতুরীর প্রবেশ। আতুরীর চেহারায় ক্লান্তি, ভয় এবং অবসন্নতার ছাপ স্পষ্ট]

শৈলী। বলেছিনু না, ওই শোন্ তোর নাম ধ'রে কাঁদচে। ও রোস্তম, তোর মা ফিরে এয়েচে ছ্যাখ্। দাঁড়া, নাটুকে খপর দিয়ে আসি।

[শৈলীর দ্রুত প্রস্থান]

[আতুরী পাগলের মতো ছুটে এসে রুস্তমের মাথাটা কোলে তুলে নিলে]

আতুরী। রোস্তম রে, তোর এ দশা কে ক'ল্লে রোস্তম? কাল থেকে খেতে পেয়েচিস বাপ? ঘুমোতে পেয়েচিস?

রুস্তম। তাতে তোর কী? তুই আমার কেউ না। যা চ'লে—

আদুরী। আমি কি চ'লে যেতে পারি রে রোস্তম? তুই ছাড়া আমার কে আছে বাবা?

রুস্তম। তবে ওই খোঁড়াটার কাছে ফেলে রেখে না ব'লে চ'লে গেলি ক্যানে? বল্—

আদুরী। আর যাবো নি। কোনোদিন যাবো নি বাবা। ইস্, তোর গা যে পুড়ে যাচ্ছে রোস্তম!

[রুস্তম আদুরীর গায়ে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে বসলে]

রুস্তম। যাক্‌গে। চল্ মা, হাল্লা আসবার আগে তুই আর আমি একদিক পেলিয়ে যাই।

[ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে নাটুব প্রবেশ]

নাটু। আদুরী, আদুরী! বেইমান মাগী কম্‌নেকার। ক্যানে ম'ত্তে এইচিস আবার? বেরো—বেরো—

[লাঠি তুলে আদুরীকে আক্রমণ কবতে গেল। কিন্তু দেহের ভাব সামলাতে না পেরে মাটিতে প'ড়ে গিয়েই পায়ের যন্ত্রণায় আর্তনাদ ক'বে উঠলে। আদুবী তাড়াতাড়ি এসে তাকে ধরলে]

ধরিস নি আমাকে। দূর হ'—দূব হ'যে যা।

আদুরী। ওরে, আর মুখ করিস নি। তোর পাপের শাস্তিই না ভগমান তোকে হাতে তুলে দিয়েচে? আমাব রোস্তমকে তুই খয়রার হাতে তুলে দেবার মতলব কবিস নি? রোস্তমকে খয়রা নিয়ে যাচ্ছে শুনে আমার আর মাথার ঠিক ছিল নি রে!

নাটু। খয়রাকে আমি খুন কইর্‌বো আদর। শালা এক নম্বর বেইমান।

আদুরী। ওরে, ও কথা আর মুখে আনিস নি। আমি পেলিয়ে এয়েচি জানলেই খয়রা ছুটে আসবে। আগে এখেন থেকে পালাই চল্।

নাটু। না, যাব নি। খয়রাকে আমি ভয় করি? আদর, বল্ আমায় ফেলে আর কোনোদিন চইলে যাবি নে?

আদুরী। আমার রোস্তমকে ফেলে, তোকে ফেলে আমি কোথায় যাব? তুইও আমায় কথা দে, আমার রোস্তমকে কোলছাড়া করবি নে?

[নজর আলীর প্রবেশ। তার বগলে গোটানো চট আর বালিশ। হাতে অন্য দুটি-একটি জিনিস]

নরজ। হায়-হায় হায়! খুব তো সোহাগ কাড়াকাড়ি হচ্চে বটে! হাল্লার গাড়ি এসে যাখুন টপাটপ গাড়িতে তুলবে তাখুন মজাটা দেখবি হাঁ! নতুন জায়গায় আদুরীর মন বসলো নি বুঝি?

নাটু। থাম্ নজর। যা জানিস নি, তাতে কথা কইতে আসবি নি। আদর, চল্ পেইলেই যাই।

আদুরী। কোথাকে যাবি?

নাটু। ও ভাবনা থাকুকগা। পা'খানা ভাল হ'য়ে গেলে পর আর ভিখ্ মেগে খাব নি র‍্যা।

আদুরী। পরের কথা পরে থাকুক। খয়রা এসে পল্লে যে সব্বোনাশ হবে। ওঠ্—

নজর। তার আগে হাল্লা সামলাও গো। তোদিগের সোহাগ খতম

না হ'য়ে থাকে তো তোরা বুইস্তে থাক্, আমি ভাগ্নু। ধরা পল্লে আবার নজরের দোষ দিস নি, হাঁ।

[নজর আলীর প্রস্থান]

নাটু। হাল্লার কাছে ধরা দুবো আদর ?

আদুরী। অঁ্যা, ধরা দিবি ক্যানে ?

নাটু। খেইত্ দিবে তো। নয় তার ফিকিরে খাটা-খাটনির কাজ কইর্‌বো।

আদুরী। দোহাই তোর, এমন সব্বোনাশ ডেকে আনিস নি। খাটতে মন যায়, নিজেরা কাজ জুটিয়ে লিতে পারবো নি ? ওঠ্, আর দেরি লয়।

[আদুরী নাটুকে ধ'রে উঠতে সাহায্য করলে]

নাটু। আমি খুঁইড়ে খুঁইড়ে হাঁটতে পারবো আদর। তুই ওই রোস্তমটাকে ধর্। ধুম জ্বরে ওটা একেবার নেইতে পড়েচ্। কী বল্ আদর, গতরে খেটে রোজগার কইর্‌লে একটা ঘর ভাড়া লিয়ে থাকা যায়, লয় ?

আদুরী। সে পরে হবে। আখন আর দেরি করিস নি।

নাটু। না, তাই বলচি। নিজের কামাই করা পয়সায় ঘর ভাড়া ক'রে থাইক্‌লে কেউ আর নাথি-ঝ্যাটাও মাইর্‌বে নি। কী বলিস ?

আদুরী। তুই ভাবিস নি। য্যাদ্দিন না তোর পা ভাল হয়, ত্যাদ্দিন আমিই দু'বেলা খাটবো। তারপর ভগমান যদি দেয় ত্যাখন দেখিস কেমন মনের মতো সংসার গুছিয়ে তোকে ছাখাবো।

নাটু। আমাদিগের বরাতে কি আর অত হবে রে আদর ? রোস্তম, বাবা, অক্ত পড়া বন্দ হয়েচ্ ?

[ছুটতে ছুটতে ভিখারী-বালকের প্রবেশ]

হ্যাঁরে, অমনধারা ছুটচিস ক্যানে ?

বালক। পালাও গো, পালাও।

নাটু। হাল্লা এসি গিয়েচ্ নাকিনি ?

বালক। এসে পল্লে ত্যাখন খোঁড়া পা নিয়ে ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে আর কূল পাবে নি। যাবি নাকি রে রোস্তম ?

আহুরী। তুই যা, রোস্তম আমার সঙ্গে যাবে।

[বালকের প্রস্থান]

আর দেরি লয়। হাল্লা না আসুক, খয়রাও যদি এসে পড়ে—

নাটু। আসুক না, খয়রাকে আমি ডরাই ?

[শৈলীর প্রবেশ]

শৈলী। কী সব্বোনাশ আহুরী, হাল্লা আসচে শুনেচিস ? সব্বাই কেটে পডচে, তোরা যাবি নি ?

আহুরী। আমরা একেবারেই চ'লে যাচ্চি। যাবি আমাদিগের সঙ্গে ?

শৈলী। তোদের সঙ্গে আবার কোন্ চুলোয় যাব ! তোরা যাবি যা—

নাটু। ওরে, আর দেরি করিস নি আদর। জল্‌দি যা, তোর ঘর-গেরস্তালি লিয়ে আয় দিকিনি। আমরা আর এখেনে আসব নি রে শৈলী।

শৈলী। কোন্ চুলোয় গে' মরবি ?

নাটু। মন কচ্চি খেটে খাব।

শৈলী। তবেই হয়েছে।

রুস্তম। তুই যাবি নি শৈলী ?

শৈলী। আহা, কী আমার দরদ রে! যাব কি না-যাব তাতে তোর কি রে মুখপোড়া ?

[আদুরী তল্পিতল্পা গুটিয়ে নিয়ে সিঁড়ির ওপর নেমে এলো]

আদুরী। আয় বে রোস্তম।

[রুস্তম নেমে এসে আদুরীর গা ঘেঁষে দাঁড়াল]

শৈলী। ধুত্তোর, এখেনে থেকেই বা কী করব! চল্, আমিও যাই। কিন্তু হ্যাঁ, আমি ওসব খেটে খেতে পারব নি। আমার খুশি আমি ভিখ্ মাগবো। তাতে যেন কেউ কিছু না বলে।

আদুরী। আচ্ছা রে, আচ্ছা।

নাটু। তবে যা শৈলী, চট্‌পট ফিরে আয়।

শৈলী। তোরা এগুতে থাক্, আমি ধ'রে লিচ্চি।

[শৈলীর প্রস্থান]

[আদুরী রুস্তমের হাত ধরল। নাটুও আদুরীর কাঁধে এক হাতের ভর রেখে যাবার জন্যে প্রস্তুত হ'ল]

আদুরী। কোন্ দিক পানে যাব ?

নাটু। যেদিকে মন চায়। আজ রাতটা পুইয়ে যাক, কাল সকাল থেকে কাজ খুঁজতে বেরুবো। কি বল্ আদর, কাজ পাব নি ?

আদুরী। না পেলে আরও খুঁজতে হবে। দ্যাখ্, আমার ঘর-

গেরস্তালি আমি পছন্দ ক'রে গোছাবো কিন্তুক। তার মাঝে তুই কথা কইতে আসবি নি।

নাটু। আচ্ছা, আচ্ছা। আদর, যেইতে তাখুন দেখচিনু লালদিঘির ভরা জলে চাঁদের ছায়াটা পইড়েচ্। ভারী সোন্দর নাগচিলো। তাখুন কি জানি তোকে ফিরে পাবো ?

আদুরী। তোর খালি কথা আর কথা। চল্—

নাটু। চল্—।

পটক্ষেপ

দৈনন্দিন

অমরেশ দাশগুপ্ত

চরিত্র-পরিচিতি

যতীন	...	বস্তিবাসী যুবক—কারখানার মজুর
গৌরী	...	যতীনের স্ত্রী
ফটিক	...	যতীনের ছেলে
কানাই	...	বস্তিবাসী বৃদ্ধ
রবি	...	কানাইয়ের ছেলে
শংকরী	...	কানাইয়ের বিধবা বোন
নন্দ	...	বস্তিবাসী প্রৌঢ়
নিমাই	...	নন্দর ছেলে
শ্যামা	...	নন্দব মেয়ে
হরিপদ	...	বস্তিবাসী যুবক
প্রতিবেশী	...	বস্তিবাসী

দৈনন্দিন

প্রথম দৃশ্য

[বস্তিতে যতীনের ঘর। সকালবেলা ঘরের ভিতর যতীনের ছেলে খেলা করিতেছে। জানলায় বস্তিবাসী বৃদ্ধ কানাই আসিয়া দাঁড়াইল]

কানাই। হ্যাঁ রে ফটিক, তোর বাবা বেরিয়ে গেছে ?

ফটিক। বাবা খেতে বসেছে।

কানাই। ও, যায় নি তা হ'লে, খেতে বসেছে।

যতীন। (নেপথ্য) এই যে যাচ্ছি, একটু বোস।

কানাই। ঠিক আছে। খেয়ে নাও। ঘুরে আসছি।

[কানাইয়ের প্রস্থান]

[গৌরীর প্রবেশ]

গৌরী। তোকে যে বাইরে থেকে গেঞ্জিটা তুলতে বলেছিলাম, তুলেছিস ?

ফটিক। তুলব কী ? এখনও শুকোয় নি যে।

গৌরী। আর শুকোতে হবে না, যা হয়েছে নিয়ে এস।

[ফটিক রওনা দিল]

শোন্, ময়লার বালতিটা পরিষ্কার করিস নি কেন ? একটা কথা একশোবার না বললে বুঝি কানে ঢোকে না, না ? এদিকে এস।

[ফটিক আগাইয়া গেল]

নাও, বাড়ীর ভেতর আবার নোংরা ফেলো না যেন ; একেবারে রাস্তায় ফেলে দিয়ে এস।

[বালতি নিয়ে ফটিকের প্রস্থান]

[যতীনের প্রবেশ]

যতীন। ইস্, বড্ড দেরি হয়ে গেল। কোথায় ? জামা গেঞ্জি এখনো সব ঠিক ক'রে রাখ নি ? এতক্ষণ করছিলে কী ?

গৌরী। হচ্ছে বাপু হচ্ছে। এতো তাড়া কিসের ? রোজই তো দেখি সাড়ে নটায় যাও।

যতীন। সাড়ে নটার কি আর দেরি আছে ! তোমার আমার জন্তে ঘড়ি তো আর ব'সে থাকবে না।

গৌরী। ঢের দেরি। কল দিয়ে এখনও মোটা ক'রে জল পড়ছে।

যতীন। দাও, গেঞ্জিটা তো দাও।

গৌরী। একটু সবুর কর দিকিনি। কেচে দিয়েছি, ফটিক আনতে গেছে। কত বলি একটা গেঞ্জিতে হয় না, আর একটা কেনো, তা তুমি তো সে কথা কানেই তোল না।

যতীন। জানই তো একটাই গেঞ্জি, তবু তুমি কাচতে গেলে কেন ? একটা কিছু ঝামেলা না বাধালে কি আর তোমাদের কিছুতেই চলে না ?

গৌরী। না কেচে কি করব ? কারখানার তেল আর কালি লাগিয়ে গেঞ্জিটার যা অবস্থা করেছিলে—দিলাম কাল রাত্তিরে কেচে।

[গেঞ্জি ও ময়লার বালতি নিয়ে ফটিকের প্রবেশ]

যতীন। দে, এদিকে দে। এখনো দেখছি ভাল ক'রে শুকোয় নি। যাক্ গে !

গৌরী। আজ একটু সকাল ক'রে ফিরো, বুঝলে ?

যতীন। কেন? হঠাৎ আবার আমাকে সকাল ক'রে ফিরতে বল কেন?

গৌরী। তিন মাস হ'ল টুনুরা বাগবাজারে বাসা পালটেছে। লোক পাঠিয়ে খপর দিয়েছে দু-তিনবার, একবার যাওয়াও তো উচিত!

যতীন। তারিখটা কি খেয়াল আছে? আজ পয়লা। মাইনের টাকা পেতেই সন্ধ্যে হয়ে যাবে।

গৌরী। বেশ, কাল না হয় নিয়ে যেয়ো।

যতীন। না না, কালটাল নয়, তুমি নিজেই আজ ঘুরে এসো। আমার অপেক্ষায় থেকো না। বেশী দূরও তো নয়। মাণিকতলা থেকে বাগবাজার; বাসে চাপবে, বাগবাজারের মোড়ে গিয়ে নামবে।

গৌরী। থাক্, তোমাকে অত রাস্তার হদিস দিতে হবে না। কোন্ জায়গাতেই বা সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাও শুনি? রবিকে সঙ্গে নিয়েই যাব। তুমি গেলে ভাল দেখাতো তাই যেতে বলেছি, নইলে বলতাম না।

যতীন। কথাটা কি জান, তোমার দেমাকী বোনের বাড়ী যাওয়া আমার ঠিক পোষায় না। পার তো নিজেই যেয়ো, না পার যেয়ো না।

গৌরী। সব সময় অমন ঠেস দিয়ে কথা বল কেন বল তো?

যতীন। তোমাকে ঠেস দিয়ে কথা বলব কেন?

গৌরী। বেশ তো, যদি পছন্দ না কর, তবে স্পষ্ট ক'রে বল—যাবো না কোনোদিন। সম্পর্ক চুকিয়েই দোব।

ফটিক। বাবা, আমরা টুনু মাসীদের বাড়ী যাব না?

যতীন। আজ তোর মায়ের সঙ্গে যাস।

গৌরী। তোমার আর কি? ওই মন্তর কানে দিয়ে যাও, সারাটা দিন আমাকে জ্বালিয়ে মারুক আর কি!

ফটিক। আজ তোমাকে আমার নতুন জামা এনে দিতে হবে কিন্তু।

যতীন। আচ্ছা, আচ্ছা, আনব।

ফটিক। হ্যাঁ, রোজই তো তুমি বলছ।

গৌরী। আজ না হয় নিয়েই এসো।

যতীন। নিয়ে আসতে কি আমার অনিচ্ছে নাকি? কারখানা থেকে ফিরতেই এতো দেরি হয়ে যায়, তারপর দোকানে ঢোকবার মেজাজ থাকে?

গৌরী। একটা জামা কিনতে কত সময়ই বা লাগে? ছেলেমানুষ আজ ক'দিন ধরে তোমাকে বলছে। একদিনও কি সময় ক'রে উঠতে পার না?

যতীন। না, পারি নে। তোমাদের এই ঘ্যান্ ঘ্যান্ করবার স্বভাবটা ছাড় দিকি। যা বোঝ না তার ভেতর নাক গলাতে এসো না। আমার আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই, ইচ্ছে করেই দেরি ক'রে বাড়ী ফিরি। ওভারটাইম না খাটলে যে এক বেলা উপোস দিতে হবে, সে ভাবনা তো আর তোমাদের নেই, খালি কথার ওপর কথাই বলতে পার্।

[জামা নিয়ে গৌরীর প্রস্থান]

[কানাইয়ের প্রবেশ]

যতীন। এই যে খুড়ো, খুঁজছিলে কেন?

কানাই। তোমাকে একটা কথা বলতে এলাম যতীন। এই বস্তিতে তুমি ঘর ভাড়া নেওয়াতে আশেপাশের দু-এক গেরস্থ ব্যাপারটাকে ঠিক সোজা ভাবে নিতে পারছে না।

যতীন। কেন বল তো?

কানাই। কালিপদরা উঠে গেলে, ওই নন্দ অধিকারীর ইচ্ছে ছিল বাড়ীওয়ালার সরকারকে বলে-কয়ে সে তার মামাতো ভাইকে ঘরখানা পাইয়ে দেয়। কিন্তু তুমি হচ্ছ আমার এক গাঁয়েরই লোক, তুমি যখন এসে আমাকে বললে তখন আমার অনুরোধে সরকার মশাই তোমাকেই ঘরখানা ভাড়া দিলেন।

যতীন। এ নিয়ে মন কষাকষির কি আছে ?

কানাই। না হে না, তুমি তো এই মাস পাঁচেক হ'ল এখানে এয়েচ, ভেতরের ব্যাপার তো জান না। আমি এক নাগাড়ে বিশ বছর এই বস্তিতে বাস করছি, তাই সরকার মশাই আমাকে একটু স্বতন্ত্র-ভাবেই ত্থাখে। আমার কথাতেই তো তুমি ঘরখানা পেলে কিনা, তাই ব্যাপারটা অনেকেই ঠিক সহ্য করতে পারছে না।

যতীন। যাকগে, ও সব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কি ? বাঃ, তুমি আবার কোথায় গেলে ? ফটিকের গায়ের মাপটাপ একটা দাও!

[গৌরীর প্রবেশ]

গৌরী। এদিকে আয়।

[ফটিক কাছে গেল। গৌরী তার গায়ের জামা খুলিয়া নিল]

নাও।

ফটিক। পুরো-হাতা জামা এনো বাবা।

যতীন। হ্যাঁ রে, হ্যাঁ, পুরো-হাতা জামা-ই আনব। এ যে একেবারে শতছিদ্র জামা দিলে দেখছি।

গৌরী। ধোবদুরস্ত নতুন জামা থাকলে তো দোব ?

যতীন। ও।

কানাই। ছেলের জামা আনছ, ছেলের মায়ের কিছু লাগবে না বুঝি ?

গৌরী। ছেলেরটাই আসুক আগে, তার পর তো মায়ের কথা।

যতীন। বা বা, বেশ কথা কইলে। বলেছ একবারও জামা-কাপড়ের কথা?

গৌরী। বলি নি, কিন্তু তুমিও কি জিজ্ঞেস করেছ একবারও?

কানাই। শুধু শাড়ি দিলেই বুঝি হবে? এবার পূজোর বাজার তো তোমারই। জানলে গৌরী, এবারে যতীনকে অতো সহজে ছাড়া হবে না। মুখ ফুটে বলবে তোমার কি কি চাই।

গৌরী। আমি আবার কি বলব? যা মর্জি তাই দেবে। এই নে, এইটা গায়ে দিয়ে নে।

[গৌরী ফটিককে গেঞ্জি পরাইতে লাগিল। গেঞ্জি প'রে ফটিক প্রস্থান করিবে]

কানাই। মর্জি! মর্জি আবার কি? সেদিন যে তুমি বললে, এবারে পুজোয় কারখানা থেকে এক মাসের বোনাস পাবে? না হে যতীন, কোনো ওজর আপত্তি চলবে না। বউমার গলায় এক ছড়া হার গড়িয়ে দিও।

যতীন। সে আর বেশী কথা কি। তা'লে কি প্যাটানের হার গড়াব খুড়ো?

কানাই। আমি বললে কি আর তোমার বউয়ের মনের মতন হবে? সাবেক কালের কথা হ'ত ব'লে দিতাম—চন্দ্রহার, বিছেহার, সাতনর, যা হয় একটা কিছু। এখনকার নিত্য নতুন ফ্যাশনের কি আর শেষ আছে? ও বাপু, ওকেই জিজ্ঞেস ক'রে নিও।

যতীন। কি গো, বল না?

[গৌরী লজ্জা পাইয়া প্রস্থান করিল]

কানাই। তুই একেবারে একটা ইয়ে আর কি! 'কি গো বল না!' ও কি আমার সামনে কিছু বলবে? দেখলি না লজ্জা পাচ্ছিল কেমন!

[রবির প্রবেশ]

রবি। বাবা, শিবনাথবাবু এসেছেন।

কানাই। কোন্ শিবনাথবাবু—দোকানের?

রবি। হ্যাঁ।

কানাই। বসতে বলো যাচ্ছি।

[রবির প্রস্থান]

যতীন, আর একটা কথা—

যতীন। কি বলো দিকি? আমার আবার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

কানাই। ছ'টো টাকা, তোমাকে যেমন করেই হোক দিতে হবে।

যতীন। দেবো—সন্ধ্যের সময় এসো।

কানাই। টাকাটা আমার এখুনি দরকার, তাই—

যতীন। এখুনি কি এমন দরকার? আজ মাইনে পাবো—ওবেলা এসে নিয়ে যেও। এখন আমার হাতে কিছু নেই।

কানাই। কোনো রকমেই কি যোগাড় হয় না? টিটাগড়ের এক পাটকলে রবির একটা কাজের কথা হচ্ছে। আজই রবিকে নিয়ে দেখা করতে পারলে কাজটা হবার আশা আছে ব'লে মনে হয়। আমার এমন অবস্থা, গাড়িভাড়ার পয়সাটা পর্যন্ত নেই। তাই তোমার কাছেই এয়েছি।

যতীন। সে কি! রবি তো এখন—

কানাই। আমি আর এই বুড়ো বয়সে পেরে উঠছি না। যথাসর্বস্ব দিয়ে মেয়েটাকে পার করলাম, আর আমার সামর্থ্যে কুলোচ্ছে না। দোকানের কাজও আমার আর বেশী দিন নেই। আমি থাকতে থাকতে রবির যদি একটা হিল্লে ক'রে যেতে পারতাম—

যতীন। কারখানায় তো সবই মজুর মিস্ত্রীর কাজ!

কানাই। তা হোক। তুমিও তো ওই মজুর মিস্ত্রীর কাজ ক'রেই সংসারধর্ম পালন করছো।

যতীন। আমাদের কথা ছেড়ে দাও। পাঠশালার বিদ্যে নিয়ে এর বেশী আর কি হবে? তাই ব'লে রবি—

কানাই। না না যতীন, আমি বুঝতে পারছি, তুমি ওর পড়ার কথা ভাবছো, কিন্তু তা সম্ভব নয়।

যতীন। আর একটা বছর গেলেই অন্তত ম্যাট্রিকটা পাস ক'রে যেতো।

কানাই। ছেলে পাস করুক, ভাল চাকরি করুক, এ কে না চায়? আমার অদৃষ্ট। মনে হচ্ছে এই পূজোর পর থেকেই কাপড়ের দোকান থেকে আমার জবাব হয়ে যাবে।

যতীন। সে কি।

কানাই। চোখের অবস্থা দিন দিনই খারাপ হচ্ছে। আর সত্যিই তো, যদি দেখে শুনে কাজ না করতে পাবি, তবে তারাই বা আমাকে কাজে বহাল রাখবে কেন?

যতীন। তুমি যাবে কখন?

কানাই। গাড়ি তো যখন-তখন। টাকাটা পেলে যত সকালে পারি ততই ভালো।

যতীন। আচ্ছা, আমি গৌরীকে ব'লে যাবো; ওর কাছে যদি কিছু থাকে নিয়ে যেও।

কানাই। বেশ, আমি তা'লে ঘুরে আসি।

[কানাইয়ের প্রস্থান। টিফিন-কৌটা নিয়া গৌরীর প্রবেশ]

যতীন। কি গো, একছড়া বিছেহার গড়িয়ে দেবো নাকি?

গৌরী। না।

যতীন। না কেন? এবারে পূজোয় এক মাসের বোনাস পেয়ে তো

রীতিমত বড়লোক হয়ে গেলাম। শুনলে না, কানাই খুড়ো ব'লে গেল।

গৌরী। তোমার ঠাট্টা রাখ দিকি।

যতীন। ঠাট্টা কোথায়? ভাল কথা বললাম, ঠাট্টা হয়ে গেল?

গৌরী। ঠাট্টা নয়? আমি কি বলেছি তোমায় হার গড়িয়ে দিতে?

যতীন। আহা, নাই বা বললে। আমারও তো একটা আক্কেল-পছন্দ আছে, না কি?

গৌরী। ওঃ, তোমার আবার আক্কেল-পছন্দ! তাই যদি থাকবে তবে তোমার নিজের আর এ দশা হ'ত না!

যতীন। এই ছাখো! আমার আবার কোন্ দশা তুমি দেখলে?

গৌরী। কেন? নিজের চোখে কি দেখতে পাও না?

যতীন। না, তেমন বিশেষ কিছু তো দেখতে পাই নে!

গৌরী। বাজে কথা রাখ তো। শোন, ফটিকের জামা তো কিনতে যাবে, ওই সঙ্গে তোমার গায়ের একটাও কিনে এনো।

যতীন। সে আবার কি? আমার তো রয়েছে।

গৌরী। কি আছে না আছে, সে আমি বেশ জানি। পূজোর সময় সবাই নতুন পোশাক পরে। তুমি এই বেশে লোকের মাঝে বেরুবে কি ক'রে?

যতীন। ও, তাই বল, আমার আবার পূজোটুজো কি? আপিস-কাছারির বাবু তো নই। তুমি আমাকে কারখানার কুলিই বলতে পার।

গৌরী। ছাখো, সাত রকম জবাবদিহি ক'রো না। পূজোর সময় নতুন পোশাক পরতে হয়।

যতীন। না পরলে কি হয়?

গৌরী। জানি না, যাও। পারো তো যা বললাম তাই ক'রো।

যতীন। আচ্ছা আচ্ছা, তোমার কথাই হবে। আজই পূজোর জামা-কাপড় নিয়ে তবে বাড়ী আসব।

গৌরী। ছাখা যাবে কেমন মনে থাকে!

[গৌরী প্রস্থানোদ্যত হইল]

যতীন। শোন, শোন। [গৌরী ফিরিল]

কানাই খুড়ো আসবে এখুনি, তোমার কাছে থাকলে, তুটো টাকা দিয়ে দিও।

গৌরী। দেব।

[গৌরীর প্রস্থান। যতীন ছাতা খুঁজিতে লাগিল]

যতীন। ছাতাটা গেল কোথায়? ফটিক, ফটিক!

[ফটিকের প্রবেশ]

তোকে না আমি একশো বার নিষেধ করেছি, ছাতা নিয়ে ঘুড়ি ধরতে যাবি নে। কোথায় ছাতা?

ফটিক। আমি নিই নি।

যতীন। তবে কি উড়ে গেল জিনিসটা? ছাতার পাখা গজিয়েছে, না? যত ভাবি তাড়াতাড়ি করি, তোদের জ্বালায় কি কিছু করবার জো আছে? একেই দেরি হয়ে গেল কত, আবার এই রওনা দেবার সময় যত সব ঝামেলা! ডাক্, তোর মাকে ডেকে জিজ্ঞেস কর্।

[চীৎকার শুনিয়া গৌরীর প্রবেশ]

গৌরী। কি হ'ল, যাও নি এখনও?

যতীন। যাব কি? ছাতা খুঁজে পাচ্ছি নে।

[গৌরী দরজার পাশ থেকে ছাতা বাহির করিয়া দিল]

গৌরী। এই নাও।

[ছাতা নিয়া যতীনের প্রস্থান]

[ফটিক ঘরের ভিতরই ঘুড়ি উড়াইতে লাগিল]

গৌরী। এই, দু'দণ্ড একটু সুস্থির হ'য়ে বোস্ দিকিনি। চব্বিশ ঘণ্টা ঘুড়ি নিয়ে ছুটোপুটি।

ফটিক। বাঃ রে, আমি ছুটোপুটি করলুম কখন?

গৌরী। ঘরের ভেতর ঘুড়ি ওড়াবার জায়গা? না, এখন ঘুড়ি ওড়াবার সময়?

ফটিক। তা'লে টুনু মাসীদের বাড়ি যাবে চলো।

গৌরী। শুনলিই তো ওবেলা যাবো। তবুও ভ্যানর ভ্যানর?

[রবির প্রবেশ]

রবি। বউদি! যতীনদা বেবিয়ে গেছে?

গৌরী। হ্যাঁ, এই তো গেল। কেন বলো তো?

রবি। বাবা যতীনদাকে কি বলছিলো জানো?

গৌরী। সব কথা শুনি নি ভাই। তবে তোমার চাকরির কথাই হচ্ছিল মনে হ'ল।

রবি। হুঁ।

[ফটিক আবার ঘুড়ি উড়াইতে লাগিল]

গৌরী। আবার! লোকের সঙ্গে দুটো কথা কইতে দিবি তো? যা বাইরে গিয়ে ঘুড়ি ওড়া।

[ফটিকের প্রস্থান]

কি হ'ল রে? মুখখানা অমন গম্ভীর হ'য়ে গেল কেন?

রবি। জানলে বউদি, আমার আর পরীক্ষা দেওয়া হবে না।

গৌরী। কেন?

রবি। কি জানি, বাবার হঠাৎ কি খেয়াল হয়েছে, তাঁর ইচ্ছে আমি এখন ইস্কুল ছেড়ে চাকরিতে ঢুকি।

গৌরী। ও, এই কথা!

রবি। ঠাট্টা নয় বউদি। হয়তো আমাকে বাবার তাগিদে প'ড়ে তাই-ই করতে হবে।

গৌরী। তা আর কি করবে বল?

রবি। আর একটা বছর সহ্য করতে পারলেন না। কোথাকার কোন্ পাটকলে ঢোকাবার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছেন। কারখানাতেই যদি ঢোকানোর ইচ্ছে, আগে থাকতে ঢুকিয়ে দিলেই হ'ত। এতদূর এগিয়ে এলাম, আসছে বছর পরীক্ষা। ইস্, আর একটা বছর।

গৌরী। না না, কারখানার কাজ তুমি নিও না। সংসারের চাপ ঘাড়ে এলে ওভারটাইম দিতে দিতেই মারা যাবে। ও যে কি কাজ আমি ভাল করেই জানি।

রবি। যাকগে, আমি বাবার কথা শুনছি নে। একটা বছরের জন্যে পরীক্ষা দেওয়া আমি বন্ধ করব না।

গৌরী। যা হবার হবে, চিন্তা ক'রে আর করবে কি?

রবি। না না বউদি, তুমি একবার যতীনদাকে ব'লো, বাবাকে একটু বুঝিয়ে বলতে।

গৌরী। আমি বললে কি আর হবে? আজকাল তো দেখছি তোমার দাদার মেজাজ সব সময়ই তিরিক্ষি হয়ে আছে।

রবি। তবু তুমি একবার বলে দেখো, তারপর না হয় আমি নিজেই একবার চেষ্টা করে দেখব।

[রবি প্রস্থানোদ্যত হইল]

গৌরী। আচ্ছা, বলব। শোন্, আমার একটা কাজ ক'রে দিবি?

রবি। কি?

গৌরী। আজ বিকেলে আমাকে একটু বাগবাজারে নিয়ে যেতে হবে ভাই।

রবি। বাগবাজারে কোথায়?

গৌরী। আমার বোনের বাড়ি। ওঁর একেবারেই সময় নেই তাই।

রবি। ঠিক আছে, চারটেয় ইস্কুল থেকে ফিরে এসে নিয়ে যাবো।

[রবি রওনা দিল]

গৌরী। আর একটা কথা, শোন্ শোন্—

রবি। জলদি বলো, আমার আবার ইস্কুলের বেলা হ'য়ে যাচ্ছে।

গৌরী। ইস্কুল থেকে ফেরবার পথে তোর দাদার একটা গেঞ্জি কিনে আনবি। দাঁড়া, টাকাটা নিয়ে যা।

রবি। ও এখন থাক্ না। বিকেলে তো বাগবাজার যাবেই, তখন হাতীবাগান ঘুরে গেলেই হবে। তুমি নিজেই দেখে শুনে কিনতে পারবে।

[নেপথ্যে শংকরীর চীৎকার শোনা গেল]

শংকরী। জ্বালিয়ে খেলে, ও ফটিকের মা, একবার ইদিকে এসো দিকি। ও গৌরী—গৌরী—

রবি। এই যে, পিসি খেপেছে।

[শংকরীর প্রবেশ]

শংকরী। বলি হ্যাঁ গা ফটিকের মা কানে শুনতে পাও না নাকি বাছা?

গৌরী। কেন?

শংকরী। তোমরা কি নোংরা ফেলবার আর জায়গা পাও না?

গৌরী। কী হয়েছে?

শংকরী। কী হয়েছে ? একবার দেখবে এসো। কলতলা ভর্তি এঁটো-কাটা আর আনাজের খোসা ফেলে দিয়ে এলো তোমাদের ফটিক।

গৌরী। বাইরে ফেলতেই তো বলেছিলাম। ছেলেমানুষ—

শংকরী। অবাক করলে বাপু। ছেলেমানুষ! রোজই তো দেখি কলতলায় গিয়েই ফেলে আসে। তা ফেলবি ফ্যাল্ নর্দমার ধার ঘেঁষে ফেললেই হয়, তা নয়, একেবারে চতুর্দিক ছিটিয়ে একাকার ক'রে না এলে হবে না।

রবি। পিসি, তুমি এক বালতি জল ঢেলে দিলেই তো পারতে ?

শংকরী। থাম্। তোকে আর ফুট কাটতে হবে না। এক বালতি কেন, দশ বালতি জলও তোদের শংকরী পিসি ঢালতে পারে। সে সামর্থ এখনও আছে। তাই ব'লে এই সকালবেলায় বারো জাতের নোংরা ঘাঁটি আর কি ?

রবি। পিসির গলার জোরের কাছে মাইক্‌ও হার মেনে যাবে। গলা দিয়েই পাড়া একেবারে মাতিয়ে তুলেছ।

শংকরী। আ ম'লো যা। তোর সঙ্গে আমি কথা কইতে এয়েচি যে, তুই বড়ো আগ বাড়িয়ে কথা কইচিস ?

গৌরী। তুমি থামো তো ভাই রবি। পিসি, কাল থেকে আর এমন হবে না।

রবি। আরও তো ভাড়াটে আছে, তাদের তো কোনো অসুবিধে হয় না। পিসির কেমন জানি স্বভাবই ঝগড়া করা।

শংকরী। কি বললি, আমি ঝগড়া করি ? আর সব ভাড়াটেরা বলবে কী ? তাদের কী আর আচারবিচার আছে ? আর তাই ব'লে আমি তো আর এই সব অনাচিষ্টি দেখে চোখ বুজে থাকতে পারি নে।

রবি। হ্যাঁ, যত আচার তোমাকেই পেয়ে বসেছে। তোমার ওই

একশোবার করে হাত মুখ ধোবার ঠেলায়, আমরা চান করবার সময় এক মগ জলও পাই নে।

শংকরী। শুনলে ফটিকের মা, ছোঁড়ার কথাগুলো একবার শুনলে? সেদিনের রবি, তোকে আমি জন্মাতে দেখলুম—এরই মধ্যে চ্যাটাং চ্যাটাং কথা শিখেছিস? আমি একশোবার হাত মুখ ধুই বেশ করি। তোদের মতো মেলেচ্ছ তো নই।

গৌরী। তুমি থামো তো রবি। কেন মিছিমিছি পিসিকে ঘাঁটাচ্ছ?

রবি। পিসি আমাকে মিছিমিছি এতবড়ো গালাগালটা দিলে কেন বউদি? শেষকালে তুমি আমায় এই কথা বললে পিসি?

শংকরী। এই ছাখো, আমি আবার তোকে গালাগাল দিলুম কখন?

রবি। গালাগাল দিলে না? আমাকে তুমি ম্লেচ্ছ বলো নি?

শংকরী। বলবো না? মেলেচ্ছর মতোন কাজ করলে মেলেচ্ছই হবি।

রবি। বেশ, সেই ভালো। আমি ম্লেচ্ছ, আমার বাবাও তাই—আর তুমি আমার বাবার মায়ের পেটের বোন, অতএব তুমিও তাই।

শংকরী। কী, কী বললি? কক্‌খনও নয়, কক্‌খনও নয়।

রবি। না, বললে তো আর হবে না। হিসেবের ব্যাপার। হিসেব মতোন তোমাকেও তাইই হতে হ'ল।

শংকরী। থাম্ থাম্। বড়ো আমার হিসেবনবীস এয়েচেন!

[বালতি নিয়া গৌরী আগাইয়া আসিল]

গৌরী। চলো পিসি, তুমি যখন ছাড়বেই না—চলো, কলতলা পরিষ্কার ক'রে দিয়েই আসি।

শংকরী। থাক্। তোমাকে আর যেতে হবে না।

রবি। এতক্ষণ তবে চেঁচাচ্ছিলে কেন?

শংকরী। যতীনের বউয়ের আক্কেল দেখে। ঘরের বউ হয়ে এঁটো-কাটার জ্ঞান নেই তো চেঁচাবো না ?

রবি। বেশ তো, যে এঁটো ফেলেছে সেই পরিষ্কার ক'রে আসুক।

শংকরী। তোকে সে ভাবনা ভাবতে হবে না। সকালে গৌরী একবার চান করেছে—নোংরা ঘেঁটে আবার যে চান করবে না, সে আমি বেশ জানি। বালতিটা দাও। ও পাপের শাস্তি চিরকাল আমাকেই ভোগ করতে হবে। যাই, তাই করিগে।

[বালতি নিয়া শংকরীর প্রস্থান]

গৌরী। পিসির পেছনে কেন এমন ভাবে লাগো বলো তো ?

রবি। দিলুম একটু চটিয়ে।

গৌরী। এ তোমার ভারি অন্যায়। আর যাই হোক নিজের পিসি তো। কত ছোটবেলা থেকে তোমাকে মানুষ করেছে ভাবো দিকিনি ?

রবি। ওটুকু না করলে কি আর কায়দা ক'রে পিসিকে প্যাঁচে ফেলতে পারতুম ? দেখলে না, পিসি নিজের ফাঁদে নিজেই পা দিয়ে তবে রণে ভঙ্গ দিলে।

[নেপথ্যে কানাইয়ের কণ্ঠ শোনা গেল]

কানাই। (নেপথ্যে) রবি—রবি !

রবি। বাবা ডাকছে না !

[কানাইয়ের প্রবেশ]

কানাই। তোকে আমি এদিক ওদিক খুঁজে বেড়াচ্ছি আর তুই এখানে ব'সে রয়েছিস ? আয়, জলদি তৈরী হ'য়ে নে। সকাল ক'রে গেলে, সকাল ক'রে ফিরতে পারব।—কী রে, ব'সে রইলি

কেন? দেরি হয়ে গেলে হয়তো আবার সত্যবাবুর দেখাই পাওয়া যাবে না।

রবি। আমি যাব না বাবা।

কানাই। যাবি নে মানে? এ কি ছেলেখেলা নাকি? আজকে তোকে নিয়ে যাব, এই কথাই হয়েছে—এখন বলছিস যাবি নে? ওঠ্।

রবি। না বাবা, কারখানার কাজ আমি করব না।

কানাই। কী করবি শুনি?

রবি। ইস্কুল আমি ছাড়ব না।

কানাই। হুঁ। আমাকে এড়িয়ে যাবার জন্যে তাই বুঝি এত তাড়াতাড়ি বইপত্তর নিয়ে বেরিয়েছিস? ওরে, আমাকে ফাঁকি দিয়ে চললে কী হবে? পড়ার খরচটা চালাবে কে? ইস্কুলে তোর দু'মাসের মাইনে বাকী, সামনের মাসে যে তোর নাম কেটে দেবে, সে চিন্তা করেছিস?

রবি। একটা বছর যা হোক ক'রে চালিয়ে নিতে পারলে—

কানাই। না না, তা হয় না। আমার এখন এমন সামর্থ্য নেই যে তোদের এই সাত রকম খরচপত্তর চালাই। সংসার চালানোই আমার কাছে কষ্টকর, তার ওপর আবার পড়ার খরচ! শোন্, এখন থেকে রোজগার করতে না শিখলে পরে একেবারে আল্‌সে হয়ে যাবি।

রবি। না, আমি আল্‌সে হয়ে যাব না।

কানাই। এ করবি নে, ও করবি নে, তবে কি গুষ্টিসুদ্ধ উপোস দিয়ে মরবি? ছাখ্, আমি তোর বাবা, তোর ভালর জন্যেই বলছি। পারলে আমি তোকে নিশ্চয়ই পড়াতুম। এখন কিছুদিন কাজটা ক'রে ছাখ্, পরে সুযোগ সুবিধে হ'লে আবার না হয় পড়িস।

রবি। না বাবা, কারখানার কাজ নিলে আর কোনো দিনই আমার লেখাপড়া করা হবে না।

কানাই। ইস্কুলে না প'ড়েও তো শুনেছি পরীক্ষা দেওয়া যায়। তুই না হয় তাই করিস।

রবি। পড়ব কখন? সারাদিন কারখানায় থাকলে কি আর পড়ার সময় পাওয়া যাবে? বই আছে আমার একখানাও? সমস্ত দিন আমি ছেলেদের বাড়ী ঘুরে ঘুরে বই যোগাড় করি। না, না, কারখানায় গেলে এ সবই আমার বন্ধ হয়ে যাবে।

কানাই। লেখাপড়া তোর এমনিই হবে না। ও সব আমাদের জন্যে নয়। পয়সা নেই ব'লে তো আর ইস্কুল ছাড়বে না; মাস গেলে মাইনের টাকাটা পুরোই গুনে দিতে হবে। দিবি কোত্থেকে?

রবি। সে আমি হেডমাস্টারকে ব'লে ক'য়ে ফ্রি করিয়ে নেব। তিনি তো ব'লেই দিয়েছেন, সামনের পরীক্ষায় ভাল করলে ফ্রি ক'রে দেবেন।

কানাই। সংসারটা অতো সোজা নয়। তিনি বলেছেন বলেই কি সেই ভরসায় ব'সে থাকতে হবে? যা সম্ভব নয় তা নিয়ে আব চিন্তা করিস নে। কারখানার কাজ কি খারাপ নাকি? এই তো তোব যতীনদাও তো কারখানাতেই কাজ করছে। অল্প বয়স থাকতে ঢুকে হাতের কাজকর্ম যদি শিখে নিতে পারিস্ দেখবি দেখতে দেখতে তোর কেমন উন্নতি হয়ে যায়।

রবি। আর একটা বছর তুমি পড়ার খরচ চালাতে পারবে না?

কানাই। হুঁ। বাপ তোর নবাব বাদশাজাদা আর কি! তোর যখন যা দরকার চালিয়ে দেবে। বুঝবি, পরে বুঝবি, কেন তোকে এত পেড়াপীড়ি করছি। তখন আর এ বয়সও থাকবে না—তোর বাপও আর আসবে না তোকে জ্বালাতন করতে।

রবি। বাবা!

কানাই। তোর যা ইচ্ছে তাই-ই তুই কর্। আমি চোখ না বুজলে আর তোর জ্ঞানগম্যি তো হবে না। তাই হোক।

[কানাইকে যাইতে দেখিয়া গৌরী টাকা নিয়া আগাইয়া গেল]

গৌরী। আপনি যে দুটো টাকার কথা ওঁকে ব'লে গেছলেন—

কানাই। থাক্। টাকার আর আমার দরকার হবে না।

[কানাইয়ের প্রস্থান। রবি কাঁদিতে লাগিল। গৌরী রবির কাছে গেল]

গৌরী। তোর বুঝি লেখাপড়া করবার খুব ইচ্ছে, তাই না রে?

রবি। হ্যাঁ বউদি।

গৌরী। কাঁদিস নে, শোন্। এই ছাখো বোকা ছেলে। এত ছোটোখাটো ব্যাপারে অস্থির হয়ে পড়লে লেখাপড়া শিখে বড় হবি কি ক'রে?

রবি। বউদি!

গৌরী। কি রে?

রবি। তুমি যতীনদাকে বলবে তো? তা না হ'লে বাবা আমাকে জোর ক'রেই পাঠিয়ে দেবে।

গৌরী। বলব। কিন্তু ছাখ্, তুইও এক কাজ কর্ না।

রবি। কি বউদি?

গৌরী। তোর বাবাকে ভুল বুঝিস্ নে। সত্যিই তাঁর আর ক্ষমতা নেই। আজকাল তো শুনেছি কত ছেলেই সকালে বিকেলে টুকটাক্ ক'রে পড়াশোনা চালায়। তুইও না হয় একটু চেষ্টা ক'রে ছাখ্, যদি কিছু জুটিয়ে নিতে পারিস্।

রবি। আমি নিশ্চয়ই চেষ্টা করব। দরকার হ'লে খবরের কাগজও তো বিক্রি করা যায়, তাই না?

গৌরী। হ্যাঁ, ওরকম কত ছোট ছোট কাজ রয়েছে। তুই চেষ্টা ক'রে ছাখ্, আর আমিও তোর দাদাকে বলব, সেও না হয় চেষ্টা করবে তোর জন্যে। তোর যখন এত ইচ্ছে—

রবি। বউদি।

গৌরী। ভাল করে পাস করা চাই কিন্তু।

রবি। নিশ্চয়ই। চলি বউদি।

গৌরী। এস। বিকেলে বাগবাজারে নিয়ে যাবার কথা মনে থাকে যেন ?

রবি। নিশ্চয়ই।

[রবির প্রস্থান। গৌরীও ভিতরে চলিয়া গেল

[শূন্য ঘরে ফটিক আর নিমাই প্রবেশ করিল। নিমাইয়ের হাতে লাটাই, ফটিকের হাতে জট-পাকানো ঘুড়ির সুতা। তাহারা সুতার জট ছাড়াইতে লাগিল]

নিমাই। লাট্টাই কিনেছিস ?

ফটিক। না।

নিমাই। তবে আর সুতো রাখবি কি ক'রে ? আমায় দিয়ে দে।

ফটিক। না, না, আমি কাঠিতে জড়িয়ে রাখব।

নিমাই। হুঁ। লাটাই না হ'লে কি আর ঘুড়ির সুতো রাখা যায় ? তোর বাবাকে বলিস নি বুঝি, কিনে দেবার কথা ?

ফটিক। বলেছিলাম, বাবা বলেছে পরে কিনে দেবে।

নিমাই। দুত্তোর, তুই একটা আস্ত বোকা। বাবা তো বলবেই—পরে কিনে দেব। তাই ব'লে কি আর ব'সে থাকলে চলে ? ছাখ্ দিকি আমি কেমন লাটাই কিনেছি!

ফটিক। তোকে বুঝি তোর বাবা কিনে দিয়েছে ?

নিমাই। দূর বোকা, বাবার দায় পড়েছে কিনে দিতে। আমি নিজেই কিনে আনলুম।

ফটিক। পয়সা পেলি কি ক'রে?

নিমাই। কেন? বাবার পকেট থেকে নিয়ে নিলুম।

ফটিক। তোর বাবা তোকে কিছু বললে না?

নিমাই। জানতে পারলে তো বলবে? জামা খুলে রেখে ঘুমোচ্ছিল; আর আমিও অমনি—

[শ্যামার প্রবেশ]

শ্যামা। এই নিয়ে, খাবি নে?

নিমাই। এখন খাব না, যা।

শ্যামা। বাবা খেয়ে বেরিয়ে গেল। তোর ভাত নিয়ে কতক্ষণ ব'সে থাকব?

নিমাই। বলছি পরে খাব।

শ্যামা। পরে আবার কখন শুনি? খাবি আয়। তোকে দিয়ে আমার আবার একরাশ জামাকাপড় কাচতে হবে তো!

নিমাই। যা না, কেচে নে গে যা। তার পর খাব।

শ্যামা। বেশ, বেলা দুটো অব্দি ব'সে থাকতে হবে কিন্তু।

নিমাই। আচ্ছা, আচ্ছা। তুই যা দিকি, আমি নিজেই নিয়ে খাব।

শ্যামা। মনে থাকে যেন, আমার হাতের কাজ শেষ হবার আগে খেতে চাইবি নে!

[শ্যামার প্রস্থান]

নিমাই। খুলতে গিয়ে যে আরও জট পাকিয়ে ফেললি? তোকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না। দে, এদিকে দে।

ফটিক। এই কাঠিতে জড়াও।

নিমাই। ঘুড়ি ওড়ানো তোকে দিয়ে হবে না।

ফটিক। কেন?

নিমাই। কেন আবার? লাটাই নেই, সুতো খুলতে শিখলি নে, আর মাঞ্জা দিতে গেলে তো কাঁচেই হাত কেটে ফেলবি। চটপটে না হ'লে কি আর এ সব করা যায়? ময়ূরপঙ্খি ঘুড়িখানা ভূতো কেমন লটকে নিলে দেখলি তো?

ফটিক। ঘুড়িটা তো তারে আটকে গেল, তবু তুমি ধরতে পারলে না, তার আর কি হবে?

নিমাই। লগিখানা আর একটু বড় হ'লেই ওর ধববার মজাটা দেখিয়ে দিতাম। তুই বোকা একদম ছুটতে পারবি নে, দৌড়তে গিয়েই হোঁচট খেয়ে পডবি, তা'লে আর ঘুড়ি ধরব কি ক'রে?

ফটিক। বাঃ রে, হোঁচট খেলুম কোথায়? ভূতোই তো আমাকে পেছন থেকে টেনে ধরলে।

নিমাই। দাঁড়া না, ভূতোকে ঘা কতক দিতে হবে। তোদের খাওয়া হয়ে গিয়েছে?

ফটিক। না।

নিমাই। তোর মা বুঝি রান্না করছে?

ফটিক। হুঁ।

নিমাই। ইস্, সেই কখন থেকে ঘুড়ির পেছনে ছুটতে ছুটতে তেষ্টা পেয়ে গেছে। এক গ্লাস জল নিয়ে আয় দিকিনি!

[ফটিক জল আনিতে গেলে নিমাই দড়িতে টাঙানো যতীনের জামার পকেট দেখিতে লাগিল, ফটিককে আসিতে দেখিয়া আয়নার সামনে গিয়া দাঁড়াইল। জল নিয়া ফটিক প্রবেশ করিল]

নিমাই। তোদের আয়নাখানা তো বেশ ঝক্‌ঝকে রে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলুম। দে।

[বাহিরে ঘুড়ি কাটিবার হৈ-চৈ শোনা গেল। ভোঁ—কা—টা—]

নিমাই। কেটেছে, কেটেছে, ঘুড়ি কেটেছে। চল্ চল্, জলদি চল্।

[উভয়ে প্রস্থান করিল। ক্ষণপরে ঘুড়ি হাতে ফটিক এবং সুতো হাতে নিমাই বিবাদ করিতে করিতে আসিল]

নিমাই। দিয়ে দে বলছি, ফটিক, দিয়ে দে।
ফটিক। আমি ধরেছি, তোমাকে দেব কেন?
নিমাই। তুই ধরেছিস্, মিথ্যুক কোথাকার।
ফটিক। বাঃ রে, আমি তো ঘুড়ি ধরলাম আগে।
নিমাই। তোর ঘুড়ি ধরবার আগেই আমি সুতো ধরেছি।
ফটিক। বেশ, তুমি সুতো নিয়ে যাও।
নিমাই। ঘুড়ি দিবি নে?
ফটিক। না।
নিমাই। মেরে ফেলব বলছি। দিয়ে দে। ভাল চাস্ তো দিয়ে দে।
ফটিক। না, দেব না।
নিমাই। দিবি না, দাঁড়া। (ছুটিয়া গিয়া ফটিকের হাত ধরিল)
ফটিক। আঃ, ছাড়ো, ছাড়ো।
নিমাই। তুই দে আগে, তবে ছাড়ব, দে—

ফটিক। ও মা, ছাখ না, আমার ঘুড়ি নিয়ে যাচ্ছে।

নিমাই। আর মাকে ডাকতে হবে না।

ফটিক। ছাড়ো, ছাড়ো বলছি।

নিমাই। দিবি নে? নে তবে তোর ঘুড়ি। (ঘুড়ি ছিঁড়িয়া দিল)

ফটিক। তুমি আমার ঘুড়ি ছিঁড়লে কেন?

নিমাই। বেশ করেছি।

ফটিক। বেশ করেছ। দাঁড়াও, মজা দেখাচ্ছি। (লাটাই ভাঙিয়া দিল)

নিমাই। অ্যাঁ, লাটাই ভেঙে ফেললি?

[উভয়ে মারামারি করিতে লাগিল। বালতি নিয়া শংকরী প্রবেশ করিল]

শংকরী। ও ফটিকের মা, তোমার বালতিটা নিয়ে যাও। এ কি, তোরা দুটোতে চুলোচুলি করছিস্ কেন?

[ফটিকের ধাক্কায় নিমাই পড়িয়া গেল। ফটিক পলাইল]

নিমাই। ওরে বাবা রে, মেরে ফেললে রে। ও দিদি, দিদি—

[শ্যামার প্রবেশ]

শ্যামা। কি হ'ল রে?

নিমাই। ওই ফট্‌কে আমায় মেরে পালালে।

[গৌরীর প্রবেশ]

গৌরী। দেখি, দেখি—

শ্যামা। থাক্, তোমাকে আর দরদ দেখাতে হবে না। মেরে আবার সাধু সাজা হচ্ছে!

শংকরী। ছেলেটার কি হলো না-হলো তা দেখবি, না খালি চীৎকারই করবি?

শ্যামা। ওকে দেখতে হবে না। ওর ওই বজ্জাত ছেলেটাই তো আমাদের নিমেকে মেরে গেল।

শংকরী। কচি ছেলেটাকে মিথ্যে কেন গালাগাল দিচ্ছিস বাপু?

শ্যামা। না, গালাগাল দেবে না, পূজো করবে।

গৌরী। তুই দেখেছিস্ মারতে?

শ্যামা। আমার দেখতে হবে কেন? নিমে নিজেই তো বলছে।

শংকরী। নিমের কথা রেখে দে বাপু। ওর মত দজ্জাল ছেলে এ বস্তিতে আর দুটো আছে নাকি? হয়তো নিজেই প'ড়ে গিয়ে এই সব ফষ্টি-নষ্টি করছে।

নিমাই। মিথ্যে কথা। ফট্‌কে আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলে।

শংকরী। ও মা মা, এত বড ধাড়ি ছেলেকে ওই ফটিক মেরে গেল, তাও বিশ্বাস করতে হবে?

শ্যামা। কেন করবে না শুনি? সবাই মিথ্যে কথা বলে, তুমিই বুঝি এক মাত্তর সত্যি কথা বলার লোক, না?

শংকরী। আ ম'লো যা। জিভের ডগায় বিষ মাখিয়ে এয়েচিস্ দেখছি। জন্মাবার পর, মা মাগী কি তোর মুখে এক ফোঁটা মধুও ঢালে নি?

শ্যামা। আহা-হা। প্রাণ জুড়িয়ে দিলে আর কি। তুমি তো বাপু দিন রাত্তির পাড়া সুদ্ধু সবাইকে 'ছুঁস্ নে ছুঁস্ নে' ব'লে জ্বালিয়ে মার, আবার আমাকে কথা শোনাতে এয়েছ?

গৌরী। দেখ্ শ্যামা, যা বলেছিস্ বলেছিস্। অমন ধারা কথা আর কখনও কইবি না। তুই পিসির হাঁটুর বয়সীও নয় তা মনে রাখিস!

শ্যামা। কেন? বললে কি ক'রবে? জেল দেবে? না, ফাঁস্ দেবে?

আসুক না বাবা বাড়ি ফিরে, তোমাদের মজাটা দেখাব ভালো ক'রে। চ'লে আয় নিমে।

[লাটাই নিয়া নিমাই ও শ্যামার প্রস্থান]

শংকরী। যেমন বাপ তার তেমনি ছেলে মেয়ে! বাপটা তো পথে ঘাটে নেশা-ভাং করে বেড়াবে, আর ঘরে ব'সে ছেলে মেয়ে ছুটোও তৈরী হচ্ছে তেমনি। সংসারে মা না থাকলে যা হয় আর কি! এই নাও তোমার বালতিটা নাও।

[বালতি রাখিয়া শংকরীর প্রস্থান। ফটিক পা টিপিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। পায়ের ধাক্কায় বালতি উল্টাইয়া গেল]

গৌরী। এই, এ দিকে আয়!

ফটিক। না, তুমি মারবে।

গৌরী। আয় বলছি!

ফটিক। না।

[গৌরী ছুটিয়া ফটিককে ধরিল]

গৌরী। ভেবেছিস্ কি? না এলে ধরতে পারব না? নিমাইকে কেন মেরেছিস্?

ফটিক। আমি মারি নি।

গৌরী। মিথ্যে কথা বলা হচ্ছে! [মারিল]

ফটিক। আমি মারি নি, ও এম্‌নিতেই প'ড়ে গেছে।

গৌরী। আবার, আবার মিথ্যে কথা? বল্।

ফটিক। ও আমার ঘুড়ি ছিঁড়ে দিলে কেন?

গৌরী। ও, আবার ঘুড়ি ধরতে গিয়েছিলি? [মারিতে লাগিল]
বল্, আর কোনো দিন ঘুড়ি ধরতে যাবি নে। বল্—বল্—

ফটিক। না, না, যাব না।

গৌরী। মনে থাকে যেন!

[গৌরীর প্রস্থান। ফটিক কাঁদিতে লাগিল]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[যতীনের ঘর। সময় সন্ধ্যা]

যতীন। (নেপথ্যে) ফটিক, ফটিক!

শংকরী। (নেপথ্যে) যাচ্ছি, দোর খুলে দিচ্ছি।

[দরজা খুলিয়া শংকরী, যতীন ও ফটিক প্রবেশ করিল। শংকরীর হাতে লণ্ঠন। যতীন একগাদা জামা-কাপড় খাটের উপর রাখিয়া আলো জ্বালাইতে লাগিল। ফটিক কাপড়জামাগুলি নাড়াচাড়া করিতে লাগিল

ফটিক। জামা এনেছ বাবা?

যতীন। হাঁরে হাঁ। গৌরী কোথায় গিয়েছে?

শংকরী। কেন? বাগবাজারে তার বোনের বাসায়।

যতীন। ও।

শংকরী। যাবার সময় ফটিককে আমাদের ঘরে রেখে, আমায় চাবি দিয়ে গেল। এই নাও, তোমার তালা আর চাবি।

যতীন। ফটিককে নিয়ে যায় নি কেন?

শংকরী। নিয়ে যে যাবে, ওকে কি খালি গায়ে নিয়ে যাবে? সংসার করতে হ'লে সব দিকে একটু খেয়াল রাখতে হয়। সে খেয়াল তো তোর নেই। ওর গায়ে দেবার কি একটা জামা আছে?

বাইরে যাবার মতোন একখানাও কাপড় দিয়েছিস্ তোর বউকে? মা-গো মা, যে বেশে গৌরী বাইরে যাচ্ছিল, রাস্তার মুচী-মেথরের বউও সে বেশে কোথায়ও যায় না। আমি ব'লে ক'য়ে ওই হরিপদর বউয়ের কাছ থেকে একখানা শাড়ি এনে দেই, তাই প'রে তবে গৌরী গেল।

যতীন। না গেলেই পারত।

শংকরী। তোর মতো বাউণ্ডুলে সেজে ব'সে থাকলে তো আর চলে না। আত্‌কুটুমের সঙ্গে দেখাসাক্ষেৎ না করলে, তারাই বা ভাবে কি—আবার যেমন তেমন ভাবে গেলেও লোকে নিন্দে করে।

যতীন। আত্মীয়কুটুমেরা কি ভাববে, তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। এক পয়সা দিয়ে কেউ কোনো দিন উপকার করতেও আসবে না তাই তাদের নিন্দেও আমি গায়ে মাখি নে।

শংকরী। তুই বেটাছেলে, তোর আর কি? মেয়েছেলের সব দিক মানিয়ে চলতে হয়।

যতীন। আমার দিকটাও মানিয়ে চলুক। আমার যখন ক্ষমতা নেইই, তারও দরকার নেই যেচে সবাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে যাবার। যাক্‌গে, সন্ধ্যে ঘুরে গেল, কখন ফিরবে কিছু ব'লে গেছে?

শংকরী। ভয় নেই, বাপু, আমাদের রবিকে সঙ্গে নিয়ে গেছে।

[হ্যারিকেন নিয়া শংকরীর প্রস্থান

যতীন। ওগুলো এখন রাখ্ খুকিনি, পরে দেখিস্।

ফটিক। বাবা, আমাকে নতুন জুতোও কিনে দিতে হবে কিন্তু।

যতীন। আচ্ছা, দেবো। আসছে রোববার তোকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে কিনে দেবো।

[কানাইয়ের প্রবেশ]

যতীন। টাকা পেয়েছিলে খুড়ো ?

কানাই। না, টাকার দরকার হয় নি।

যতীন। টিটাগড় যাও নি বুঝি ?

কানাই। রবি কারখানার কাজ নিতে কিছুতেই রাজী হ'ল না। আমিও আর মা-মরা ছেলেটাকে বেশী জোরাজুরি করতে পারলুম না। যাকৃগে, ভগমান ভরসা, যা হোক ক'রে দিন কেটেই যাবে। তুমি তো দেখছি পুজোর জামা-কাপড়ের ঝামেলাটা মিটিয়েই ফেললে !

যতীন। হ্যাঁ খুড়ো। মাইনের টাকার সঙ্গে বোনাসের টাকাটাও আজই পেয়ে গেলাম, তাই ভাবলাম দেরি ক'রে আর লাভ কি ? মাসের শেষে পুজো তখন তো নুন আনতে পান্তা ফুরোবে। তাই যা কিছু কিনবার ও একেবারে আজই সেরে ফেললাম।

কানাই। এ একরকম ভালই করেছ।

ফটিক। ও বাবা, আমার জামা কোথায় ? আমার জামা খুঁজে পাচ্ছি নে।

যতীন। এই নে বাপু, এই নে। [জামা দিল]

কানাই। বা-বা, দিব্যি জামা হয়েছে দেখছি ফটিকের ! গায়ে দে দিকিনি ?

ফটিক। না না, এখন নয়, পুজোর সময় গায়ে দেবো।

যতীন। গায়ে দিয়ে ছাখ্ একবার, ঠিক হ'ল কিনা ?

ফটিক। ও বাবা, মাথা ঢুকছে না যে !

কানাই। ইদিকে আয়, ইদিকে আয়। বোকা ছেলে ! বোতাম এঁটে রয়েছে, মাথা গলাবি কি ক'রে ? নে, এইবার নে।

[বোতাম খুলিয়া দিল]

বা বা, সবই কিনেছ দেখছি। শাড়ি, ফটিকের ইজের, এটা কি? ও বাবা পাউডার, আবার ছিট্ কাপড়ও এনেছো দেখছি।

যতীন। ইদিকে আয়, দেখি জামা কেমন হ'ল!

কানাই। অ্যা, একটু ছোটো হয়ে গেছে দেখছি। এটা বাপু তুমি পালটে নিয়ে এস।

ফটিক। না না, পালটা‌তে হবে না।

যতীন। না কি রে? কাচলে তো আরও ছোটো হয়ে যাবে। খুলে রাখ এখুনি। ভাঁজ ভেঙে গেলে আর বদলে দেবে না।

যতীন জামা খুলিতে লাগিল

কানাই। ছোটো হ'ল কি ক'রে? সকালে যে গায়ের মাপ নিয়ে গেলে?

যতীন। কি জানি! মাপ ফেলে তো বললে ঠিক আছে, এখন দেখছি ছোটো।

নন্দর প্রবেশ

নন্দ। এই যে যতীন, আজকাল দেখছি তোমাদের বড্ড বাড় হয়েছে—কেন বলবে?

যতীন। কী হয়েছে?

নন্দ। আমাদের কি মানুষ ব'লে গেরাহ্যি কর না নাকি? ঘরের ভেতর পেয়ে পরের ছেলেকে মারধোর করবার সাহসটা তোমাদের আসে কোত্থেকে শুনি? কী এমন লাটসাহেব হয়েছ যে বস্তির ভেতর যা খুশি তাই ক'রে যাবে?

কানাই। আহা, তুমি অত চটছো কেন?

নন্দ। না, চটবে নি। দ্যাখো কানাইদা, নেহাৎ যতীন তোমার জানা-

শোনা লোক, তাই অ্যাদ্দিন কিছু বলি নি। কিন্তু এখন থেকে তো আর ছেড়ে কথা কইব নি।

যতীন। কী হয়েছে না-হয়েছে খুলে বলবে তো?

কানাই। হবে আবার কী? সকালে তোমার ছেলে আর ওর ছেলেতে ঘুড়ি নিয়ে কি একটু হয়েছে—এই আর কি!

যতীন। এই নিয়েই রাত্তিরবেলায় তুমি কুরুক্ষেত্তর বাধাতে এয়েচ? ছেলেমানুষ, ওরা তো একটু আধটু অমন করবেই। ওদের ওসব কি ধরতে আছে?

নন্দ। গ্যাখো, ছেলেমানুষের ব্যাপার হ'লে আসতুম নি। এর ভেতর আরও সব লোকের উস্কানি রয়েছে, তাই বাধ্য হয়েই আমাকে আসতে হয়েছে।

কানাই। আরে বাপু, যা হয়েছে শংকরী আমাকে সবই বলেছে। এ নিয়ে মিথ্যে ঝামেলা ক'রো নি।

নন্দ। মিথ্যে ঝামেলা নয়। বয়েসটা তো আমার কম হয় নি, বুঝি সবই। ভেতরের ব্যাপার তুমি জান না, তাই এই সব কথা বলছ। তুমি বুড়ো মানুষ; এ সবের ভেতর থেকো নি।

কানাই। কেন? আমি থাকলে তোমার সুবিধে হয় না বুঝি, না?

নন্দ। হ্যাঁ, কথাটা একেবারে মিথ্যে বলো নি। যত সব বে-ইল্লোতি কারবার, তুমি তো দেখেও দেখ না; আর আমরাও তোমার মুখ চেয়ে কিছু বলতেও পারি নে।

[জানালায় বস্তিবাসীরা আসিয়া দাঁড়াইল। হরিপদ প্রবেশ করিল]

হরিপদ। এই সন্ধ্যেবেলায় তোমরা লাগিয়েছ কি?

নন্দ। আমরা লাগাই নি, আমাদের বাধ্য করা হয়েছে, জানলে?

যতীন। বাজে বকাবকি ক'রো না তো।

নন্দ। ন্যাকা সাজবার চেষ্টা কর নি—তোমরা উস্কে না দিলে, ফটকের সাহস কি, নিমের গায়ে হাত দেয়!

[ভিড় ঠেলিয়া শংকরীর প্রবেশ]

হরিপদ। তুমি আবার এর ভেতর এলে কেন?

শংকরী। তোমরা যা শুরু করেছ তা শুনে কি আর ঘরের ভেতর চুপ ক'রে ব'সে থাকা যায়? নন্দ বুঝি সকালের ব্যাপার নিয়ে গায়ে পড়ে কোঁদল করতে এয়েছে?

নন্দ। কী যতীন, বল, চুপ ক'রে রইলে কেন?

কানাই। কী সব মন-গড়া কথা কইছ। ওরা তোমার ছেলেকে মারবার জন্যে ফটিককে উস্কে দেবে, এ একটা কথা হ'ল?

নন্দ। হ্যাঁ হ্যাঁ, দুনিয়ায় সবই হচ্ছে। রোজই তো দেখি ফটকের মা কলতলায় আমার সঙ্গে ঝগড়া করে। তাতেও তার সাধ মেটে না, তাই ছেলে লেলিয়ে দিলে আমাদের নিমেকে মারবার জন্যে।

কানাই। গৌরীর কথা বলছ? এ তোমার ভারী অন্যায় নন্দ। গৌরীর মতো ঠাণ্ডা-মেজাজের মেয়ে—না না, তাকে তো কোনো সাতে-পাঁচে থাকতে দেখি নে।

নন্দ। অনেকেই অনেক সাতে-পাঁচে থাকে, তোমরা আবার সে সব দেখেও দেখো না—তাই আমাদেরও দুর্গতির শেষ নেই। ছেলে-পুলেকে কেউ ধরে মারলেও তার প্রতিকার হয় না।

শংকরী। আহা-হা! নিমে তোমার একেবারে দুধের ছেলে কিনা! ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানে না আর কি। ফটকে কখনও নিমেকে ধ'রে মারতে পারে—এ কথা শুনলেও তো লোকে হাসবে!

নন্দ। তুমি বলছ কি? মার খেয়ে তার পা ছ'ড়ে গেল, আর তুমি বলছো মারে নি?

শংকরী। ও নিজেই হোঁচট খেয়ে পড়ে গেছল—আমি নিজের চোখে দেখেছি।

প্রতিবেশী। নিমেকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেই তো হয়।

নন্দ। বেশ তো, তোমরা দশজন রয়েছ, তাকেই জিজ্ঞেস কর। নিমে—নিমে—

হরিপদ। তোমাদের সব মাথা খারাপ হল নাকি? নিমাইকে ডেকে আর ঝামেলা বাড়িও না।

ভাঙা লাটাই নিয়া নিমাইয়ের প্রবেশ।

নন্দ। বল্ না, পাঁচজনার সুমুখেই বল্, ফটকে তোকে মেরেছে কিনা?

নিমাই। হ্যাঁ, মেরেছে।

শংকরী। কী সব্বোনেশে কথা! এতটুকু ছোঁড়া এতগুলো লোকের সামনে দাঁড়িয়ে মিথ্যে কথা কইতে পারলি?

নন্দ। আমার ছেলেকে তুমি ও ভাবে চোখ রাঙিও নি।

নিমাই। আমার লাটাইও ভেঙে দিয়েছে—এই ছাখো।

নন্দ। শুনলে—শুনলে তো? নন্দ অধিকারী মিথ্যে ঝগড়া করতে আসে নি।

নিমাইয়ের প্রস্থান

হরিপদ। (নন্দকে) মাথা ঠাণ্ডা কর দিকিনি। যত সব ছাইপাঁশ নিয়ে মাথা গরম ক'রে লাভ কি?

নন্দ। মাথা আমার ঠাণ্ডাই আছে। যার গরম হয়েছে, তার মাথায় ভাল ক'রে জল ঢালো গে, যাও।

শংকরী। ওরে আমার ধম্মপুত্তুর যুধিষ্টির রে। কি করতে হবে না-হবে, সে কথা তোমাকে বলতে হবে নি।

নন্দ। গ্যাখো, তোমাকে আমি একবার নিষেধ ক'রে দিয়েছি আবার তুমি কথা কইচ! নেহাৎ মেয়েছেলে, তাই—

শংকরী। কি? মেয়েছেলে! মেয়েছেলে না হ'লে কি করতে শুনি?

নন্দ। দরদ কত! এদের জন্যে একেবারে গায়ে ফোস্কা পডছে যেন কালে কালে কতই দেখব।

যতীন। বেশী কথা না বাড়িয়ে এখান থেকে বিদেয় হও। দিন রাত্তির তো নেশায় ডুবে থাকবে, পথে-ঘাটে মাতলামি ক'রে বেড়াবে, তোমার যে তেজ কত সে আমার জানা আছে!

নন্দ। নন্দ অধিকারীকে খেপিয়ে তুললে কাউকে রেহাই দেবো নি বলছি। আমি নেশা করি আমার কামাই-করা পয়সায়, তোমার মতো বউয়ের পয়সায় গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াই নে।

যতীন। কী—কী বললে?

নন্দ। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। দুপুরবেলায় তো বস্তিতে বেটাছেলেরা কেউ থাকে না; রোজই তো দেখি ফটকের মা কোথায় যেন যায়। ইদিক-সিদিক থেকে দু'পয়সা যে রোজগারও ক'রে আনে না, তারই বা ঠিক কি?

কানাই। আঃ নন্দ, ঘরের বউকে এসবের ভেতর টেনে এনো না। তোমার মতো ছোটা লোক আর দুটি দেখি নি। অসভ্য জানোয়ার বেল্লিক কোথাকার!

নন্দ। উঁ, কেন টেনে আনব নি? ফটকের মা কি করে না-করে সে আমার নিজের চোখে দেখা।

শংকরী। হ্যাঁ, তুমি তো এক অকম্মের গোঁসাই, আর তো কোনো

কাজ নেই, দুকুর বেলায় ঘরে ব'সে ব'সে ভাখো। কার বউ কি ক'রে বেড়ায়।

নন্দ। চোখের ওপর নেচে বেড়ায়, তাই চোখে পড়ে।

শংকরী। গৌরী তো রবিকে নিয়ে বাগবাজারে তার বোনের বাড়িতে গেছে, তাতে হয়েছে কি ?

নন্দ। আমাকে আর ঘাঁটিও না বাপু। তাকে তো আজই আমি হাতীবাগানের বাজারের ধারে ঘুরে বেড়াতে দেখলাম। জানি না সেখানে আবার তার কে থাকে ?

কানাই। তোর এতবড়ো আস্পর্দা, ঘরের মেয়েছেলের নামে যা নয় তাই বলবি ?

নন্দ। পাছে পথে-ঘাটে দেখে কেউ কিছু মনে করে, তাই দেখলুম রবেটাকে সঙ্গে নিয়ে গেছে।

কানাই। কী, যা নয় তাই মুখে আনবি ?

হরিপদ। কানাইদা, তোমরা কি ঘরের ভেতরই একটা হাতাহাতি করবে নাকি ?

কানাই। না না, একটা মাতাল যা খুশি ব'লে যাবে তাই সহ্য করব ?

হরিপদ। (নন্দকে) তুমি যাও দিকি।

নন্দ। যাব, কিন্তু আমিও ব'লে রাখছি, ওই বুড়োর তেজ ভাঙব।

শংকরী। বুড়োর তেজ ভাঙবে না ? তোমার জ্বালায় পাগল হ'য়ে তোমার বউ গলায় দড়ি দিলে, ওই বুড়োর সাক্ষীতেই জেলের হাত থেকে বেঁচে গেছলে। বুড়োর তেজ ভাঙব—ও কথা বললেও তোমার জিভ খ'সে যাবে না ?

নন্দ। আমার রুজি-রোজগার ছিল না, তাই পেটের জ্বালায় নিমের মা প্রাণ দিয়েছে, কারুর কাছে হাত পাততেও যায় নি, পেটের জ্বালায় ইজ্জতও নষ্ট করে নি।

হরিপদ। তুমি যাবে, না, তোমাকে জোর ক'রে বিদেয় করতে হবে ?

নন্দ। এতবড়ো সাহস কারুর হয় নি যে নন্দ অধিকারীর গায়ে হাত দেয় !

হরিপদ। তোমার মতোন একটা অপদার্থ মাতালের গায়ে হাত দিতেও ঘেন্না হয়। যাও, ভালোয় ভালোয় বিদেয় হও।

নন্দ। হিম্মত থাকে জোর ক'রে বিদেয় কর !

যতীন। এসো, হিম্মত আছে কিনা দেখাচ্ছি !

নন্দ। অ্যাঁ, ঘরে ব'সেই তড়পানি—

হরিপদ। আর একটা কথাও নয়, যাও, যাও। [নন্দকে ঠেলিল]

নন্দ। গায়ে হাত দিও নি বলছি !

হরিপদ। আবার, আবার মুখ চালাচ্ছ ? বেরোও, বেরিয়ে যাও।

[হরিপদ নন্দকে ঠেলিয়া বাহিরে পাঠাইল]

নন্দ। অ্যাঁ, কারখানার কুলি তার আবার তেজ কত !

[গৌরী ও রবি প্রবেশ করিল। গৌরী ভিতরে চলিয়া গেল। ফটিক তাহার অনুসরণ করিল]

রবি। ব্যাপার কি হরিপদদা ?

হরিপদ। কিছু না, ঘরে যা। তুমি তোমার দাদাকে নিয়ে ঘরে যাও তো।

[রবি, শংকরী ও কানাইয়ের প্রস্থান]

হরিপদ। (জনতাকে) কী, খুব মিষ্টি লাগছে বুঝি ? যাও সব। একটা কিছু হ'লেই হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে হবে—না ?

[জনতার প্রস্থান]

যতীন ভাই, এ নিয়ে আর মন খারাপ ক'রো না। ওর কথাই ওই রকমের। মিথ্যে কথা বলার ওস্তাদ।

নন্দ। (নেপথ্য হইতে) ভেবেছিস কি? ঘরের ভেতর পেয়ে আমার শালা ইজ্জৎ টিলে করবি? এই নিয়ে, শ্যামা, ফের যদি ওদের ঘরে যাবি তো খুন ক'রে ফেলব।

হরিপদ। দাঁড়াও, ওটার গলাবাজি বন্ধ ক'রে আসি।

[হরিপদর প্রস্থান]

নন্দ। (নেপথ্য হইতে) আয় না, বউয়ের আঁচলের তলায় লুকিয়ে না থেকে বেরিয়ে আয়, দেখি কতবড়ো বুকের পাটা! নিজের বাপকেই তোয়াক্কা ক'রে চলি নি কেনোদিন, ও আবার কোথাকার কোন্ লেবাব।

যতীন। অসহ্য।

[ঘরের জানালা দরজা বন্ধ করিয়া দিল। গৌরী ভিতর হইতে প্রবেশ করিল

গৌরী। তোমরা কি নিয়ে এত শোরগোল করছিলে বল তো?

যতীন। কিছু না।

গৌরী। টুনুর বাচ্চাটা যা দুষ্টু হয়েছে—বাবা, দু'বছরও তো পুরো হয় নি, হাতের কাছে যা পাবে ছুঁড়ে ফেলবে। তুমি যাও নি দেখে কত দুঃখু ক'রল। আসবার সময় বার বার তোমার কথা বললে। একদিন সময় ক'রে যেও। খুব খুশী হবে। কী হ'ল—কথা বলছ না কেন? হ'ল কি তোমার?

[গৌরী রুটির থালা রাখিল]

যতীন। ফটিককে সঙ্গে নিয়ে যাও নি কেন? তোমার বোন

কি এমন নবাবনন্দিনী হয়েছে যে তার বাড়ি আমার ছেলেকে নিয়ে গেলে তোমার বোনের মান খোয়া যায়?

গৌরী। না না, তা নয়—

যতীন। তা নয় তো কি? তাই তো, ছেলেটাকে একলা ফেলে রেখে নিজে পটের বিবি সেজে বেরিয়েছিলে, তোমার লজ্জা করল না? বেহায়াপনারও একটা সীমা আছে।

গৌরী। তুমি আমায় বেহায়া বললে?

যতীন। তোমার জন্যে লোকের কাছে আমার যে কতখানি ছোট হতে হ'ল জান?

গৌরী। আমার জন্যে? আমার জন্যে তুমি লোকের কাছে ছোট হবে, এ তো আমি ভাবতেও পারি নে।

[গৌরী জলের গ্লাস রাখিল]

যতীন। সেই ভাবনাই যদি তোমার থাকত, তা হ'লে আর এমন বেহায়ার মত কাজ তুমি করতে না।

গৌরী। কী যা-নয়-তাই বলছ?

যতীন। তোমার খুশি মতন যেখানে-সেখানে ধেই-ধেই ক'রে বেড়াবে, আর ঘরে ব'সে আমাকে দশজনের কথা শুনতে হবে।

গৌরী। থাম, থাম। লোকে শুনলে ভাববে কী?

যতীন। যা শোনবার সবাই শুনেই গেছে।

গৌরী। বাকী বুঝি আমি, তাই ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে আমাকে শোনাচ্ছ?

যতীন। হ্যাঁ।

গৌরী। বেশ, যত পার শোনাও। কিন্তু চেঁচিয়ে একটা কেলেঙ্কারির সৃষ্টি ক'রো না।

যতীন। কেলেঙ্কারির আর বাকি কিছু কি রেখেছ? এখন এ পাড়া ছেড়ে অন্য কোথাও না গেলে লোকের কাছে আর মুখ দেখানো যাবে না।

গৌরী। আমি তো এমন কিছু অপরাধ করি নি, মুখ আমি ঠিকই দেখাতে পারব। আমার জন্যে তোমাকে বাড়ি ছেড়ে যেতে হবে না।

যতীন। তা আর পারবে না? আমার মুখে ভাল ক'রে চুনকালি না মাখিয়ে তো তোমার শান্তি নেই, তাই কর।

গৌরী। তোমার মুখে আমি চুনকালি দেব? এত বড় কথা তুমি বলতে পারলে?

যতীন। আমায় বলতে হবে কেন? বস্তিসুদ্ধু আর পাঁচজনই বলাবলি করছে। রোজ দুপুরে তুমি কোথায় যাও শুনি? কে তোমার এমন পরমাত্মীয় যেখানে তোমার রোজই না গেলে চ'লে না?

গৌরী। আমি? আমি আবার কোথায় যাব?

যতীন। এক গাদা লোকের সামনে বড় গলায় নন্দ যা ব'লে গেল, তার পরও কি আমার মান-মর্যাদার কিছু বাকি আছে? তোমার আর কী? তোমাকে তো আর সে সব নোংরা কথা শুনতে হয় নি!

গৌরী। উঃ, থাম থাম। আর যাই কর, আমার নামে মিথ্যে অপবাদ দিও না।

যতীন। আর ন্যাকামি করতে হবে না। নিজে তো যা খুশি ক'রে বেড়াবেই, তার ওপর আবার একটা পরের ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে তারও সর্বনাশ করছ!

গৌরী। জানি না, কে তোমাকে কি বলেছে! সকালে তুমিই তো আমাকে যেতে বললে।

যতীন। হ্যাঁ, বলেছিলাম—তোমার বোনের বাড়ি বাগবাজারে যেতে, হাতীবাগানে যেতে বলি নি।

গৌরী। ওঃ, এরই জন্তে এত? কেন গিয়েছিলাম শুনবে? এই ভাখ কেন গিয়েছিলাম?

[নতুন গেঞ্জি ছুঁড়িয়া দিল]

যতীন। খুব হয়েছে। ও সব ক'রে লোকের মুখ বন্ধ করা যায় না।

গৌরী। লোকের মুখ কি ক'রে বন্ধ করা যায়, সে আমি জানি। তুমি যদি চাও, বল, কার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে? যা সত্যি নয়, তার জন্তে আমি সব করতে পারি।

যতীন। মেজাজ দেখিয়ে জেতা যায় না। পাঁচজনে তোমার নামে মিথ্যে কথা ব'লে গেল—না?

গৌরী। তুমি কেন লোকের নোংরা কথার জবাব দাও না? আমার ওপর কি তোমার এতটুকুও ভরসা নেই? যে যা বলবে তাই তোমার কাছে সত্যি হবে। আমার কথার এক বিন্দু দামও কি তুমি দিতে চাও না? আমার একটা কথার জবাব দেবে? আর যে যাই বলুক, তুমিও কি তাদের কথাই বিশ্বাস কর?

যতীন। থাক্ থাক্, ও সব কথা থাক্। যাও এখান থেকে।

গৌরী। না, না, বল, তুমি নিজেই বল, বিশ্বাস কর কি না?

যতীন। তা জেনে লাভ কি তোমার?

গৌরী। লাভ ক্ষতি যাই হ'ক তবু তোমার মুখ থেকেই শুনতে চাই।

যতীন। আঃ, বিরক্ত ক'রো না।

গৌরী। আমি কোন কথা শুনব না। শুধু তুমি একবার বল; বল— বল—তুমি আমাকে কী ভাবো?

যতীন। আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দেবে, না কি?

গৌরী। শান্তি কি তুমি চাও? শুধু মুখেই বলো—শান্তি শান্তি। সংসারে অশান্তিটা কোথায় বলবে?

যতীন। অশান্তি নয়? এই সব ঝামেলা, এ আর আমার সহ্য হয় না।—যাও—

গৌরী। না, যাব না। আমার কথার জবাব না নিয়ে যাব না।

যতীন। অসহ্য। তুমি যাবে, না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেবল ফ্যাচ ফ্যাচ করবে? তোমার সঙ্গে আমার যা সম্পর্ক সেই টাকা-পয়সা, জামা-কাপড়, সে তো আমি নিয়েই এসেছি—নাও, এগুলো নিয়ে আমাকে রেহাই দাও।

গৌরী। তোমার সঙ্গে আমার শুধু এইই সম্পর্ক? আর কত ভাবে আমাকে অপমান করবে?

[গৌরী কাঁদিয়া ফেলিল]

যতীন। তোমাকে মান অপমান কোনো কিছুই করতে চাই নে। যার জন্যে এত ভণিতা সেগুলো নিয়ে যাও।

গৌরী। না।

যতীন। না কেন? পরের বউয়ের কাপড় প'রে আর কদ্দিন চালাবে? সেজেগুজে বাইরে যেতে হবে না? তখন তো এগুলো লাগবে। নিয়ে যাও, তারপর তোমার যা ইচ্ছে তাই করোগে।

গৌরী। না, দরকার নেই আমার।

[গৌরী যাইতে উদ্যত হইল]

যতীন। বেশ, নিও না। ঘরের বউই অবাধ্য হয়, কী হবে আমার ঘর-সংসার ক'রে? তোমার সংসার তুমিই ক'রো। আমাকে আর এর ভেতর টেনে এনো না। এ সংসারের মুখে আগুন দিয়েই তবে আমি যাব।

[·যতীন ঘরের জিনিসপত্র তছনছ করিতে লাগিল। সেই শব্দে গৌরী ফিরিল]

গৌরী। করছ কি? করছ কি?

যতীন। আমার জিনিস, আমি যা খুশি তাই করব। তোমার তাতে কি? তুমি তো আর আমার পরোয়া ক'রে চল না!

[·যতীন এইবার নতুন জামা-কাপড়গুলি ছিঁড়িতে লাগিল। গৌরী ছুটিয়া আসিয়া যতীনকে ধরিল!

গৌরী। না, না, তাই ব'লে পয়সার জিনিস তুমি নষ্ট করবে? ছাড়ো, এগুলো আমি নিয়েই যাচ্ছি। ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও।

যতীন। পয়সার জিনিস! আমার হাড়ভাঙা খাটুনির পয়সার ওপর তোমার দরদ কত! যাও, স'রে যাও।

গৌরী। তোমার পায়ে পড়ি। আমাকে তোমার যা খুশি তাই বল, কিন্তু আমার ওপর রাগ ক'রে সংসারে সর্বনাশ ডেকে এনো না।

যতীন। রাগ আমার কারুর ওপরই নেই, রাগ আমার নিজের পোড়াকপালের ওপর। কারখানার মজুর হ'য়ে সংসার করতে যাওয়াই আমার ভুল। সেই ভুলের মাসুল ষোল আনা বুঝিয়ে দিতে হবে তো? সরো, তাই দিয়ে যাই।

[গৌরী সর্বশক্তি দিয়া প্রতিরোধের শেষ চেষ্টা করিল]

গৌরী। না, না—এ তুমি কিছুতেই করতে পারবে না। কিছুতেই না। ছেড়ে দাও—

যতীন। আঃ, আমাকে বাধা দিতে এসো না।

[যতীনের ধাক্কায় গৌরী মাটিতে ছিটকাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। যতীন পাগলের মত যাহা কিছু ছিল ছিঁড়িতে লাগিল]

[ফটিক প্রবেশ করিল]

ফটিক। মা, মা! (গৌরীর কাছে গেল) বাবা, বাবা, বাবা—(ফটিক আগাইয়া গেল)।

গৌরী। ফটিক! ফটিক! যাস নে, ওঁর কাছে যাস নে।

ফটিক। বাবা, আমার জামা—(একটু আগাইল) আমার জামা তুমি ছিঁড়ে ফেলো না। বাবা, বাবা!

গৌরী। ফটিক!

ফটিক। বাবা, আমার জামা, আমার জামা তুমি ছিঁড়ে দিও না, বাবা।

[ফটিক যতীনের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল]

বাবা, বাবা গো, আমার জামা দিয়ে দাও। বাবা, বাবা—

[ক্রমে যতীনের জ্ঞান ফিরিয়া আসিল]

যতীন। তোর জামা? না না, তোর জামা আমি ছিঁড়ব কেন? এই নে, এই নে—

[ফটিক নিজের জামা নিল, মাটিতে বিক্ষিপ্ত দ্রব্যগুলি কুড়াইতে লাগিল]

ফটিক। তুমি মায়ের শাড়ি কেন ছিঁড়ে দিলে, বাবা?

যতীন। কাল আবার এনে দেব।

[ফটিক নতুন গেঞ্জি কুড়াইয়া পাইল]

ফটিক। বাবা, তুমি তোমার গেঞ্জিও কিনে এনেছ?

[গেঞ্জি নিয়ে ফটিক যতীনের কাছে গেল। যতীনের চোখ ছলছল করিতে লাগিল। মনে পড়িল গৌরীর কথা। যতীনের মন অনুশোচনায় সিক্ত হইল। ধীরে ধীরে গৌরীর কাছে গেল]

যতীন। গৌরী, গৌরী! রাগের মাথায় এ আমি কি করলাম, গৌরী? এ আমি কি করলাম!

[গৌরী যতীনের বুকে ভাঙিয়া পড়িল]

গৌরী, গৌরী—

গৌরী। বল, তুমি আমাকে ভুল বোঝ নি তো?

যতীন। না, গৌরী না।

[যতীন আবেগে গৌরীর মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল]

যবনিকা

সম্রাজ্ঞী

গোপিকানাথ রায় চৌধুরী

চরিত্র-পরিচিতি

ভবতোষ	...	বিকলাঙ্গ দরিদ্র ব্যক্তি
জয়া	...	ভবতোষের স্ত্রী
উমা	...	জয়ার ছোট বোন
ভজন	...	ভবতোষের বৃদ্ধ ভৃত্য
শিবানী	...	জয়ার ছোটবেলার বান্ধবী
সুবীর	...	শিবানীর স্বামী

স্থান : কলকাতা শহরের একটি গলিতে ভবতোষের ঘর।

সময় : সন্ধ্যার একটু আগে।

সম্রাজ্ঞী

॥ দৃশ্যপট ॥

[কলকাতা শহরের এক প্রান্তে এক গলির মধ্যে ভবতোষের ঘর। ঘরটি অতি জীর্ণ, চারদিকে দারিদ্র্যের চিহ্ন অত্যন্ত প্রকট। আসবাবের মধ্যে একখানা পুরনো ছোট তক্তাপোশ ও কয়েকটা রং-চটা মরচে-পড়া বাক্স-তোরঙ্গ। এক কোণে দড়িতে কয়েকটা ছেঁড়া আধময়লা ধুতি-শাড়ি ঝুলছে।

ঘরের ডান দিকে (দর্শকের চোখ থেকে) সদর দরজা। দরজাটা খোলা থাকলে পাশের গলিপথ ও গ্যাসপোস্টের আবছা আভাস চোখে পড়ে। বাঁ দিকে ভিতরের দরজা। ঘরে জানলা একটি। জানলার ওপাশে আর একখানা ঘর। সেটি অন্ধকারে অদৃশ্য।

নাটক যখন আরম্ভ হচ্ছে, তখন বিকেল প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। পর্দা ওঠার আগেই প্রেক্ষাগৃহের সমস্ত আলো নিবে যাবে। কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধতার পর ধীরে ধীরে এক নেপথ্য নারীকণ্ঠে (জয়া) ঘুমপাড়ানী গান শোনা যাবে।

নেপথ্যে। 'খোকা ঘুমালো,
পাড়া জুড়লো,
বর্গী এলো দেশে'…ইত্যাদি।

গান শেষ হতেই সেই নারীকণ্ঠের (জয়ার) কথা শোনা গেল, পর্দার আড়াল থেকে]

নেপথ্যে। নাঃ, তুই ভারী দুষ্টু হয়েছিস্, তোকে নিয়ে আর পারি নে বাপু। · আঃ, ছাড়্, ছাড়্, লাগে—। আচ্ছা, আচ্ছা, আর কিচ্ছু

বলব না। বলছি তো, মাসী এখ্খুনি আসবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সুন্দর রাঙা টুকটুকে পুতুল আনবে। এই তো—লক্ষ্মী ছেলে, সোনা ছেলে—এখন ঘুমোও দিকি। কাল দেখো, রণ্টু, মিলি, ভজন, তুমি, আমি—সব্বাই মিলে এক জায়গায় বেড়াতে যাব। কেমন ?

নেপথ্যে। (আবার, গুনগুন স্বরে গান) : খোকা ঘুমালো · কিসে।

[জয়ার নেপথ্য উক্তির কিছুটা শুরু হ'তেই ধীরে ধীরে পর্দা সরে যাবে। ঘর একেবারে ফাঁকা। ঘরে শেষ-বিকেলের অনুজ্জ্বল আলো। পর্দা ওঠার কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই শিবানী ও ভজনের প্রবেশ। শিবানীর হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ। ভজনেব হাতে ছোট একটি কাগজের ঠোঙা]

শিবানী। (ভজনকে) এ আর এমন কি দূর ? তুমি যে বললে—অনেকটা রাস্তা, অনেক ঘুরে আসতে হবে। কই, এ তো দেখছি সোজা রাস্তা, ঘোব-প্যাঁচের বালাইও নেই। কি গো ভজন ?

ভজন। হেঁ-হেঁ হেঁ, ওই হ'ল গিয়ে আর কি বানীদিদি।

শিবানী। ভাগ্যিস, তবু তোমার সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়ে গেল। নইলে আমি তো তোমাদের ঠিকানাই জানতাম না। জয়ার সঙ্গে দেখা না ক'রেই হয়তো কানপুরে ফিরে যেতে হ'ত।

ভজন। (হাতের ঠোঙাটা ঘরের এক কোণে রেখে) তোমরা বুঝি কানপুরে থাক বানীদিদি ? সেটা আবার কোথায় গো ?

শিবানী। সে অ—নেক দূর ! সেই জন্তেই তো আর এ দিকে আসা-টাসা হয়ে ওঠে না। · উঃ, কতদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হ'ল বল তো ? সেই যে, মনে আছে মনোহরপুকুরে থাকতে জয়ার

'মামাবাড়িতে কত যেতাম।...যাই বল, তুমি তখন কিন্তু এত বুড়ো ছিলে না।

ভজন। তুমিও তো বাপু তখন এত বড়টি ছিলে না, এত সোন্দরও ছিলে না বাপু, যাই বল। সাধে কি পেরথমটা তোমারে চিনতে পারি নি! আমার এখনও এতটা দিষ্টি বিভ্‌ভ্রম হয় নি গো, হেঁ-হেঁ-হঁ।...তা ব'স না গো বানীদিদি, দাঁড়ায়ে থাকলে ক্যানো?

শিবানী। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বসছি। কিন্তু জয়া কোথায়? তাকে দেখছি নে যে? · (হঠাৎ কান পেতে কী যেন শুনলে)...গান গাইছে কে?

[শিবানী ও ভজনের প্রবেশের একটু পরেই গান থেমে গিয়েছিল। আবার ক্ষীণস্বরে গান শোনা যাচ্ছে]

ভজন। (ইতস্ততঃ ক'রে) ওই তো গো,—জয়াদিদি।

শিবানী। (বিস্মিত হ'য়ে) সে কি, এই ভর সন্ধ্যেবেলা ছেলেপুলেদের ঘুম পাড়াচ্ছে কেন? কি, কারও অসুখ-বিসুখ হয় নি তো?

ভজন। না, না, মানে—হেঁ হেঁ, অসুখ-বিসুখ কারও নয়। তবে—

শিবানী। তবে কী?

ভজন। না, না—হেঁ-হেঁ, কিছু না, কিছু না। আচ্ছা, তুমি একটু ব'স, আমি জয়াদিদিকে ডেকে দিচ্ছি।

শিবানী। তোমাকে আর ডাকতে হবে না। চল দিকি আমিই যাচ্ছি।

ভজন। না, না, তোমাকে যেতে হবে নি, তুমি বসো দিকি। আর হ্যাঁ, শোন দিদিমণি, জয়াদিদির ক'দিন ধ'রে দেখছি, মন মেজাজ তেমন ভালো নেই। তাই যদি কিনা, কোনরকম ইয়ে—মানে, রেগে চ'টে কথা বলে—

শিবানী। সে কি, রাগবে কেন?

ভজন। না, না, রাগ ঠিক নয়। তবে কিনা—

[হঠাৎ জয়ার প্রবেশ। বয়স—চব্বিশ-পঁচিশ। জামাকাপড়ে দারিদ্র্যের চিহ্ন সুস্পষ্ট। জয়ার হাতে টুকরো কাগজ-ভর্তি একটা মুখ-ছেঁড়া খাম]

জয়া। (ঘরে ঢুকতে ঢুকতে) কে কথা বলছে রে ভজন? উমা বুঝি? পুতুল এনেছে? (হঠাৎ শিবানীকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইল। তার পর অস্ফুটস্বরে বললে) কে?

শিবানী। (জয়ার কাছে এগিয়ে এসে) চিনতে পারছিস্ নে জয়া? আমি শিবানী, তোর বানী! · কি রে, এখনও মনে পড়ছে না?

ভজন। হ-হ, সেই বানীদিদি গো। তোমার বন্ধু। দু'জনার সেই কত সব নাম ছিল গো—বকুলফুল, জুঁইফুল, গোলাপফুল—আঁ।

জয়া। (হঠাৎ চিনতে পেরে) বা—নী! (শিবানীকে জড়িয়ে ধ'রে) ···উঃ, কতদিন পরে এলি বল্ তো?

শিবানী। তা, অনেক দিনই না হয় হ'ল। না হয় দু'জনের দেখাশোনা খোঁজখবরই নেই। তাই ব'লে তুই আমাকে চিনতেই পারবি নে। (কৃত্রিম অভিমানের সুরে) নাঃ, আমি কিন্তু তোর ওপর ভীষণ রাগ করেছি জয়া।···সত্যি, কতকাল দেখা হয় না বলতো? আমি তো ভয়ে ভয়ে আসছিলাম—কি জানি তুই আমাকে চিনতেই পারবি কিনা! যা ভেবেছি, ঠিক তাই।···তা এতক্ষণ ওঘরে কী করছিলি রে?

জয়া। (অন্যমনস্কভাবে) অ্যাঁ—!

ভজন। (শিবানীকে) তা, তোমরা দাঁড়ায়ে থাকলে কেন গো, বসো না! হাঁপায়ে ঝাঁপায়ে এলে—দু'দণ্ড বসো, জিরোও। তারপর···(তক্তাপোশটা দেখিয়ে) হ্যাঁ, বসো দিকি এখেনে আগে।

জয়া। ভজন, যা তো, বানীর জন্যে টাকা দুয়েকের খাবার নিয়ে আয় চট্ ক'রে। ওঘরে টেবিলের ওপর টাকা আছে।

শিবানী। কী বলছিস্—তুই জয়া? দু' টাকার খাবার আমি খাব? কেন, আমি কি রাক্কোস? না, না, তোমাকে কিচ্ছু আনতে হবে না, ভজন। (জয়াকে) এভাবে তোকে বাজে পয়সা নষ্ট করতে···

জয়া। (ভজনকে) এখনও দাঁড়িয়ে আছিস্? যা—

ভজন। যাচ্ছি গো, যাচ্ছি—

[ভজনের প্রস্থান]

শিবানী। এটা কি করলি বল্ তো?

জয়া। কোন্‌টা?

শিবানী। এইভাবে বাজে পয়সা নষ্ট করা! ছি-ছি—

জয়া। (মৃদু হেসে) পয়সা নষ্ট? না রে না, আমার এখন অনেক পয়সা হয়েছে রে! কিচ্ছু ভাবতে হবে না তোকে—আমাদের এখন অনেক পয়সা।

শিবানী। তা হ'লে অনেক জমিয়ে ফেলেছিস নিশ্চয়ই। যাকৃগে, ওঘরে ব'সে এতক্ষণ কী করছিলি? ছেলেপুলেদের কারও অসুখ-বিসুখ হয়েছে নাকি?

জয়া। (হঠাৎ চম্‌কে উঠে) সে কি? কেন?

শিবানী। না, না, এমনি জিজ্ঞেস করছি। কাকে যেন ঘুম পাড়াচ্ছিলি, তাই মনে হ'ল। নইলে এই ভর সন্ধ্যেবেলা ছেলেপিলে কি ঘুমোতে চায়? যা সব দুষ্টু ছেলে—

জয়া। উঃ, দুষ্টু ব'লে দুষ্টু! এক একটা ক্ষুদে শয়তান। খালি দুষ্টুমি আর দুষ্টুমি। তাই আমি সন্ধ্যে না হতেই সব ঘুম পাড়িয়ে রেখে দিই। তাও কি ছাই ঘুমোতে চায়? গান গেয়ে আর গল্প ব'লে

মুখ ব্যথা হয়ে যায়, তবু শয়তানগুলোর দু' চোখের পাতা এক হ'তে চায় না—উঃ!

শিবানী। (সম্মতি জানিয়ে) তাই তো। ক'টি ছেলেমেয়ে তোর?

জয়া। দুই ছেলে, এক মেয়ে।

শিবানী। অ্যাঁ, বলিস্ কি রে? তুই তো তা হ'লে দেখছি, পুরোদস্তুর গিন্নীবান্নী হয়ে উঠেছিস্! রীতিমত বিরাট এক সংসার জাঁকিয়ে বসেছিস্, বল্? (জয়ার হাতের খামটি দেখিয়ে) ওটা কি রে? অত যত্ন ক'রে…প্রেমপত্তর নাকি?

জয়া। কী ক'রে বুঝলি, বল্ তো?

শিবানী। সে কি রে? সত্যি সত্যি নাকি? বলিস্ কি, এখনও তোর প্রেমপত্তর লেখার বাতিক আছে জয়া? সে ভাগ্যবান্টি কে, শুনি?

জয়া। আমাব স্বামী।

শিবানী। ও, তাই বল্। তা হঠাৎ এই সন্ধ্যেবেলা ব'সে ব'সে বাসী চিঠি পড়ার শখ হ'ল কেন রে? ভবতোষবাবু কলকাতায় নেই বুঝি? না, ঠাট্টা নয় জয়া। হ্যাঁ রে, ভবতোষবাবু কখন ফিরবেন? অতবড ভাগ্যবান্ লোকটিকে না দেখে আজ উঠছি নে।

জয়া। কে? কার কথা বলছিস্?

শিবানী। আহা, গ্যাকা মেয়ে। বুঝতে পারছ না। তোমার স্বামী।

জয়া। ও, তাই বল্! কিন্তু আজ তো দেখা হবে না বানী। ক—তো দিন হ'ল, কী কাজে যেন কলকাতার বাইরে গেছেন।…তা তিনি আবার ভবতোষবাবু হলেন কবে? তোর কিচ্ছু মনে নেই, সব ভুলে গেছিস্!

শিবানী। কী বলছিস্ তুই জয়া? তোর স্বামীর নাম ভবতোষবাবু নয়?—কী জানি। আমিই বোধ হয় ভুল শুনেছি। তবু ভাগ্যিস,

নামের ওপর দিয়েই ফাঁড়া কেটে গেল! মানুষটি যে পালটে যায় নি এই রক্ষে! তা অত চিঠি জমলো কি ক'রে? দু'ঘরে ব'সে দু'জনে চিঠি লিখিস্ নাকি?

জয়া। তুই যেমন পাগল!···মাঝে মাস দুয়েকের জন্যে উনি ধানবাদের কাছে একটা হাসপাতালে চাকরি নিয়েছিলেন যে।

শিবানী। হাসপাতালে? কলকাতার অফিস ছেড়ে হঠাৎ মফস্বল হাসপাতালে কী চাকরি আবার?

জয়া। কিসের আবার? ডাক্তার মানুষ হাসপাতালে কি চাকরি করতে যায় শুনি? কেরানীগিরি, না, ক্যাশিয়ারি?

শিবানী। (অবাক্ হ'য়ে) তোর স্বামী ডাক্তার?

জয়া। কেন, তোর কর্তাটিও কি—

শিবানী। হ্যাঁ, উনিও যে ডাক্তার। আশ্চর্য। অথচ আমি শুনেছিলাম—

জয়া। কী শুনেছিলি?

শিবানী। না, কিচ্ছু না। তা, ডাক্তারবাবুটি তোকে ভীষণ ভালোবাসেন বল্?

জয়া। (উজ্জ্বল মুখে) কী মনে হয়? কেমন ক'রে বুঝলি, বানী?

শিবানী। উঁহু, বলব না।

জয়া। তোকে বলতেই হবে।

শিবানী। বাঃ রে, একই পথের পথিক যে! বোকা কোথাকার, তুই কিচ্ছু বুঝিস নে!

জয়া। সত্যি—আর, তোর এই ডাক্তারবাবুটির কথা শুনবি? সত্যি বলছি বানী—একেবারে ছেলেমানুষ! বদ্ধ পাগল! এক এক সময় এত ছেলেমানুষি করেন, ছি-ছি! সেবার কলকাতা থেকে গিয়েই কী যে হ'ল, হঠাৎ চিঠি লিখলেন, আজই এখানে চ'লে

এস, যেমন ক'রেই হোক। এই ছাখ্ না,—এই যে, এই চিঠিটা। এমন সব মজার মজার কথা লেখেন ভাবতেও···

[হঠাৎ বাইরে থেকে উমার প্রবেশ। উমার বয়স বছর বারো-তেরো। হাতে খাতা, বই ও একটা পুতুলের বাক্স]

উমা। মেজদি!

জয়া। পুতুল এনেছিস উমা?

উমা। হ্যাঁ, এই যে!

[পুতুলের বাক্স জয়ার হাতে দিল]

শিবানী। (উমার দিকে চেয়ে) উমা না? উঃ, কত বড হ'য়ে গেছে! · আমাকে চিনতে পার উমা?

উমা। (মুহূর্তকাল শিবানীকে দেখে) শিবানীদি।

শিবানী। (হাসিমুখে) হ্যাঁ! ও কি, মাসির প্রেজেন্টেশন বুঝি?

জয়া। (পুতুলের বাক্স খুলে, পুতুলটা দেখতে দেখতে) একটা? তিনটে আনতে বললুম—আর সব কী হ'ল?

উমা। আরগুলো পাওয়া গেল না। (শিবানীর দিকে চেয়ে) আচ্ছা, আপনারা বাংলার বাইরে কোথায় না থাকেন, শিবানীদি?

[হাতের খাতা ও বই তক্তাপোশের ওপর রেখে দিল]

শিবানী। কানপুরে। ভাগ্যিস তোমার জামাইবাবুর একটা কাজ পড়েছিল, তাই দিন কয়েকের জন্যে কলকাতায় আসতে পেয়েছি। আবার শীগ্গিরই চ'লে যাব। তোমাদের কারও সঙ্গে দেখা হবে ভাবতেই পারি নি।

উমা। কেন?

শিবানী। কেন আবার? জয়ার এ বাসার ঠিকানা জানতাম নাকি? আজ এ পাড়ায় এসেছিলাম, আমার মাসীমার বাড়িতে, হঠাৎ পথে ভজনের সঙ্গে দেখা।

[উমা ঘরে ঢুকে প্রথমে দড়ির ওপর ঝুলিয়ে রাখা জামা-কাপড়গুলো পাট ক'রে গুছিয়ে রাখল। তারপর জয়ার পিছনে দাঁড়িয়ে তার চুল বাঁধতে শুরু করল। জয়া তখন একমনে হাতের পুতুলটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে]

উমা। উঃ। কতদিন পরে আপনাকে দেখছি শিবানীদি। আপনার বিয়ের কথা কিন্তু আমার এখনও মনে আছে। আমি তো তখন একেবারে ছেলেমানুষ। বিয়ের দিন বিকেলবেলা কী মনে করে চুপি চুপি বিয়ে-বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিলাম, তারপর পথ হারিয়ে সে কি অবস্থা। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত এক মুসলমান ফলওয়ালা তো আমায় আপনাদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গেল। ওদিকে সানাই বাজছে, হৈ-চৈ। তার ভেতর আমি গিয়ে দাঁড়াতেই মা, বড়দি আর মেজদির সে কী বকুনি—উঃ।

শিবানী। তারপর?

উমা। তারপর আর কী? চোখের জল মুছতে মুছতেই গিয়ে ব'সে পড়লুম লুচি আর পটলভাজার সামনে।

শিবানী। বাঃ, বেশ তো। (জয়াকে) কি রে, কী ভাবছিস অত? এমন মজার গল্পটা শুনলি নে?

জয়া। (একটু অন্যমনস্কভাবে) হ্যাঁ, শুনেছি তো। (পুতুলটা দেখিয়ে) বেশ সুন্দর দেখতে পুতুলটা—তাই না? মিলিকে দিলে ভারি খুশী হবে।—আর জুটো আনলে ঠিক হতো।

উমা। (শিবানীকে) আচ্ছা শিবানীদি, আপনি তো বিয়ের পর থেকেই কানপুরে আছেন, তাই না?

শিবানী। হ্যাঁ ভাই, সেই যে গেছি, তারপর আর এই ছ'বছরের ভেতর কলকাতার মাটিতে পা দিই নি। (জয়াকে) আমার ভীষণ ইচ্ছে ছিল তোব বিয়েতে আসি। কত ক'রে বললাম, অন্তত দিন দুয়েকের জন্যেও চল। তবু হ'ল না। হসপিট্যাল থেকে কিছুতেই ছুটি দিলে না। কী আর করি? বিয়ের দিন সন্ধ্যেবেলা ওখানে ব'সে ব'সেই ভাবতে লাগলাম—এই বর এলো এতক্ষণে··· এই বোধ হয় শুভদৃষ্টি হচ্ছে··· এই বোধ হয় তোরা বাসরে যাচ্ছিস্—

[দূরে পাশের কোন বাড়ি থেকে শাঁখের শব্দ শোনা গেল]

উমা। ওঃ, সন্ধ্যে হয়ে গেছে! আমি চলি শিবানীদি। মেজদি, যাচ্ছি।—

শিবানী। এত তাড়াতাড়ি চ'লে যাবে?

জয়া। না, না—রাত হয়ে যাবে, চলে যাক্।

শিবানী। একা যেতে পারবে তো, উমা?

উমা। হ্যাঁ। প্রায়ই তো যাই। কোনদিন বেশী দেরি হয়ে গেলে ভজন গিয়ে মনোহরপুকুরেব মোড অব্দি এগিয়ে দিয়ে আসে।

শিবানী। আচ্ছা, তা হ'লে এসো ভাই।

উমা। (যেতে যেতে থেমে গিয়ে) শিবানীদি।

শিবানী। কী হ'ল আবার?

উমা। না, থাক্। এতদিন পরে আপনার সঙ্গে দেখা—এখ্খুনি চ'লে যেতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু আপনার তো বোধ হয় অনেক দেরি হবে, তাই না?

শিবানী। তা একটু হবে বৈকি! কতদিন পরে জয়ার সঙ্গে দেখা হ'ল—

উমা। তাই তো বলছি। আচ্ছা, আমি তা হ'লে যাচ্ছি।

[উমার প্রস্থান। বইখাতা তক্তাপোশের ওপর প'ড়ে রইল]

শিবানী। (জয়াকে) ভারি মিষ্টি স্বভাব হয়েছে তো উমার! কিন্তু তুই ওর সামনে অমন চুপ ক'রে বসে ছিলি কেন বল্ তো?

[শিবানীর কথা শেষ না হ'তেই নেপথ্যে শিশুকণ্ঠের কান্না শোনা গেল]

জয়া। (প্রায় চমকে উঠে, উদবিগ্ন স্বরে) রণ্টু!—কী হ'ল আবার! কাঁদছে কেন?

[জয়ার দ্রুত ভিতরের দিকে প্রস্থান। কয়েক সেকেণ্ড বাদে শিবানীও জয়াকে অনুসরণ করল]

[মঞ্চ কয়েক মুহূর্তের জন্য ফাঁকা। বাইরে থেকে উমা আবার এসে ঘরে ঢুকল এবং বইখাতাগুলো তক্তাপোশ থেকে তুলে নিল। তারপর কাউকে এ ঘরে দেখতে না পেয়ে, ভিতরের দরজার দিকে এগিয়ে গেল। এমন সময় হঠাৎ শিবানী দ্রুতপায়ে এসে ঢুকল এ ঘরে]

উমা। (উদ্‌বিগ্ন স্বরে) কী হয়েছে শিবানীদি? মেজদি কোথায়?·· আপনি ওঘরে গিয়েছিলেন?

শিবানী। হ্যাঁ।·· জয়ার কী হয়েছে উমা? বল, চুপ ক'রে রইলে কেন?—সব তা হ'লে ভুল?—তুই ছেলে, এক মেয়ে—। কবে থেকে ওর এমন হয়েছে উমা?

উমা। আগে একবার হয়েছিল—বছর দেড়েক আগে। মাঝে কিছুদিন ভালোই ছিল। হঠাৎ দিন কয়েক হ'ল আবার···। শিবানীদি মেজদির মাথার ঠিক নেই। (কান্নায় গলা রুদ্ধ হয়ে এল)

শিবানী। কী বলছ তুমি উমা?—কাউকে দেখানো হয়েছে?

উমা। না।

শিবানী। সে কী!—কিন্তু হঠাৎ এমন হবেই বা কেন?

উমা। ওসব আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না—আমি কিচ্ছু জানি নে।··· আপনি তো সব দেখলেন শিবানীদি, মেজদিকে কোনরকমে ভালো ক'রে তোলা যায় না?

শিবানী। (অন্যমনস্ক ছিল যেন) অ্যাঁ! আচ্ছা উমা, তোমার জামাইবাবুর নামটা কি যেন?

উমা। শ্রীভবতোষ সান্যাল। কেন বলুন তো?

শিবানী। না, এমনি। ভুলে গিয়েছিলাম কিনা। উমা, কাছে কোথাও ফোন আছে বলতে পার?

উমা। পাশের বাড়িতেই আছে। আমাকে ওঁরা চেনেন।

শিবানী। ডক্টর মুখার্জী—মানে, তোমার আরেক জামাইবাবুকে একবার ফোন করতে চাই। তাঁর এখ্‌খুনি একবার এখেনে আসা দরকার। চল তো—

উমা। আপনি ফোন-নম্বরটা দিন—আমিই যাচ্ছি।

শিবানী। তুমি পারবে?

উমা। কী বলতে হবে বলুন?—

শিবানী। হ্যাঁ, বলছি। কিন্তু—

উমা। আপনি ভাববেন না শিবানীদি, আমি পারব। বরঞ্চ আপনি হঠাৎ বেরিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এলে মেজদি হয়তো—

শিবানী। হ্যাঁ, তাও বটে। আচ্ছা, তুমিই যাও।

[উমার হাত থেকে খাতাটা টেনে নিল শিবানী। তারপর নিজে ব্যাগ থেকে পেন বার ক'রে খাতার ওপর নাম ও ফোন-নম্বর লিখল। তারপর উমাকে সেটা দেখিয়ে—]

শিবানী। এটা একটা ওষুধের দোকান। উনি এখন এখানেই আছেন। শোন, যত ব্যস্তই থাকুন, ওঁকে এখ্খুনি এই বাসার ঠিকানায় চ'লে আসতে বলবে। ব'লো, আমি ডেকেছি। বিশেষ দরকার।...হ্যাঁ, আর শোন, কেন কী জন্যে ডেকেছি—কোন কথা বলবার দরকার নেই। তা হ'লে আর দেরি ক'রো না—

উমা। (খাতাটা হাতে নিয়ে, লেখাটা পড়তে পড়তে) স্থ-বী-র মুখার্জী। নামটা—

শিবানী। চেনা মনে হচ্ছে? কলকাতা শহরটা তো আর একটুখানি জায়গা নয়—খুঁজলে একই নামে কত লোক পাওয়া যাবে। সে যাই হোক, তুমি আর দেরি ক'রো না উমা।

উমা। মেজদি সত্যিই ভালো হয়ে যাবে, শিবানীদি?

শিবানী। হবে বৈকি, নিশ্চয়ই হবে।—হ্যাঁ, আর শোন—

[ব্যাগ থেকে টাকা বার করল]

গলির মুখের স্টেশনারী দোকান থেকে আর দুটো পুতুল নিয়ে এসো, কেমন?

উমা। কোনো দরকার নেই, শিবানীদি। যত পুতুলই আসুক, মেজদি আরও আনতে বলবেই।

শিবানী। তা হোক, তবু তুমি নিয়ে এস।

[শিবানী উমার হাতে টাকা গুঁজে দিল। ঠিক পর-মুহূর্তে জয়ার প্রবেশ]

জয়া। উমা, এখনও যাস নি?

উমা। এই যে যাচ্ছি, মেজদি। (বই খাতা দেখিয়ে) এই দুটো ফেলে গিয়েছিলাম কিনা।

শিবানী। (জয়ার অলক্ষ্যে উমাকে ইশারা ক'রে) হ্যাঁ, আর দেরি ক'রো না উমা। রাত হ'য়ে যাচ্ছে। হয়তো সবাই চিন্তা করবে।

[উমার প্রস্থান]

[শিবানী আর জয়া তক্তাপোশে এসে বসল]

জয়া। এমন অবাধ্য মেয়ে! রোজ ওর আসা চাই। আমি যেন অসুখ হয়ে প'ড়ে আছি. তাই মেজদিকে না দেখলেই নয়। কি মুশকিল বল্ তো?

শিবানী। তোকে বড্ড ভালবাসে কিনা!

জয়া। হ্যাঁ, আর আমার হয়েছে জ্বালা!

শিবানী। তা হোক। হ্যাঁ রে জয়া, অনেকদিন তো কলকাতায় আছিস। কিছুদিন বাইরে কোথাও ঘুরে আয় না!

জয়া। তবেই হয়েছে! বাইরে কি বলছিস? ঘরেই কি দুদণ্ড নিশ্চিন্তে বসতে পারি?

শিবানী। কেন?

জয়া। এই হ্যাখ্ না, একটু বাদেই মিলিটা ঘুম থেকে উঠে বায়না শুরু করল ব'লে।···আবার দুধ গরম করো, ভুলিয়ে ভালিয়ে কোন রকমে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দাও, তবে নিশ্চিন্ত! ওঁর আদর পেয়ে পেয়ে ওদের বায়নার যেন আর শেষ নেই। আর যখন যা ধরবে, তখ্খুনি তা হওয়া চাই। নইলে আর রক্ষে নেই, চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করবে। এমন সব দুষ্টু হয়েছে।···এই হ্যাখ্ না, একটু আগেই কান্নার শব্দ আসতেই ওঘরে ছুটেছি। ঠিক যেন মনে হ'ল, রণ্টুটা কাঁদছে!···কিন্তু গিয়ে কী দেখলুম জানিস?

শিবানী। কী?

জয়া। স—ব ঘুমোচ্ছে। কারুর সাড়াও নেই, শব্দও নেই। আর কী সুন্দর যে দেখাচ্ছে ওদের, কী বলব! (বলতে বলতে জয়ার চোখ দুটো স্বপ্নাতুর হয়ে এল যেন) চাঁদের আলো এসে লুটিয়ে পড়েছে একরাশ ফুলের মত। রণ্টু আর মিলি ঘুমের ভেতর থেকে-থেকে হেসে উঠছে, আবার মাঝে মাঝে ঠোঁট ফুলিয়ে ঠিক যেন কান্নার ভাব করছে। স্বপ্ন!…ছোটরা এতও স্বপ্ন দেখতে পারে! কী সুন্দর যে দেখাচ্ছিল বানী! আমি তন্ময় হয়ে ব'সে ব'সে তাই দেখছিলুম। ইচ্ছে হ'ল তোকে ডেকে দেখাই।…(হঠাৎ যেন চমক ভেঙে) তাই তো, তুই এখানে একলা ব'সে এতক্ষণ কী করছিলি? কী আশ্চর্য, আমাকে ডাকতে হয় তো!…ভাল কথা, ভজন তোকে খাবার দিয়ে গেছে?

শিবানী। খাবারের কী দরকার? এই তো বেশ—

জয়া। খাবার দিয়ে যায়-নি?

[হঠাৎ যেন রেগে গিয়ে উঠে দাঁড়াল]

শিবানী। কোথায় যাচ্ছিস? ব'স্—। সে তো আনতেই যাচ্ছিল, আমিই তাকে মানা করেছি।

জয়া। না, তুই মিথ্যে বলছিস্। ওকে আমি খুব চিনি। কারও কথা শুনবে না, কোন কাজ বললে করবে না। জানিস বানী, আমার একটা কথাও ও কানে তোলে না। নতুন বাড়িতে গিয়ে ওকে আর একদিনও রাখছি নে, এটা ঠিক।

শিবানী। নতুন বাড়ি?

জয়া। বাঃ, আমরা যে বালিগঞ্জে শিগ্‌গিরই বাড়ি কিনছি। দোতলা বাড়ি, পূব দক্ষিণ খোলা। সামনে বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা।

ওঁকে ব'লে রেখেছি, ওখানটায় ফুলের বাগান করব। কেমন হবে বল্ তো?

শিবানী। ভালই তো।

জয়া। বাগান করবার শখ আমার ছেলেবেলা থেকেই, সে তো তুই জানিস! ছেলেপিলেরা বিকেলবেলা বাগানের ভেতর ছুটোছুটি ক'রে খেলাধূলো করছে—দেখতে আমার ভারি ভাল লাগে। নতুন বাড়িতে যাবার পর তোদের সবাইকে একদিন আসতে হবে কিন্তু। কী, উত্তর দিচ্ছিস না যে? আসবি তো?

শিবানী। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আসব বই কি!

জয়া। ইস্, ছাখ্ তো আমার কি ভুলো-মন! এতক্ষণ ধ'রে নতুন বাড়ির গল্প ক'রেই মরছি, অথচ এ বাসাটা তোকে একবারও দেখানো হ'ল না! চল্, একবার দেখে আসবি।

শিবানী। (ইতস্তত ক'রে) আমি দেখেছি।

জয়া। তাই না কি? কেমন দেখলি?

শিবানী। ভালই তো!

জয়া। আমার ছেলেমেয়েদের দেখিস নি তো? চল্ না, ওদের একবার দেখে আসবি। জেগে থাকলে তোকে দেখে কত আনন্দ করত! আর একদিন আসিস দিনের বেলা, কেমন? কই, ওঠ্—

শিবানী। (নিরুপায় ভঙ্গীতে) হ্যাঁ, এই যে যাচ্ছি।

জয়া। আর যাচ্ছি যাচ্ছি করতে হবে না—ওঠ্ দিকি। শেষে কোনোটা আবার কাঁচা ঘুমে জেগে পড়লে তখন মুশকিল। চল্— (ভয়ার্ত গলায়)—কে?

[দরজার কাছে ভবতোষ এসে দাঁড়াল। একটা পা খোঁড়া। দুই বগলে 'ক্রাচ্'। সারা মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফ। উস্কোখুস্কো

চুল। ছেঁড়া, ময়লা জামা-কাপড়। বয়স তিরিশের চেয়ে সামান্য বেশী, কিন্তু দেখলে আরও বয়স্ক মনে হয়]

(ভবতোষকে ক্রমশঃ এগোতে দেখে) আবার এসেছ?—যাও বেরিয়ে যাও। নইলে চেঁচিয়ে পাড়ার লোক জড়ো করব কিন্তু।··· (ভবতোষ অন্দরের দিকে এগিয়ে যেতেই) ও কি, কোথায় যাচ্ছ? ভদ্রলোকের বাড়ির ভেতর এমন হুট্ হুট্ ক'রে ঢুকতে লজ্জা করে না?

ভবতোষ। (বিরক্ত মুখে) আঃ, সরো! (আরও একটু এগিয়ে গেল)

জয়া। (ক্রুদ্ধ গলায়) কী? কী বললে?—(ভিতরের দিকের দরজা আগ্‌লে দাঁড়াল) না, না, ও-ঘরে আমার ছেলেমেয়েরা ঘুমোচ্ছে। যেয়ো না বলছি।· (ক্ষিপ্ত কণ্ঠে) নির্লজ্জ, বেহায়া কোথাকার! আমার স্বামী বাসায় নেই, আর অমনি এসে জুটেছ! অসভ্য, ইতর!

ভবতোষ। জয়া—ছি, জয়া! (শিবানীকে একবার দেখে নিয়ে) একজন ভদ্রমহিলার সামনে নিজের স্বামীকে—

জয়া। স্বামী?—কে আমার স্বামী?

ভবতোষ। আমার দিকে তাকিয়ে ভাখো।···থাক্, তারও দরকার নেই, তুমি শুধু পথ ছেড়ে দাও, জয়া। আমি বড় ক্লান্ত। সরো—

জয়া। না, তুমি মতলব নিয়ে এসেছ। যাও, দূর হয়ে যাও বলছি। চোরের মতো ভদ্রলোকের বাড়িতে ঢুকে ইতরের মতো কথা বলতে তোমার ভয় করে না? বানী, চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে কী দেখ্‌ছিস্? ওরে, ভজনকে ডাক্। পাশের ঘরের কাউকে খবর দে।··· দেখ্‌ছিস্ নে, লোকটা আমার দিকে কেমন ক'রে তাকিয়ে— (চেঁচিয়ে) বা-নী!

ভবতোষ। (ধমকের স্বরে) জয়া!

জয়া। লোকটাকে তাড়িয়ে দে, চ'লে যেতে বল্, বানী। ও রোজ আসে, রোজ আমাকে ভয় দেখায়। কেন আসে? কে ওকে আমার বাড়িতে আসতে বলেছে?—চ'লে যাও, চ'লে যাও বল্‌ছি। ওই ছাখ্, আবার তাকাচ্ছে—(ভয়ার্ত গলায় চীৎকার ক'রে) —ভ-জ-ন!

ভবতোষ। (আরও জোরে চেঁচিয়ে) জয়া!

[ঠিক এই মুহূর্তে সুবীরের প্রবেশ। সুবীর ঘরে ঢুকতেই ঘরটা আশ্চর্য রকম শুব্ধ হয়ে গেল। জয়া স্তম্ভিত দৃষ্টিতে সুবীরের দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইল। তারপর হঠাৎ যেন তার দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ঘরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে একরকম ছুটে এসে সুবীরের হাত দুটো জড়িয়ে ধরল আবেগের সঙ্গে। জয়ার এই আচরণে আর সবাই হতবাক্]

জয়া। তুমি এসেছ?···কিন্তু এত দেরি করলে কেন বলো তো? (অভিমানের স্বরে) এ তোমার ভারি অন্যায়! এতদিন বাইরে কী করছিলে? আমাকে একলা ফেলে রেখে যেতে তোমার একটু-ও কষ্ট হয় না? তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, কিন্তু এদিকে···কী, কথা বলছ না যে? ও, বুঝেছি, কথা বলবে না, কেমন? (অভিমানে জয়ার গলার স্বর কেঁপে গেল) অভিমান তোমারই থাকতে পারে, আমার নেই?

[বলতে বলতে দ্রুতপায়ে জয়ার প্রস্থান]

ভবতোষ। (শিবানী ও সুবীরকে) আপনারা দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন।

শিবানী। আপনিই কি—

ভবতোষ। আজ্ঞে হ্যাঁ। জয়ার স্বামী। আমার নাম ভবতোষ সান্যাল। আপনি বোধ হয় ওর বান্ধবী—?

শিবানী। হ্যাঁ। আমার নাম শিবানী মুখার্জী।

ভবতোষ। এ নাম আমার চেনা।

শিবানী। (সুবীরকে দেখিয়ে) আর ইনি আমার স্বামী ডক্টর মুখার্জী।···ভবতোষবাবু, আজ ছ' বছর পরে জয়ার সঙ্গে আমার দেখা। কিন্তু—

[নেপথ্যে জয়ার ক্রুদ্ধ কণ্ঠ শোনা গেল]

জয়া। (নেপথ্যে) শয়তান ছেলে কোথাকার! খুন ক'রে ফেলব তোমাকে। আর দুষ্টুমি করবে? বদমায়েশ ছেলে, আবার?—আঃ—

শিবানী। ও কি, আবার শুরু হ'ল? (সুবীরকে) তুমি ব'সো, আমি এখ্‌খুনি আসছি।

[শিবানীর প্রস্থান]

ভবতোষ। আপনিই বোধ হয় ডক্টর সুবীর মুখার্জী?

সুবীর। হ্যাঁ, কিন্তু শিবানী তো আমার নাম বলে নি। তা ছাড়া, আপনাকেও আমি এর আগে কখনো—

ভবতোষ। দেখেন নি? আমিও আপনাকে আজই প্রথম দেখছি, ডক্টর মুখার্জী। কিন্তু চিনতে এতটুকুও কষ্ট হ'ল না।

সুবীর। তার মানে?

ভবতোষ। আপনি আমার বাড়িতে বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি। হয়তো বা আমার চেয়েও বেশী।

সুবীর। (অবাক্ হয়ে) আপনার বাড়িতে আপনার চেয়েও বেশী পরিচিত আমি?

ভবতোষ। অবাক হবেন না ডক্টর মুখার্জী। বাড়িতে যেখানে যত খাতাপত্র—তার সাদা পাতাগুলোতে আপনার নামটা যে কতবার লেখা হয়ে আছে, তার হিসেব নেই। শুধু চোখে দেখাটুকুই বাকী ছিল। তাই চিনে নিতে আমার এতটুকু কষ্ট হ'ল না।

সুবীর। কিন্তু আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি নে মিঃ সান্যাল। I'm quite perplexed. আপনার বাড়িতে আমার নাম—কার কাজ এসব ?

ভবতোষ। (ম্লানভাবে হেসে) ঘরে এসে দাঁড়াতেই যিনি আপনাকে বিপুল আনন্দে অভ্যর্থনা জানাতে গিয়ে অভিমান ক'রে শেষে চ'লে গেলেন, এসব তাঁরই কাজ। তিনি আমার স্ত্রী। আপনি কোনও অপরাধ নেবেন না, ডক্টর মুখার্জী—উনি বর্তমানে প্রকৃতিস্থ নন।

সুবীর। (ঈষৎ মাথা নেড়ে) আমিও তাই অনুমান—

ভবতোষ। তাই তো, অনুমান করতে কষ্টই বা হবে কেন ? কিন্তু কি জানেন, ডক্টর মুখার্জী, শুধু জয়া নিজে বুঝতে পারে না যে—

সুবীর। (একটু চমকে উঠে) জয়া !

ভবতোষ। হ্যাঁ, জয়া নিজে জানে না—

সুবীর। ওঁর এ অসুখ কতদিনের ?

ভবতোষ। এর সূত্রপাত বছর দেড়েক আগে। মাঝে কিছুদিন ভালো ছিল। আবার আট-দশ দিন হ'ল আরম্ভ হয়েছে। আশ্চর্য ব্যাপার, ডক্টর মুখার্জী,—অপ্রত্যাশিত ভাবে জয়া আজ হঠাৎ তার সবচেয়ে প্রিয়জনকে সামনে পেয়ে গেছে। তাই ওর এত উচ্ছ্বাস, এত আনন্দ !

সুবীর। কী বলছেন আপনি ভবতোষবাবু ?

ভবতোষ। একটুও ভুল বলি নি, ডক্টর মুখার্জী। জয়া মনে প্রাণে সুবীর মুখার্জীকেই ভালোবাসে।

সুবীর। (ক্ষুব্ধ স্বরে) এ কথা অন্ততঃ আপনার মুখ থেকে আমি আশা করি না, ভবতোষবাবু।

ভবতোষ। আপনি ক্ষুব্ধ হবেন না। জয়ার একটা নিজস্ব জগৎ আছে। সেখানে আপনিই তার স্বামী।

সুবীর। মাপ করবেন ভবতোষবাবু, আমি এখনও বুঝতে পারছি নে, কেন হঠাৎ আমাকে এখানে ডাকা হয়েছে? যাঁর সম্বন্ধে এসব কথা আপনি ব'লছেন, তিনি আপনার স্ত্রী।

ভবতোষ। (করুণ ভাবে হেসে) আমার স্ত্রী? হ্যাঁ, জয়া আমার স্ত্রী বটে, কিন্তু আমি আর তার স্বামী নই, ডক্টর মুখার্জী। ওর মন থেকে আমার পরিচয়টুকু ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। আমাকে ও চিনতে পারে না। আমাকে দেখলেই শিউরে ওঠে—অসহ্য চীৎকারে তাড়িয়ে দিতে চায়।

সুবীর। Strange!

ভবতোষ। তা হ'তে পারে। তবু ওর মতো সুখী বোধ হয় জগতে আর একজনও নেই। ওর নিজের সাম্রাজ্যে নিজেই ও অধীশ্বরী সেজে ব'সে আছে। জয়া এখন দু'তিনটে ফুট্‌ফুটে ছেলেমেয়ের মা—স্বামী প্রচুর পয়সা রোজগার করেন—কোনো অভাব ওর নেই। কেবল ওর সাম্রাজ্যে আমার এতটুকু জায়গা হ'ল না, ডক্টর মুখার্জী। আমাকে না-দেখলে ভালো থাকে, তাই আমিও রাত ক'রে বাসায় ফিরি—চোরের মতো নিজের বাড়িতে ঢুকে যা হোক দুটো খেয়ে নিঃশব্দে শুয়ে পড়ি।

সুবীর। আশ্চর্য! নিজের স্বামীকে উনি এমন ভাবেই ভুলে গেলেন?

ভবতোষ। ভুলে গিয়ে জয়া ঠিকই করেছে।

সুবীর। ঠিক করেছে?

ভবতোষ। (রুদ্ধ কণ্ঠে) স্বামীর দায়িত্ব আমি পালন করতে পারি নি।

দারিদ্র্য থেকে তাকে মুক্তি দিতে পারি নি, অনাদর থেকে তাকে রক্ষা করতে পারি নি। এমন কি, সব ভুলে থাকবার অবলম্বন একটা সন্তানও সে আমার কাছ থেকে পায় নি, ডক্টর মুখার্জী। ··আমি পঙ্গু ছিলাম না। কিন্তু ফ্যাক্টরিতে কাজ করতে গিয়ে এটুকুও আর অপূর্ণ রইল না। অকেজোকে দিয়ে তো কাজ চলে না—তাই আমার প্রয়োজনও সেখানে ফুরিয়ে গেল। তারপরের দীর্ঘ জ্বালার ইতিহাসটা যে কী বিরাট সহিষ্ণুতা নিয়ে বোবা মুখে জয়া সহ্য ক'রে গেছে, তাও তো আমি দেখেছি। কিন্তু আমার মা সহ্য করলেন না। আমার সব দুর্ভাগ্যের দায় তিনি চাপিয়ে দিলেন, তাঁর অলক্ষ্মী পুত্রবধূর ওপর। তাও সে সহ্য ক'রে চলেছিল, ডক্টর মুখার্জী—কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা আঘাতে আর ও দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না।

সুধীর। আর কী আঘাত?

[ভবতোষ আস্তে আস্তে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ঘরের এক কোণে গিয়ে ভাঙা কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে খেলে। পরের কথাগুলো কুঁজোর কাছে গিয়ে বলবে—]

ভবতোষ। জয়ার মনে সবচেয়ে মর্মান্তিক ক্ষোভ ছিল—সে নিঃসন্তান। আর ঠিক সেইখানেই আমার মা বারবার অবুঝের মত ঘা দিতে লাগলেন। গভীর রাতে কোন কোনদিন ঘুম ভেঙে যেত—কান পেতে শুনতাম—গুমরে গুমরে কাঁদছে। বোকা মেয়ে! হাসি দিয়ে কান্নাকে আড়াল করতে করতে একদিন কিন্তু আর পারলে না; হঠাৎ কলতলায় মাথা ঘুরে প'ড়ে গেল। সবাই বললে, হিস্টিরিয়া। ডক্টর মুখার্জী, আমি কিন্তু কেন যেন বুঝতে পেরেছিলাম, ও হিস্টিরিয়া নয়। দুর্ভাগ্যকে এড়িয়ে যাবে মনে ক'রে ও হাসত

—সেই হাসিই ডেকে এনেছে ওর সর্বনাশ। মা বেঁচে থাকলে দেখতেন, ওর আর সন্তানের অভাব নেই। তিনি হাসতেন কি কাঁদতেন, কে জানে!…জয়ার সঙ্গে এর আগে নিশ্চয়ই আপনার পরিচয় ছিল, ডক্টর মুখার্জী?

সুবীর। হ্যাঁ, কিন্তু সে পরিচয় খুবই সামান্য। ব্যাপারটা যে এমন পরিণতি নেবে, তা আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি নে, ভবতোষবাবু।

ভবতোষ। গতানুগতিকভাবে চললে আমারও তো জানবার প্রয়োজন দেখা দিত না, ডক্টব মুখার্জী।

সুবীর। সেই হয়তো ভালো ছিল।…আশ্চর্য চাপা মেয়ে!… মনে পডছে, ওঁর এক মামাতো ভাই আমাদের সঙ্গে পড়ত। তারই সঙ্গে দু-চার বার মনোহরপুকুরে ওঁর মামার বাড়িতে গিয়েছিল। এ ছাড়া টনসিল অপারেশনেব জন্যে একবার কয়েক দিন উনি আমাদেব হাসপাতালে ছিলেন। আমি তখন বোধ হয় ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র। বলতে গেলে সেই সময়ই যা মৌখিক পরিচয়। মামার বাড়িতে থাকতে ওঁকে তো কখনও নজরেই আসত না। বড লাজুক ছিলেন দেখেছি। Strange! আশ্চর্য চাপা মেয়ে!

ভবতোষ। ডক্টর মুখার্জী, আপনাকে জানবার জন্যে আমার ভারি আগ্রহ ছিল। তাই বোধ হয সামনে পেয়ে উচ্ছ্বাসের মাথায় অনেক কিছু ব'লে ফেলেছি।…আমার একটা অনুরোধ রাখবেন?

সুবীর। বলুন।

ভবতোষ। জয়া অভিমান ক'রে চ'লে গেল বটে, কিন্তু কিছুতেই ও বেশীক্ষণ থাকতে পারবে না। যদি হঠাৎ ও এঘরে আসে, তবে অন্ততঃ আজ এই কয়েকটি মুহূর্তের জন্যে আপনাকে শুধু একটু অভিনয়—

সুবীর। (বিস্মিত ও কতকটা বিমূঢ় ভাবে) অভিনয়?—কেন?

ভবতোষ। (সুবীরের কাছে এগিয়ে এসে) না, না, ভয় পাবেন না।··· একটু হাসি আর দুটো মিষ্টি কথা ওর ভাগ্যে বড় একটা জোটে নি।—এটুকু মিথ্যে ছলনা করলে আপনার কিছুই খোয়া যাবে না, ডক্টর মুখার্জী, কিন্তু জয়া হয়তো একটা গোটা সাম্রাজ্য পেয়ে যাবে।

সুবীর। এ আপনি কী বলছেন, ভবতোষবাবু? যা সত্যি নয়, সত্যি হ'তে পারে না,·· না, না, এ আমি পারব না।—

ভবতোষ। (সুবীরের হাত দুটি ধরার উপক্রম ক'রে) আপনার হাত ধ'রে মিনতি করছি,—এ উপকারটুকু

[হঠাৎ জয়ার প্রবেশ। হাতের মুঠোয় সেই খামটি]

জয়া। (ভবতোষকে) এখনও তুমি ব'সে আছ? ওঁকে ভাল মানুষ পেয়ে বুঝি হাত করবার চেষ্টা করছ? ভালভাবে বলছি, বেরিয়ে যাও।···(সুবীরকে) আর তুমিও সেই একই ভাবে আছ? নাঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারি নে। আচ্ছা, আমি না হয় একটু রাগই করেছি, তার শোধ না নিলে বুঝি শান্তি নেই? · (ভবতোষ তখনও যায় নি দেখে) তুমি এখনও যাও নি?

[ভবতোষের ক্রাচে ভর দিয়ে নিঃশব্দে প্রস্থান]

(সুবীরকে) আচ্ছা, আমরা নতুন বাড়িতে কবে যাব, বল না? আমি কিন্তু রানীকে ব'লে রেখেছি।···কবে যাব বল না গো।

সুবীর। (বিব্রতমুখে) এই তো, মানে—এই মাসেই।

জয়া। হ্যাঁ, তাই কর বাপু। সেখানে না যাওয়া পর্যন্ত আমার আর শান্তি নেই। হ্যাঁ, শোন, আমাকে একটা ওষুধ দিও না গো।

সুবীর। কেন?

জয়া। কেন আবার? উঃ, আমি ব'লে ব'লে হয়রান, অথচ এত ভুলো মন তোমার! ওই যে সেই স্বপ্নের কথা বলেছিলাম না—?

সুবীর। ও, হ্যাঁ, মানে, হ্যাঁ—বুঝেছি।

জয়া। ছাই বুঝেছ! কিচ্ছু বোঝ নি। সব ভুলে গেছ। সেই যে বললুম গো, ঘুমের ভেতর কেমন যেন মনে হয়, একটা নোংরা বাড়িতে আছি, আর তোমার চেহারাটা ঠিক যেন ওই খোঁড়া লোকটার মতো হয়ে গেছে। দেখলে আমার ভয় করে। উঃ, মা গো! না, না, তুমি বাপু একটা ভাল ওষুধ দিও।

সুবীর। স্বপ্ন তো স্বপ্নই,—তাতে ক্ষতি কী?

জয়া। না, না, ওগো, অমন কথা ব'লো না গো—আমার ভয় করে। হ্যাঁ গো, আমাকে একলা ফেলে রেখে আব তুমি বাইরে চ'লে যাবে না তো?

সুবীর। না, না, যাব না।

জয়া। সত্যি তো? মনে থাকে যেন।—এই ভাখো, তুমি বাড়িতে ছিলে না, আর আমি সারাটা দিন ব'সে কী করতুম!

[হাতের খামটি দেখাল]

সুবীর। (অবাক হয়ে) অ্যাঁ! কী এটা?

জয়া। বাঃ, তোমাব চিঠিগুলো। ধানবাদে থাকতে রোজ একখানা ক'রে চিঠি লিখতে মনে নেই? চালাকি হচ্ছে, কেমন? এই ভাখো না—

[জয়া সুবীরের হাতে খামটি দিল। সুবীর খাম থেকে কতকগুলো বাজে ছেঁড়া কাগজের টুকরো আস্তে আস্তে টেনে বার করল]

কি, এখন মনে পড়েছে? আচ্ছা, ভুলো মন বাপু! বানীকে এতক্ষণ ধ'রে সেই কথাই তো বলছিলুম। ঐ যাঃ, তোমাকে

দেখবার জন্যে বানী সেই কখন থেকে ব'সে আছে, অথচ আমার খেয়াল নেই। বানী! এই বানী!

[চেঁচিয়ে ডাকতে ডাকতে জয়া ভেতরে চ'লে গেল এবং শিবানীর হাত ধ'রে টানতে টানতে নিয়ে এল]

কী লজ্জাবতী মেয়ে বাপু! (সুবীরের কাছে এসে) ছাখো, এ আমার ছেলেবেলার বন্ধু বানী, আর ইনি আমার—(হাসল একটু)। (শিবানীকে) কি রে, অমন ক'রে তাকিয়ে আছিস্ যে? ওঁকে চিনিস্ নাকি?

শিবানী। (ইতস্ততঃ ক'রে, অপ্রতিভ ভাবে) না, চেনা ঠিক নেই—

জয়া। তা নাই বা রইল, তাই ব'লে অমন কনে বউটির মত মুখ গুঁজে আছিস্ কেন? (সুবীরকে) তুমিই বা কেমন মানুষ বাপু! ওর সঙ্গে একটা কথাও তো বলতে পার।

শিবানী। থাক্ না জয়া।

জয়া। (উত্তেজিত স্বরে) না, কেন থাকবে? তোর অপমানে আমারও অপমান হয়।—(সুবীরকে) এর পরেও আমার বন্ধুকে অপমান করতে তোমার বাধছে না? চুপ ক'রে থেকো না, জবাব দাও। [সুবীরের হাত চেপে ধরল]

সুবীর। আঃ!

জয়া। তুমি! তুমি এমন হয়ে গেছ! আমি মাথা কুটে ম'রে গেলেও আমার কথার দাম তোমার কাছে নেই? কার জন্যে আমি ভেবে মরি? কার জন্যে পথ চেয়ে ব'সে থাকি?…(ক্রোধে ফেটে পড়ল) তবু কথা বলবে না? কী করেছি আমি, বল?—চ'লে যাও, দূর হয়ে যাও আমার সামনে থাকে। কাউকে চাই না আমার। কেউ আমার আপন নয়। চ'লে যাও, চ'লে যাও—

[ভবতোষ দ্রুতবেগে ঘরে প্রবেশ ক'রে, অপ্রকৃতিস্থ জয়াকে শক্ত হাতে টেনে নিল]

ভবতোষ। (ধমকের সুরে) জয়া। যাও, ওঘরে চ'লে যাও বলছি। যাও।

জয়া। (ভবতোষের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে) কে? তুমি কেন? ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও আমাকে—

ভবতোষ। (সুবীরকে) এখন অশান্তকে শান্ত করা যাবে না, ডক্টর মুখার্জী। এ দৃষ্টি আমি চিনি। আপনারা চ'লে যান, নইলে হয়তো—

জয়া। (ক্ষিপ্তস্বরে) কী বললে? যাঁর বাড়ি, তাকেই তাড়িয়ে দিতে চাও?—(সুবীরকে) এখনও তুমি দাঁড়িয়ে আমার অপমান সহ্য করছ? আমার মান-সম্মান তোমার কাছে কিছু নয়?

[হঠাৎ নেপথ্যে শিশুকণ্ঠের কান্না শোনা যেতেই জয়ার উগ্রতা সঙ্গে সঙ্গে স্তিমিত হ'য়ে গেল। দৃষ্টিতে একটা আশ্চর্য স্নিগ্ধ কোমল ভাব ফুটে উঠল]

—মিলিটা জেগেছে।

[জয়ার দ্রুত প্রস্থান]

ভবতোষ। আর ভয় নেই। সব ভুলে গেছে। পাশের ঘরের একটা ছোট মেয়ের অসুখ। রাতভোর সে কাঁদে, আর ওরও চোখে ঘুম নেই।

সুবীর। (শিবানীকে) শিবানী! কিছু না জানিয়েই কেন তুমি আমাকে এর ভেতর ডেকে আনলে?

শিবানী। (সংকোচের সঙ্গে) আমি জানতাম না।··· তুমি কি জয়াকে এর আগে চিনতে?

সুবীর। হ্যাঁ, পরিচয় ছিল।

শিবানী। বেচারা তোমাকেই হয়তো—

সুবীর। ওকথা থাক্ শিবানী।

শিবানী। আমি ছেলেমানুষ নই। জয়া আমার বন্ধু। ওর চিকিৎসার একটা ব্যবস্থা করবার জন্যেই তোমাকে আমি খবর দিয়েছিলাম। যেমন ক'রে হোক, ওকে সারিয়ে তোলার ব্যবস্থা তোমাকে করতেই হবে।

সুবীর। এ রোগে আমার কিছু করবার নেই শিবানী।

শিবানী। সে কথা আমি শুনতে চাই নে। যাঁকে দিয়ে হোক, যেমন ক'রে হোক—

সুবীর। বেশ, আমি চেষ্টা করব।

[ভবতোষ ঘরের এক কোণে বসে ছিল। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে]

ভবতোষ। ডক্টর মুখার্জী! ওকে সারিয়ে তুলতে চাইবেন না—ও বেশ আছে।

সুবীর। এসব আপনি কী বলেছেন, মিঃ সান্যাল? আপনি কি চান না—আপনার স্ত্রী সুস্থ হয়ে উঠুন?

ভবতোষ। না।

সুবীর। (বিস্ময়ে হতবাক্ হ'য়ে) না?—কেন?

ভবতোষ। ভাল হয়ে ওর লাভ?

শিবানী। এইটেই কি আপনার মতে লাভ?

ভবতোষ। সুস্থ করলে ওর মন যে আরও বেশী অস্থির হয়ে উঠবে, মিসেস্ মুখার্জী।

[এদের কথাবার্তার মধ্যে উমা দু'টি পুতুল হাতে নিঃশব্দে প্রবেশ করল]

শিবানী। (ক্রুদ্ধস্বরে) নিষ্ঠুরতার একটা সীমা আছে, ভবতোষবাবু।

ভবতোষ। আমি হাতজোড় ক'রে আপনাদের কাছে মিনতি করছি—সুস্থ করতে গিয়ে স্বপ্নের স্বর্গটা ওর কাছ থেকে আপনারা ছিনিয়ে নেবেন না।

শিবানী। কিন্তু তাই ব'লে এমন মিথ্যে দিয়ে ওর সারাজীবন—

ভবতোষ। ওর কাছে তো এই-ই সত্যি, মিসেস মুখার্জী। আমি জানি, সুস্থ হয়ে উঠলে জয়া তার অক্ষম স্বামীকে আরও বেশী ঘৃণা করতে শুরু করবে।—তা আমি চাই নে, তা আমি সহ্য করতে পারব না।

শিবানী। অবুঝ হবেন না, ভবতোষবাবু। আপনাকে চিনতে পারবে না, আর দিনের পর দিন আপন খুশি মত কেবল অপমান ক'রে চলবে—

ভবতোষ। সে অপমান আমি মানিয়ে নিতে পারব, ওকে আমি সুখী করতে পারি নি, তাই ওর নিজের অর্জন করা এই সুখটুকু ছিনিয়ে নিতে বড় লাগবে। ওর বালিগঞ্জের নতুন বাড়ি, অজস্র পয়সা, স্বামীর অফুরন্ত ভালবাসা আব কল্পনার রন্টু, নন্টু, মিলি—এরাই ওকে ঘিরে থাকুক—

[ভবতোষের কথা শেষ না হতেই পাশের ঘর থেকে ঘুমপাড়ানী গানের সুর ভেসে আসতে লাগল :

খোকা ঘুমালো
পাড়া জুড়োলো
বর্গী এল দেশে···]

—শুনছেন, ছেলেকে ঘুম পাড়াচ্ছে!

জয়া। (নেপথ্যে) হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলছি তো বেড়াতে নিয়ে যাব। আবার একটা টুকটুকে পুতুল কিনে দেব, কেমন? হ্যাঁ, লক্ষ্মী ছেলে। সত্যিই তো, মিলিটা ভারি দুষ্টু হয়েছে। তুমি আমার সোনা-

মানিক। হ্যাঁ, এইবার ঘুমোও তো। গল্প? আজ আর না—আচ্ছা, আচ্ছা—গান করছি। আর কথা না। অ-নেক রাত হয়েছে দেখছ না?

[আবার ঘুমপাড়ানী সুর]

সুবীর। (ঈষৎ ধরা-গলায়) ভবতোষবাবু, আপনি হয়তো ঠিকই বলেছেন ওর এ স্বপ্ন ভেঙে দেওয়া—না থাক্। (শিবানীকে) শিবানী, অনেক রাত হয়েছে।

[সুবীর ধীরে ধীরে দরজার দিকে এগতে লাগল। শিবানী কয়েক মুহূর্ত বিকল ভাবে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর অস্ফুট স্বরে ব'লে উঠল—]

শিবানী। জয়া।

[পরমুহূর্তে আবেগের আতিশয্যে উমার কাছে ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল]

—(অস্ফুট স্বরে) উমা!

সুবীর। (শিবানীর পিঠে হাত রেখে) থাক্ শিবানী।··(দরজার কাছে দাঁড়িয়ে হাতজোড় ক'রে নমস্কার জানিয়ে)—ভবতোষবাবু!

[শিবানী ও সুবীর আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। পাশের ঘর থেকে তখনও ঘুমপাড়ানীর অস্পষ্ট সুর ভেসে আসছে। ভবতোষ দুই ক্রাচের ওপর ভর দিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল। ওপাশে উমা নত মুখে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে তখনও পুতুল দুটো রয়েছে। উমার অশ্রুসিক্ত চোখে আলো লেগে চোখের কোণ দুটো চিক্‌চিক্ করছে। ঘুমপাড়ানী সুর তখনও মৃদুভাবে শোনা যাচ্ছে]

[আস্তে আস্তে পর্দা নেমে এল]

শতাব্দীর স্বপ্ন

আগন্তুক

চরিত্র-পরিচিতি

কণিষ্ক	...	কুষাণবংশীয় বিখ্যাত রাজা, খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের দ্বিতীয় ভাগ ইঁহার রাজত্বকাল, পুরুষপুর (বর্তমান পেশোয়ার) ইঁহার রাজধানী ছিল
চরক	...	আয়ুর্বেদীয় শাস্ত্রকার, বিশ্ববিখ্যাত 'চরক-সংহিতা'-প্রণেতা
অশ্বঘোষ	..	প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ কবি, দার্শনিক ও সঙ্গীতজ্ঞ, প্রখ্যাত 'বুদ্ধচরিত'-রচয়িতা
নাগার্জুন	...	প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য ও বিজ্ঞানাচার্য
সোমবর্মা	...	চরকের শিষ্য ও সহকারী
ভৃগুদেব	...	কণিষ্কের বয়স্য
বৃদ্ধ সৈনিক	...	কণিষ্কের সৈন্যদলের জনৈক সৈনিক
আহত সৈনিক যুবক		ঐ জামাতা

॥ কথামুখ ॥

নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি, বৈতালিককণ্ঠে শ্রুত হল—

শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা,
আয়ে ধামানি দিব্যানি তস্থু,
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসো পরস্তাত,
ত্বামেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

ঘোষক। ভারতের সাধনা অমৃতের সাধনা···ভারতের কামনা 'ভূমৈব সুখম্ নাল্পে সুখমস্তি'—ভূমাকে লাভ করাই সুখ, তার চেয়ে কমে নয়,···ভারতের প্রার্থনা তাই···'যে নাহং নামৃতস্যাম কিমহং তেন কুর্যাম'—যা দিয়ে অমৃত লাভ হবে না তাতে আমার কি প্রয়োজন··· আর ভারতের ঘোষণা তাই···

সমবেত নেপথ্যকণ্ঠে। প্রসারায় ধর্মধ্বজং
প্রতুর্য ধর্ম শঙ্খং
প্রত্যাড্যা ধর্ম দুন্দভিং
ধর্মং কুরু, ধর্মং কুরু, ধর্মং কুরু।

ঘোষক। ভারতের ইতিহাসে যুদ্ধ আছে, মন্বন্তর আছে, অরাজকতা আছে, কিন্তু সে সবই সাময়িক, অতি বাহ্য; ভারতাত্মার উপর এ ইতিহাসের কোন প্রভাবই নেই। সেখানে রয়েছে শাশ্বত প্রেম, শাশ্বত আনন্দ আর শাশ্বত প্রশান্তি। কুষাণসম্রাট কণিষ্ককে তাঁর রাজত্বের প্রথম পর্যায়ে দেখা যায় দিগ্‌বিজয়ী রূপে, আবার তাঁরই রাজত্বে দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে তৃতীয় আর চতুর্থ বৌদ্ধধর্ম-

মহাসম্মেলনের ইতিহাস।···রাজা-কণিষ্কের এই ভিক্ষু-কণিষ্ক পর্যায়ে উত্তরণ সে কি কেবল ব্যক্তিমাত্রের কৃতিত্ব?···কিংবা যুগ-প্রবাহিত ভারতাত্মার অন্তঃফল্গু অহিংসার কাছে হিংসার পরাজয়!! ইতিহাস এখানে নীরব,···কিন্তু কল্পনা এ কথা ভেবে তৃপ্তি পায় যে, অর্বাচীন হিংসার পার্থিব-দিগ্‌বিজয়ী-সত্তা প্রাচীন অহিংসায়-অমৃতত্ব-প্রাপ্ত-ভিক্ষু-সত্তার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল···। কোথায় ঘটেছিল এ ঘটনা? দেবমন্দিরে না যুদ্ধক্ষেত্রে? ইয়ারখন্দে না খোটানে, না চীনের পশ্চিম প্রান্তে ··? উন্মুক্ত রণপ্রান্তরে, না রাজশিবিরে? কোথায়? কোথায়? কোথায়?

* * *

॥ কথারম্ভ ॥

[রণক্ষেত্রের মাঝে বৈদ্যাচার্য চরকের ভ্রাম্যমাণ অস্থায়ী শিবিরের একাংশ, সামনে এক কাষ্ঠমঞ্চ। বৈদ্যাচার্যের রোগী পরীক্ষার বেদী, এক পাশে বিভিন্ন আধারে আয়ুর্বেদীয় ঔষধপত্রাদি, অল্প কিছু আয়ুর্বেদীয় সরঞ্জাম, একটি খল-নুড়ি, একটা কাঠের হাতা, বৃহৎ কাষ্ঠাধারে খুলে রাখা এক আয়ুর্বেদিক পুঁথি। এক বৃহদাকার নকশাখচিত তাম্রাধারে সুগন্ধি ধূম্র পদার্থ পুড়ছে। পর্দা উঠতে দেখা যাবে মঞ্চ শূন্য,—শুধু ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে। কিছুক্ষণ পরে চোরের মত সতর্ক পদক্ষেপে প্রবেশ করল ভৃগুদেব—রাজা কণিষ্কের বয়স্য। উত্তরীয়টি মাথা অবধি টেনে নিয়েছে আত্মগোপন করবার জন্য, ঔষধপত্রাদি ব্যাকুলভাবে খোঁজ করতে লাগল, তারপর একটি পাত্র নিয়ে—]

ভৃগু। (চাপা স্বরে) এই তো যথার্থ অনুমান করেছিলুম, এই জনপদ-হীন যুদ্ধপ্রান্তরে এ জিনিস আর কোথাও না পাই রাজবৈদ্য চরকের

আরোগ্যশালায় নিশ্চয় পাব। এইবার আরেকবার প্রহরীদের চোখ এড়িয়ে বেরিয়ে যেতে পারলেই হয়—

[পাত্রটি উত্তরীয়ের নীচে গোপন ক'রে বেরুবার জন্য ঘুরতেই সামনে দেখতে পেল, ধোঁয়ার কুণ্ডলীর পাশে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছেন বৈদ্যাচার্য চরক—সৌম্যমূর্তি, পাকা চুল-দাড়ি, গায়ে সাদা উত্তরীয়। ভৃগুদেব কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দ্রুত অন্য পথে ছুটে পালাবার উদ্‌যোগ করল]

চরক। দাঁড়াও। কে তুমি?

ভৃগু। আমার নাম ভৃগুদেব, আমি রাজা কণিষ্কের একজন প্রিয় বয়স্য, সর্বদাই তাঁর কাছে কাছে থাকি।

চরক। হ্যাঁ, চিনতে পেরেছি, মহারাজের যুদ্ধযাত্রার পর থেকেই তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলেছ—

ভৃগু। এখন আমি যাই—

চরক। যা চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিলে সেটি রেখে দিয়ে যাও।

ভৃগু। আপনি কি বলছেন বৈদ্যাচার্য, আমি রাজার বয়স্য, ব্রাহ্মণ; আমি চুরি করেছি?

চরক। তা হ'লে দেবে না? বেশ। সোম! সোমবর্মা—

[সোমবর্মার প্রবেশ—নবীন শিক্ষাব্রতী]

সোম। কি বলছেন গুরুদেব?

চরক। সোম। দেখ তো এই ব্যক্তি কি গোপন ক'রে নিয়ে যেতে চাইছে।

[সোম এগতেই নিরুপায় ভৃগুদেব উত্তরীয়ের অন্তরাল হ'তে পাত্রটি বার ক'রে দিল]

চরক। তুমি না ব্রাহ্মণ? ছিঃ! ··ওটি কি সোম?

সোম। কালকূট বিষের পাত্র গুরুদেব।

চরক। কালকূট বিষ! এ বিষে তোমার কি প্রয়োজন?

ভৃগু। বলব না—

সোম। (ভৃগুর হাত ধ'রে ঝাঁকি দিয়ে) বলতেই হবে তোমাকে।

ভৃগু। একান্তই শুনবেন? তবে শুনুন, আমি এক বিষ-যুদ্ধের পরিকল্পনা করেছি। তীর আর তলোয়ারের যুদ্ধে মানুষ মরছে একজন দু'জন বা একশো জন, কিন্তু এতে মরবে একেবারে হাজার দু'হাজার দশ হাজার।

চরক। বিষ দিয়ে মানুষ মারবে?

ভৃগু। নিশ্চয়ই, শত্রুপক্ষের পানীয় জলে গোপনে বিষ প্রয়োগ করব— কেউ ভাবতেও পারবে না যে তাদের পানীয়ে রয়েছে উগ্র কালনাগিনীর কাল-কূট। এক ফোঁটা মুখে দিলেই ব্যাস্, একেবারে সমস্ত শেষ।

সোম। কি বীভৎস চিন্তা—!

ভৃগু। অর্বাচীন! মানুষ যদি ম'রেই না গেল, তাদের ঘরে ঘরে যদি হাহাকার না উঠল, তবে যুদ্ধ কিসের? কেমন? আপনি এ মত সমর্থন করেন কি না বৈদ্যাচার্য?

চরক। না, এ পৈশাচিক মত আমি সমর্থন করি না।

ভৃগু। বাঃ—মহারাজ কণিষ্কের অস্ত্রযুদ্ধ সমর্থন করছেন, আর তার চেয়েও অনেক অল্প পরিশ্রমে অনেক বেশী মারাত্মক বিষ-যুদ্ধকে সমর্থন করেন না কেন?

চরক। আমি কোন যুদ্ধকেই সমর্থন করি না।

সোম। (ভৃগুদেবকে) এসব ব্যক্তিগত কথায় আপনার কি প্রয়োজন? আমাদের যথেষ্ট কাজ রয়েছে, আপনি এখন যান।

ভৃগু। না, না। এ কৌতূহল আমি চেপে রাখতে পারছি না। আপনি যদি সত্যই যুদ্ধ সমর্থন না করেন, তা হ'লে রাজা কনিষ্কের সঙ্গে প্রতিযুদ্ধে আরোগ্যশালার দায়িত্ব নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন কেন?

চরক। কারণ রাজার বৃত্তি ভোগ করি, তাই রাজাদেশে কর্তব্য করছি। এখানে ব্যক্তিগত মতের অবকাশ নেই।

সোম। গুরুদেব! আমাদের সেই রসায়নটি এক্ষুণি দেখা দরকার। (ভৃগুদেবকে) আপনি এখন আসুন।

ভৃগু। ভেবেছিলাম গোপনে আমার বিষ-যুদ্ধের পরিকল্পনাটি প্রয়োগ ক'বে মহারাজকে বিস্মিত ক'রে দেব, তা আপনি যখন এমনি বিষ দেবেন না, তখন মহাবাজকে ব'লে তাঁর আদেশটি নিই।

চরক। কক্ষণও না। তাতে মহা সর্বনাশ হবে, যুদ্ধের উন্মাদনায় মহারাজ এখন উন্মাদ; হয়তো তোমাব প্রস্তাবই সমর্থন কববেন। মানবতাব এত বড বিপর্যয় তুমি এনো না ব্রাহ্মণ।

ভৃগু। বিষ-যুদ্ধে আমাদের নিশ্চিত জয় জেনেও বলব না?

চরক। এমন ভয়ঙ্কর জয়েব পরিকল্পনাও পাপ।

ভৃগু। তা হ'লে কি আমি এই কথাই মহারাজকে বলব যে, তাঁর বৃত্তি-ভোগীদেব মধ্যে এমনও কেউ কেউ আছেন যিনি মহারাজের পূর্ণ শুভানুধ্যায়ী নন।

সোম। কি বলতে চান আপনি?

ভৃগু। বলতে চাই যে, যুদ্ধক্ষেত্রে এসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদ অধিকার ক'বে যুদ্ধ সমর্থন না করা—বিশ্বাসঘাতকতা। বিষ-যুদ্ধে আমাকে বিষ দিয়ে সাহায্য না করা—বিশ্বাসঘাতকতা।

সোম। পিশাচ! তুমি গুরুদেবের মত একটি মহৎপ্রাণের ক্ষতি করবার অভিসন্ধি করছ? কিন্তু আমি তা হ'তে দেব না।

[সোম ভৃগুর গলা টিপে ধরল—চরক ছুটে এসে ভৃগুদেবকে মুক্ত করল]

চরক। সোম—! সোমবর্মা!! উত্তেজিত হ'য়ো না, ওকে ছেড়ে দাও। তুমি চ'লে যাও ব্রাহ্মণ।

ভৃগু। বিষ-পাত্রটি দেবেন না?

চরক। না।

ভৃগু। বেশ! কিন্তু বিষ-যুদ্ধ আমি করবই। কালকূট না পাই আমার এই জিহ্বার বিষই যথেষ্ট— [ভৃগুর প্রস্থান]

সোম। ও কি ব'লে গেল শুনলেন গুরুদেব? জিহ্বার বিষ দিয়ে যুদ্ধ করবে। ও নিশ্চয় মহারাজকে বলবে—

চরক। যে আমি বিশ্বাসঘাতক—এই তো?

সোম। তা হ'লে কি হবে গুরুদেব?

চরক। মহারাজ কণিষ্ক বহু চাটুকারের কুমন্ত্রণায় আজ হিতাহিতজ্ঞান-শূন্য। এখন যদি তিনি শোনেন যে আমি তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছি তবে হয়তো তিনি চাইবেন আমার প্রাণদণ্ড—এর বেশী কিছু নয় নিশ্চয়ই।

সোম। (ক্রন্দনের স্বরে) আপনি এ কি অমঙ্গলের কথা বলছেন গুরুদেব?

চরক। (সোমবর্মার মাথায় হাত বুলিয়ে) ছিঃ সোম! ছেলেমানুষি ক'রো না। তুমি যা আশঙ্কা করছ, তাই যদি পরিণামে ঘটে—যদি আমার প্রাণদণ্ডই হয়, তাতেই বা কি? আমি বেঁচে থাকব তোমাদেরই মাঝে—আমার উত্তরসাধকের সাধনায়। বেঁচে থাকব আমি অনাগত দিনের ইতিহাসের পাতায়—আমার চরক-সংহিতায়। সেই তো আমার পরম বাঁচা সোম, কিন্তু ছিঃ ছিঃ! তুমি আমাকেও ভাবপ্রবণ ক'রে তুললে যে দেখছি! এ কাল্পনিক বিপদের আশঙ্কায় ভ্রমণ ক'রে ভেঙে পড়া তোমার সাজে না সোম! এখন যাও ভেষজটি প্রস্তুত কর।

সোম। কিন্তু আপনাকে যে এখন একলা রাখতে আমার ভয় হচ্ছে গুরুদেব।

চরক। রাজদণ্ড যদি সত্যই আমার উপর নেমে আসে, তবে তোমার ওই ক্ষুদ্র হাত দুটির কতটুকুই বা শক্তি আছে তাকে রোধ করবার?

সোম। রোধ করতে না পারলেও তার জন্য নিজের প্রাণ তো দিতে পারব গুরুদেব!

চরক। অবাধ্য হ'য়ো না সোমবর্মা—যাও।

[সোম প্রস্থান করল। চরক আসনে ব'সে পুঁথির পাতা ওলটাতে লাগলেন। বাইরে পদশব্দ শোনা গেল। কিছুক্ষণ পরে এক যুবা-সৈনিকের দেহ বহন করে এক প্রৌঢ় সৈনিকের প্রবেশ। আহত সৈনিকের দেহে বর্ম নেই। চর্মপাশ থেকে অসি খুলে রাখা হয়েছে। বাকী দেহে সৈনিকের পোশাক। বাহক-সৈনিক যুদ্ধ-সাজে সুসজ্জিত]

সৈনিক। আচার্যদেব! দেখুন, দেখুন! আমার আনন্দকীর্তির অবস্থা দেখুন। একে বাঁচান বৈদ্যরাজ, একে বাঁচান।

চরক। (উঠে সৈনিককে বেদীতে শুইয়ে দিতে সাহায্য করে) কি? কি হয়েছে? এ যে রক্তপাত হচ্ছে? (ক্ষত দেখে) বর্শাক্ষত মনে হচ্ছে।

সৈনিক। হ্যাঁ আচার্যদেব। নিজের হাতে বর্শা উপড়ে ফেলতেই ভলকে ভলকে রক্ত—। বাছা আমার অবশ হ'য়ে গেল।

চরক। হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। সোম, সোম, সোমবর্মা!

সোম। (নেপথ্যে) গুরুদেব, কি হয়েছে গুরুদেব? (প্রবেশ) মহারাজ কি—

চরক। (বিরক্ত স্বরে) না, মহারাজ নয়। তুমি শীঘ্র জলপাত্র আর বিষনাশক প্রলেপটা নিয়ে এসো।

[সোমবর্মা ছুটে চ'লে গেল]

সৈনিক। ও বাঁচবে তো বৈদ্যাচার্য? ওকে বাঁচাতেই হবে। আমার চিত্রলেখাকে, আমার বিজয়কীর্তিকে যে কথা দিয়ে এসেছি, আনন্দকে নিয়ে ঘরে ফিরব।

[সৈনিক চরকের হাত দুটি চেপে ধরল। ক্ষত-পরীক্ষায় বিঘ্ন হ'তে পারে ব'লে হাত দুটি সরিয়ে দিতে দিতে কোমল স্বরে—]

চরক। তুমি উদ্‌বিগ্ন হ'য়ো না সৈনিক। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করছি··· (ক্ষত নিরীক্ষণ করতে করতে) চিত্রলেখা—বিজয়কীর্তি—এরা কে সৈনিক?

সৈনিক। চিত্রলেখা আমার মেয়ে,···একমাত্র মেয়ে। আর বিজয় এদের ছেলে।

[জলপাত্র ও প্রলেপসহ সোমবর্মার প্রবেশ]

চরক। (ক্ষত পরীক্ষা শেষ ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে সোমবর্মার প্রতি) ক্ষতটা ভাল ক'রে ধুয়ে ফেলে বিষনাশক প্রলেপটি একটু মাখিয়ে দাও।

[সোমবর্মা ক্ষত ধুয়ে প্রলেপ লাগাতে লাগাতে]

সোম। গুরুদেব, একটা রথের শব্দ হচ্ছে না! মনে হয় এই দিকেই আসছে।

চরক। (উত্তেজিত ভাবে) তাতে তোমার কি? কায়-চিকিৎসায় অমনোযোগিতা অসহ্য। বলবর্ধক রসায়নের এক মাত্রা এনে একে শীঘ্র খাইয়ে দাও।

[সোম চ'লে গেল, চরক সৈনিকের নাড়ী পরীক্ষা ক'রে ক্ষতের প্রলেপটায় হাত বুলাতে লাগলেন]

সৈনিক। কি হবে আচার্যদেব, আমি যে সে কথা ভুলতে পারি না। যুদ্ধের ডাক পড়তেই নিজের সাজ-পোশাক প'রে আনন্দের দরজায় ডাক দিলুম। আনন্দ তখন ঘুমোচ্ছিল। বেরিয়ে এলো চিত্রলেখা। যুদ্ধের কথায় মেয়ের চোখ ছল্ ছল্ ক'রে এলো। মেয়েকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, 'তোর কোন ভয় নেই মা।' দুজনে বেরিয়ে আসছি—কোথা থেকে ওদের ছেলে কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাকে কথা দিলুম, বাবাকে তোর ফিরিয়ে এনে দেবো। ওরে আনন্দ! বিজয় ডাকছে, চোখ খোল্ বাবা—চোখ খোল্।

চরক। সোম, একটু তাড়াতাড়ি কর।

সৈনিক। বৈদ্যরাজ, আমার আনন্দকে বাঁচিয়ে দিন।

[সৈনিক চরকের পা দুটো জড়িয়ে ধরল]

চরক। ওঠো সৈনিক, এমন ধৈর্যহারা হ'য়ো না। অধৈর্য হ'লে চিকিৎসার ব্যাঘাত ঘটবে। তুমি বাইরে গিয়ে বোস।

[সৈনিককে একপ্রকার জোর ক'রে বাইরে পাঠালেন]

এমন শান্তির নীড় ভাঙতে দেওয়া হবে না—কিছুতেই না।

[বৈদ্যাচার্য ভাল ক'রে সৈনিকের চক্ষুকোণ, নাড়ী এবং বুকে কান লাগিয়ে প্রশ্বাস পরীক্ষা করতে লাগলেন]

হুঁ, প্রশ্বাস বড় দুর্বল। বলবর্ধক রসায়ন একটু দিতে হবে। কিন্তু রক্তপাত— ?

[বেগে সোমবর্মার প্রবেশ]

সোম। গুরুদেব! এবার আমি যথার্থই দেখেছি, মহারাজ আসছেন দ্রুত অশ্বারোহণে; সঙ্গে তাঁর সেই উন্মাদ ব্রাহ্মণ। আপনি

এ স্থান ত্যাগ করুন গুরুদেব, প্রথমে মহারাজের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ করতে দিন।

[সোম চরকের হাত ধ'রে অনুনয় করে টান দিল]

চরক। আঃ, উতলা হ'য়ো না সোম,—ওঁদের আসতে দাও। কই তুমি রসায়ন আনলে না ?

সোম। গুরুদেব, উন্মাদ ব্রাহ্মণ কি বলতে কি বলেছে ভগবান জানেন ; আমাকে একবার মহারাজের কাছে অনুরোধ করবার সুযোগ দিন।

চরক। দেখ সোম, অন্যায়ের কাছে অনুরোধ জানাতে গেলে অন্যায়কে প্রশ্রয়ই দেওয়া হয়। তা ছাড়া বৈদ্য যখন রোগীর চিকিৎসা করে তখন জগতের কোন আহ্বানে বৈদ্য চিকিৎসা-বেদী ছাড়তে পারে না। এই চিকিৎসা-শাস্ত্রের নির্দেশ।

[বাইরে অশ্ব-পদশব্দ]

সোম। ওই যে, ওরা এসে গেল। আমি সহ্য করতে পারব না, আমি সহ্য করতে পারব না।—

[প্রস্থান]

কণিষ্ক ও ভৃগুদেবের প্রবেশ]

ভৃগু। এই যে মহারাজ! বৈদ্যরাজ এখানেই রয়েছেন।

কণিষ্ক। বৈদ্যাচার্য—

[চরক আহতের সেবায় রত]

চরক। একটু অপেক্ষা করুন মহারাজ! সোম—

[সোম ছুটে এল, হাতে রসায়ন]

খাইয়ে দাও। রক্তপাত হ্রাস করবার জন্য যে ভেষজ ব্যবস্থা আছে, নিয়ে এস। রক্তপাত বন্ধ না হ'লে ওর জ্ঞান কিছুতেই ফিরিয়ে আনা যাবে না।

কণিষ্ক। (চরকের হাত দুখানা জড়িয়ে ধ'রে) বৈদ্যাচার্য, বৈদ্যাচার্য! যেমন ক'রে হোক ওকে বাঁচিয়ে তুলতেই হবে। এর জন্য যত অর্থ, যত সম্পদ আপনি চান, তা আমি দেব—

চরক। অর্থ আর সম্পদ দিয়ে মানুষের প্রাণ ফিরিয়ে আনা যায় না মহারাজ। রোগীর যতক্ষণ শ্বাস থাকবে, বৈদ্য ততক্ষণ আশা রাখবে, যথাসাধ্য করবে। সোম, তুমি আর দাঁড়িয়ে থেকো না।

সোম। (চমকে উঠে) হ্যাঁ, গুরুদেব! এই যাচ্ছি।

[সোমের প্রস্থান]

কণিষ্ক। ও বাঁচবে তো বৈদ্যাচার্য? ওর জীবনের দাম অনেক।

চরক। সে তো অতি সত্যি কথা, মহারাজ। মানুষ মাত্রেরই জীবনের দাম অনেক।

ভৃগু। আজ্ঞে, না। মহারাজ এর প্রাণের মূল্য এত বেশী মনে করছেন, কারণ এরই ওপরে আজ যুদ্ধের জয়-পরাজয় নির্ভর করছে।

কণিষ্ক। হ্যাঁ, ও আমাদের শত্রুব্যূহের গুপ্ত পথ জানতে গিয়েছিল। পথ জেনে ফেরবার পথে আহত হয়েছে।

চরক। কিন্তু গুপ্ত পথ! তাতে আপনার কি প্রয়োজন মহারাজ? শৌর্য ছাড়া অন্য কোন উপায়ে যুদ্ধ জয় করতে আপনি না ঘৃণা বোধ করেন?

কণিষ্ক। হ্যাঁ, হ্যাঁ। এতদিন তাই করেছি বটে,—কিন্তু এবারের শত্রুশক্তি আমায় বিস্মিত করেছে। এরা আমার অগ্রগতিকে রুদ্ধ তো করেছেই, এমন কি পাল্টা আক্রমণ করবার জন্য দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করেছে।

চরক। তাই বুঝি ছলে আর কৌশলে মহারাজ যুদ্ধ জয় করতে চাইছেন?

ভৃগু। বিপদে পড়লে মানুষকে কত কি করতে হয়।

কণিষ্ক। বৈদ্যাচার্য, এর জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে হবে, তা যেমন ক'রে হোক। সেই গুপ্ত পথ আমাকে জানতে হবে। আর তা জানবার পর দেখব যে কণিষ্কের অপরাজেয় শক্তিকে কতক্ষণ তারা বাধা দিতে পারে।

ভৃগু। যথার্থ তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে, তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী কুষাণ-সম্রাট কণিষ্ক।

কণিষ্ক। কিন্তু পথ না জানতে পারলে আমি যে নিরুপায়। সম্মুখ যুদ্ধে শত্রুকে পরাজিত করা দুঃসাধ্য; এমন কি তাতে নিজেদেরই পরাজয়ের সম্ভাবনা। না, না,—এ হতে পারে না। বৈদ্যাচার্য, বৈদ্যাচার্য। ওর জ্ঞান ফিরিয়ে আনুন, অন্তত এতটুকু সময়ের জন্যও ও জেগে উঠে বলুক, কেমন ক'রে সেই দুর্ভেদ্য ব্যূহে প্রবেশ করা যাবে।

ভৃগু। হাঁ, ওকে শেষ অবধি বাঁচাতে না পারলে কোন ক্ষতি নেই, ও মরছে···নিশ্চিন্তেই মরুক। শুধু ওকে দিয়ে জানিয়ে দিন, পথটা কোন্ দিকে—শুধু এইটুকু।

কণিষ্ক। হ্যাঁ, শুধু এইটুকু। তারপর আমি একবার দেখতে চাই যে, শত্রুপক্ষের একটি প্রাণীও কেমন ক'রে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরে যায়।

চরক। কিন্তু মহারাজ! একটি ক্ষুদ্র প্রাণও ফিরিয়ে দেবার শক্তি আপনার আছে কি?

কণিষ্ক। সেই জন্যই তো আপনাকে অনুরোধ করছি বৈদ্যাচার্য! ওকে বাঁচিয়ে তুলুন।

ভৃগু। হাঁ, মানে মহারাজ যেটুকু পারেন না, সেটুকু আপনি পারেন ব'লেই তো মহারাজ আপনাকে মোটা বৃত্তি দিচ্ছেন।

চরক। ভুল, মহা ভুল ব্রাহ্মণ। প্রাণ আমিও কারুর ফিরিয়ে দিতে পারি না ; ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করি মাত্র।

কণিষ্ক। তাই করুন।

চরক। তা নিশ্চয়ই করব। কিন্তু যে প্রাণ আমরা ফিরিয়ে দিতে পারি না, তা কেড়ে নিতে চাই আমরা কোন্ অধিকারে মহারাজ ?

কণিষ্ক। কিন্তু তা না হ'লে তো যুদ্ধ জয় করা যায় না।

ভৃগু। বিলক্ষণ, যুদ্ধে অমন যদি দু-পাঁচ হাজার না মরল, তবে যুদ্ধ হ'ল কি ? বীরত্ব কিসের ?

চরক। কিন্তু আমরা যুদ্ধই বা করব কেন ?

কণিষ্ক। এ কি কথা বলছেন বৈদ্যরাজ ? আপনি শাস্ত্রজ্ঞ। আপনার মুখে ও কথা মানায় না, যুদ্ধ না করলে, রাজ্যবিস্তার হবে না ; আর রাজ্যবিস্তার না হ'লে প্রজারা সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকবে কেমন ক'রে ?

চরক। আমাদের প্রজাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অন্য দেশের প্রজাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কেড়ে নেব কেন ? রাজ্যের মধ্যে যদি কেউ কারুর দ্রব্য অপহরণ করে, রাজা তার জন্য দোষীকে শাস্তি দেন। কিন্তু সেই রাজা অন্য রাজ্যের শান্তি অপহরণ করতে চাইলে তাকে কি দোষী, তাকে কি অপরাধী বলা চলে না মহারাজ ?

কণিষ্ক। আজ এ কি অদ্ভুত কথা শোনালেন বৈদ্যাচার্য ? তবে আমি কি দোষী ? তবে আমি কি অন্যায় করেছি ?

ভৃগু। সর্বনাশ করেছে !

কণিষ্ক। বলুন বৈদ্যরাজ ! আমি যা করেছি, তা কি অন্যায় ? রাজার রাজ্যবিস্তার কি পাপ ?

চরক। পাপ-পুণ্যের বিচারক তো আমি নই মহারাজ। তবে এইটুকু বলতে পারি, একবার আপনার নিজের মনের কাছে প্রশ্ন ক'রে দেখুন তো, উত্তর পান কি না ?

কণিষ্ক। আমার এতদিনের রাজ্যজয়, আমার এই বীরত্বগৌরব,—কই, তার সপক্ষে তো কোন নৈতিক সমর্থন আমি পাচ্ছি না। এ কি অদ্ভুত ভাবনায় ফেললেন বৈদ্যরাজ ?

চরক। ভেবে দেখুন মহারাজ। আজ আপনি যাদের রাজ্য জয় করতে এসেছেন, তাদের প্রজাসাধারণ যদি একবার আপনার সামনে দাঁড়াবার সুযোগ পেত, তা হ'লে তারা নিশ্চয়ই আপনাকে প্রশ্ন করত যে, তাদের ছোট ছোট সুখের নীড়গুলি ভেঙে দেবার কোন্ অধিকার আছে আপনার ? তখন তাদের আপনি কি উত্তর দিতেন মহারাজ ?

কণিষ্ক। ঠিক, ঠিকই তো। কি উত্তর আমি তাদের দিতে পারতাম ? তবে কি যুদ্ধ অন্যায় ? তবে কি যুদ্ধ পরিহারই যথার্থ মঙ্গলকর ?

চরক। হ্যাঁ। যুদ্ধ বন্ধ করলেই যথার্থ মঙ্গল হবে মহারাজ। শত শত প্রাণ নিয়ে আর ছিনিমিনি খেলা নয় মহারাজ। নিজের জীবনকে এমন বিপন্ন ক'রে রণক্ষেত্রে আর ছোটাছুটি নয়,—প্রতি মুহূর্তে বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্রের ভয়ে ত্রস্ত হয়ে থাকা আর নয়। তার বদলে শান্তিতে নিজের প্রজাপালন, তাদের সুখশান্তি বৃদ্ধি, আর পর-রাজ্যের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা—আজ থেকে এই হোক্ আমাদের ব্রত মহারাজ। সোম। তোমার ভেষজ হ'ল কি ? শীঘ্র মৃতসঞ্জীবনী তৈরি কর। আচ্ছা, আমিই যাচ্ছি। আজ আমার বড় আনন্দের দিন।

[চরকের প্রস্থান]

কণিষ্ক। (ভৃগুর হাত দুটি ধ'রে) তুমি এমন নির্বাক কেন ব্রাহ্মণ ? কিছু বলো—আমি কি এতদিন আলেয়ার পিছনে ছুটে এলাম ? অমন চুপ ক'রে কেন ? কিছু বল—কিছু বল, ব্রাহ্মণ।

ভৃগু। আমায় বিদায় দিন মহারাজ—

কণিষ্ক। বিদায় চাইছ? ও, বুঝেছি বন্ধু। এতদিনের সঞ্চিত যত অন্যায় আজ একযোগে আমার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে চায়। এতদিন যা চেয়েছি, যা ভেবেছি তা যে সব ভুল, সব মিথ্যা—এ কথা না বুঝিয়ে সে ছাড়বে না। উঃ!···কতদিন স্বপ্ন দেখেছি···সে এক বিরাট মন্দির। ··আর তার সামনে যেন দাঁড়িয়ে আছি আমি। মনে হ'ল আমি যেন অনেক অনেক বড হয়ে উঠেছি, মন্দির ছাডিয়ে আমার মাথাটা যেন সেই আকাশে গিয়ে ঠেকেছে—আর বিরাট সূর্য আমার মাথার পেছনে দেবজ্যোতির্মণ্ডলের সৃষ্টি করেছে,—আমি দেখেছি পৃথিবীর মানুষ আমাকে দেখছে, আর ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করছে। আমি যেন শুনলাম তারা সবাই বলছে—ঐ মহারাজ কণিষ্ক—ঐ সম্রাট কণিষ্ক—ঐ দেবতা কণিষ্ক। মনে হ'ল ইউচি-বংশের প্রতিষ্ঠাতা দেবতার চেয়েও আমি যেন বড—অনেক বড। (স্বপ্নাতুর ভাবে স্তব্ধ হযে রইলেন—পরে শোকে ভেঙে পড়ে) কিন্তু কি ভুল—? কি ভুল--?—আজ স্বপ্নভঙ্গে দেখছি—আমি কেউ নই—কিছু নই—আমি একা। আর সবাই আমায় বলছে—ঐ সেই কণিষ্ক। যে রাজ্যজয়ের নামে বীভৎস দস্যুবৃত্তি করেছে। ঐ সেই কণিষ্ক। যে শান্তিনিকেতনে অশান্তির আগুন জ্বালিয়েছে। ঐ সেই কণিষ্ক। যে যুদ্ধের নামে অসংখ্য নিরীহ মানুষের প্রাণ বলি দিয়েছে। (ভৃগুর হাত ধ'রে) কিন্তু তুমি তো—তুমি তো আমার সঙ্গে যুদ্ধের প্রথম দিন থেকে ছিলে ব্রাহ্মণ। তুমি যদি জানতে যে যুদ্ধ অন্যায়—তবে সেদিন কেন সে কথা বল নি? সেদিন কেন চলে যেতে চাও নি? (ভৃগুর দেহ ধ'রে দু হাতে ঝাঁকি দিলেন।)

ভৃগু। কারণ, আজ জেনেছি যে, মহারাজ কণিষ্ক সত্যভ্রষ্ট।

কণিষ্ক। আমি সত্যভ্রষ্ট! কিন্তু কি সে সত্য বল ব্রাহ্মণ? আর কার কাছেই বা সে সত্য করেছি আমি যা আজ ভেঙে যাচ্ছে? বল—বল—

ভৃগু। সে সত্য করেছেন—আপনার মাথার ঐ মুকুটের কাছে। সে সত্য করেছেন—পুরুষপুরে সেই কুষাণ-সিংহাসনের কাছে। সে সত্য করেছেন—রাজ্যাভিষেকের দিনে আপনার পিতৃ-পিতামহের আত্মার কাছে।

কণিষ্ক। কি সেই সত্য?

ভৃগু। এত মতিভ্রম। আপনি না আমায় একদিন বলেছিলেন—কুজুল কদ্‌ভিসের স্বপ্ন সফল করার সত্য—আর তার পুত্র বিম্ কদ্‌ভিসের সেই পিতৃস্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত করে তোলবার সত্য।

কণিষ্ক। কুজুল কদ্‌ভিস্! বিম্ কদ্‌ভিস্! মহান কুষাণনেতা। আমার পিতৃপুরুষ! (যুক্তকরে প্রণাম ক'রে) ··হেঁয়ালি রাখ ব্রাহ্মণ; খুলে বল তাঁদের কোন্ উদ্দেশ্যের কথা বলছ?

ভৃগু। মনে ক'রে দেখুন মহারাজ। বিম্ কদ্‌ভিসের সেই বাণী—"কুষাণ-সম্রাট হবেন আসমুদ্র করগ্রাহী"। তাঁকে শপথ ক'রে বলতে হয়েছিল, তিনি আজীবন যুদ্ধ করবেন, আর নিজে না পারলে তাঁর উত্তরাধিকারী যাঁরা আসবেন, তাঁদের সবাইকে এই শপথ নিতে হবে,—তাতে যদি মৃত্যুও হয় তাও স্বীকার।

কণিষ্ক। তবে কি যুদ্ধ পরিহার অসম্ভব?

ভৃগু। হ্যাঁ, অসম্ভব। আর যুদ্ধ বন্ধ করলেই যে শান্তি আসবে—তারই বা স্থিরতা কোথায়? বরং অশান্তি আরও বাড়বে মহারাজ! অন্যান্য পরাজিত রাজা মনে করবে যে—রাজা কণিষ্ক দুর্বল হয়ে পড়েছেন; সুযোগ বুঝে তারা করবে বিদ্রোহ। দেশে বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠবে। আর তাদের সেই প্রতিরোধের ধাক্কায়

আপনাকেও হয়তো পেছু হটতে হটতে একদিন পুরুষপুর, গান্ধার ছাড়িয়ে সেই পামিরের আদিম আশ্রয়ে ফিরে যেতে হবে; আর সেখানে সেই অনুর্বর দেশে সমগ্র কুষাণ জাতি না খেতে পেয়ে তিলে তিলে মৃত্যু বরণ করবে। বলুন মহারাজ! একটা জাতিকে আপনি ধ্বংস ক'রে দেবেন নিজের খেয়ালে?

কণিষ্ক। ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণ! তুমি আমায় পথ দেখিয়েছ। না, না, এ যুদ্ধ পাপ নয়। এ যুদ্ধ একটা জাতিকে বাঁচাবার যুদ্ধ;—এ যুদ্ধ আমার পিতৃপুরুষের আদেশে ধর্মযুদ্ধ। আমি যুদ্ধ চাই, আমি যুদ্ধ চাই।

[কণিষ্ক অস্থিরভাবে পদচারণা করতে থাকেন,—একটু পরে খল-নুড়ি হাতে নিয়ে চরক প্রবেশ করেন]

এই যে বৈদ্যাচার্য! ভেষজ আপনার প্রস্তুত?

চরক। হ্যাঁ মহারাজ। আপনি যুদ্ধ বন্ধের নির্দেশ দিয়ে আসুন—ততক্ষণে ও সুস্থ হয়ে উঠবে আশা করি।

কণিষ্ক। না, না,—যুদ্ধ বন্ধ হবে না। যুদ্ধ আমাকে করতেই হবে। আপনি ভেষজ দিয়ে, আপনার সমস্ত বিদ্যা দিয়ে, যেমন ক'রেই হোক অন্তত কিছু সময়ের জন্য ওর জ্ঞান ফিরিয়ে আনুন, যাতে ও ব'লে যেতে পারে যে শত্রুব্যূহের গুপ্ত পথ কোথায়। তারপর ও যদি ম'রেও যায় তাতে কোন ক্ষতি নেই।—আমার শুধুমাত্র সেই সংবাদটুকু প্রয়োজন। শুধু সংবাদটুকু।

চরক। কিন্তু মহারাজ···

কণিষ্ক। আঃ, আর কোন কথা নয়। ওর জ্ঞানটুকু ফিরিয়ে আনবার জন্য পারিশ্রমিক আপনাকে আমি দেব—যত অর্থ চান আপনি।

আর বিশেষজ্ঞের সাহায্য যদি চান, তাও দিচ্ছি। (উত্তেজনার সুরে) কিন্তু ওর জ্ঞান ফিরিয়ে আনতেই হবে, এই আমার অনুরোধ—না না, এই আমার আদেশ।

চরক। মহারাজ! আপনি এখন উত্তেজিত—রোগীর ঘরে এত উত্তেজনা রোগীর পক্ষে যে ক্ষতিকর তা আশা করি আপনাকে জানাতে হবে না। যাতে মঙ্গল হয় আমি তাই করব।

কণিষ্ক। হ্যাঁ, তাই করুন। আমি নিজেই যাচ্ছি সেনাসমাবেশ করতে। ফিরে এসেই যাতে ওর সংবাদ পাই তার ব্যবস্থা করুন।

[বেগে প্রস্থান। অন্য ধার হতে সোমের প্রবেশ, হাতে ভেষজ]

ভৃগু। হাঃ হাঃ হাঃ এ যে কুষাণ-রক্ত, এত সহজে ঝিমিয়ে পড়লে চলবে কেন? আগুন জ্বালাব, আগুন—। লোভের আগুনে দম্ভের ঘৃতাহুতি দিয়ে শিখাকে লেলিহান ক'রে তুলতে হবে। হ্যাঁ, সেই জন্যই তো আমি বেঁচে আছি— [প্রস্থান]

সোম। তবে কি হবে গুরুদেব?

চরক। আমাদের অন্য কোন পথ ভাবতে হবে। (আরও গভীর চিন্তায় মগ্ন)

সোম। আচ্ছা গুরুদেব, মহারাজ যদি শত্রুব্যূহের গুপ্ত পথের সন্ধান না পান? যদি এই সৈনিকের প্রাণ ফিরিয়ে আনা না হয়?

চরক। (উত্তেজিত ভাবে) স্তব্ধ হও সোমবর্মা। না না, ও কথা ভাবাও আমার পক্ষে পাপ, মহাপাপ। আমি বৈদ্য, এক মুমূর্ষুকে আমি মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেব? না না, এ অসম্ভব। অসম্ভব! সোমবর্মা, সঞ্জীবনী নিয়ে এস।

সোম। তবে দেখুন গুরুদেব। মৃতসঞ্জীবনী দিয়ে এ সৈনিককে জীবিত ক'রে তুললে, মহারাজ এর কাছ থেকে পাবেন সেই গুপ্ত

পথের সন্ধান আর তার ফলে শুরু হবে বীভৎস নরহত্যা অভিযান।

চরক। (বিহ্বল ভাবে উঠে দাঁড়িয়ে) অ্যাঁ, তাই তো! এদিকে একটি প্রাণ—ওদিকে সহস্র প্রাণ। তবে কি—? না না, এ হতে পারে না। সোমবর্মা, আমায় প্রলুব্ধ ক'রো না। (সোমকে ধাক্কা দিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দিলেন)) চরকের জীবনে আজ এ কি দ্বন্দ্ব? এ আঁধারে কে দেখাবে আলো।

[অশ্বঘোষ, নাগার্জুন ও বৃদ্ধ সৈনিকের প্রবেশ]

অশ্বঘোষ ও নাগার্জুন। (একসঙ্গে) সম্রাটের জয় হোক!

চরক। এ কি! কবি অশ্বঘোষ? বিজ্ঞানাচার্য নাগার্জুন? আপনারা কি এলেন আমার দ্বন্দ্বের নিরসন করতে?

অশ্বঘোষ। শুনলাম আপনি গুরুতর রাজকার্যে ব্যস্ত। যদি আপনাকে সামান্য সাহায্য করতে পারি, তা হ'লে নিজেকে ধন্য মনে করব।

নাগার্জুন। কি আপনার দ্বন্দ্ব বৈদ্যাচার্য?

চরক। বলছি, তার আগে একটা কথা বলুন তো? আপনাদের সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান কি মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ চায় না বন্ধু?

অশ্ব। বিশ্বের কল্যাণই তো সাহিত্যের প্রথম আর প্রধান কথা—সত্য শিব আর সুন্দরের সাধনাই তো সাহিত্যের সাধনা।

চরক। কিন্তু একের কল্যাণে যদি বহুর কল্যাণ ব্যাহত হয়—তা হ'লে?

নাগার্জুন। ব্যষ্টির চেয়ে সমষ্টির গুরুত্ব অনেক বেশী। ব্যক্তিগত স্বার্থ যেখানে সামগ্রিক স্বার্থকে ব্যাহত ক'রে সেখানে ব্যক্তিস্বার্থ বিসর্জনই শ্রেয়।

চরক। তবে শুনুন, এই আহত সৈনিক সংজ্ঞাহীন—মহারাজের আদেশ, এর জ্ঞান ফিরিয়ে আনতেই হবে। আর প্রয়োজন হ'লে আপনারা আমাকে সাহায্য করবেন—এই মহারাজের অভিরুচি।

নাগার্জুন এ তো উত্তম কথা।

চরক। কিন্তু এর জ্ঞান ফিরে এলে মানুষের যদি মহা অকল্যাণ হয়?

সৈনিক। (আর্তস্বরে)—এ কি কথা বলছেন বৈদ্যাচার্য? আমার আনন্দ নিষ্পাপ, ওকে দিয়ে কারও অকল্যাণ হবে না।

নাগার্জুন। তবে আর ওর জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে বাধা কোথায় বৈদ্যাচার্য?

অশ্বঘোষ। বিশেষ আপনি যখন চিকিৎসক, আর ও যখন রোগী তখন ওকে বাঁচিয়ে তোলাই তো আপনার কর্তব্য।

[সুধাপাত্র হাতে সোমের প্রবেশ]

সৈনিক। বৈদ্যাচার্য, ও চ'লে গেলে আমার চিত্রলেখার সিঁদুর মোছা সিঁথির দিকে চাইব কি ক'রে? কি বলব আমি যখন বিজয় এসে জিজ্ঞাসা করবে—দাদু, আমার বাবাকে কোথায় রেখে এলে? (ক্রন্দন)

সোম। (সুধাপাত্র হাতে চরকের পশ্চাৎ হতে) এটা তা হ'লে দিয়ে দেই গুরুদেব?

চরক। (অন্যমনস্কভাবে) হ্যাঁ হ্যাঁ। (সোম আহত সৈনিককে সুধা দিল) · হ্যাঁ হ্যাঁ। ঠিক কথা! রাজার আদেশ, বৈদ্যের কর্তব্য, বাপের কান্না। না না—আর সন্দেহ নেই। ওকে বাঁচাতেই হবে। কিন্তু তার বিনিময়ে রাজা যখন জানবে সেই গুপ্ত পথের সন্ধান, তখন হবে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। সে সংগ্রামে কত প্রাণ

বলি হবে; কত ঘরে হাহাকার প'ড়ে যাবে। এই অবস্থায় সৈনিকের জ্ঞান ফিরিয়ে আনা কি পাপ নয়?

নাগার্জুন। সে কি কথা! পাপ?

চরক। নিশ্চয়ই। আমরা সৈনিককে বাঁচিয়ে তুলি; তার পর মহারাজ কণিষ্ক এসে জেনে যান, সেই গুপ্ত পথ কোন্ দিকে। আর তার ফলে যে নরমেধ-যজ্ঞ শুরু হবে তা থেকে একটি প্রাণীও আর প্রাণ নিয়ে ফিরে যাবে না।

নাগার্জুন। তা যুদ্ধ করতে হলে মরতে তো হবেই।

চরক। না, যুদ্ধ তো তারা চায় নি। যুদ্ধ সৃষ্টি করেছে রাজা। একবার ভেবে দেখুন তো বিজ্ঞানাচার্য, ঐ যে সীমান্তের ওধারে যারা দাঁড়িয়ে, ওদের ভেতর আমাদের মত কত দার্শনিক, কত বিজ্ঞানী, কত শিল্পী, কত সাধারণ মানুষ,—মানুষের কল্যাণ কামনায় নিযুক্ত। ওরা আপনার আমার কি শত্রুতা করেছে বলুন তো?

অশ্বঘোষ। সত্য কথাই তো বিজ্ঞানাচার্য। ওরা তো কোন শত্রুতাই করে নি আমাদের সঙ্গে। আমরাই তো লোভের বশবর্তী হয়ে তাদের শান্তি বিনষ্ট করতে চলেছি। তারই ফলে পরাজিত দেশের শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি—সব কিছু আজ ধ্বংস হতে চলেছে। আর আপনার বিজ্ঞানও আজ আপন ব্রত থেকে বিচ্যুত হয়ে রাজশক্তির কাছে ক্রীতদাসের মত আত্মবিক্রয় করতে চলেছে।

নাগার্জুন। হ্যাঁ, আমিও সে কথা বহুদিন ভেবেছি সাহিত্যাচার্য! তবে কি—যুদ্ধ বন্ধ হওয়াই সমীচীন? দেশের জনগণ কি সত্যই এ যুদ্ধ চায় না?

সৈনিক। না না—আমরা এ যুদ্ধ চাই না। শত্রুপক্ষ ব'লে যার ঘাড়ে তলোয়ার বসাব সে তো আমাদের কোন ক্ষতি করে নি;—সে আমাদেরই মত গ্রামের মানুষ, আমাদেরই মত ছেলেমেয়ের বাপ।

নাগার্জুন। তা হ'লে আমাদের কি কর্তব্য? কি করলে এ যুদ্ধ বন্ধ হয়?

অশ্বঘোষ। (আহত সৈনিককে দেখিয়ে) আমার মতে ঐ সৈনিকের জ্ঞান ফিরিয়ে না আনাই সমীচীন। বল সৈনিক, তোমার কি মত?

সৈনিক। আমার কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। আমায় একটু ভাবতে দিন—একটু ভাবতে দিন।

অশ্ব। হ্যাঁ, ভেবে দেখ—ঐ সৈনিক জ্ঞান ফিরে পেলে রাজাকে বলতে বাধ্য হবে সেই গুপ্ত পথের সন্ধান। তারপর শুরু হবে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। তাতে বিপক্ষের কেউ প্রাণ নিয়ে ফিরে যাবে না, তাদের ঘরে ঘরে হাহাকার প'ড়ে যাবে। বৈধব্যের দীর্ঘশ্বাসে আর অনাথ শিশুর কান্নায় অমঙ্গল নেমে আসবে তোমারও ঘরে।

সৈনিক। চুপ করুন, দয়া ক'রে চুপ করুন। আমি যে আর শুনতে পারি না। (একটু ভেবে) আচ্ছা, আমার আনন্দ যদি বেঁচে উঠে মহারাজকে না বলে সে গুপ্ত পথের সন্ধান?

নাগার্জুন। তাহলে সেই মুহূর্তে মহারাজ কনিষ্কের তরবারির আঘাতে এর মস্তক দেহ হতে বিচ্ছিন্ন হবে।

সৈনিক। (আর্তনাদ ক'রে) ওরে আমার আনন্দ! ওরে আমার নীলকণ্ঠের বিষ! তোকে নিয়ে আমি কি করি? (ছুটে গেল আহত সৈনিকের কাছে, দেখল দেহ তার স্পন্দিত হচ্ছে) বৈদ্যাচার্য, দেখুন, দেখুন—আমার আনন্দ প্রাণ ফিরে পাচ্ছে! আনন্দ! ওরে আনন্দ আমার!

চরক। (দ্রুত নাড়ী পরীক্ষা ক'রে) কি আশ্চর্য! এ যে প্রাণ-সঞ্চারের লক্ষণ। সোম। (সোম এল) একে কি তুমি মৃতসঞ্জীবনী দিয়েছ?

সোম। হ্যাঁ গুরুদেব! আপনি যে তখন দিয়ে দিতে বললেন?

চরক। মূর্খ, চিন্তার মুখে অন্যমনস্কভাবে কি বলেছি, আর তাই তুমি করলে? কেন তুমি ভেষজ আমার হাতে দিলে না? না না, তোমারই বা দোষ কি? এ যে ভবিতব্য; কেউ তো রোধ করতে পারবে না। এ যুদ্ধ হবেই;—এক্ষুনি এ জ্ঞান ফিরে পাবে।

নাগা, অশ্ব। (একসঙ্গে) কি সর্বনাশ!

[কণিষ্ক ও ভৃগুর প্রবেশ]

কণিষ্ক। কি সংবাদ? ও কথা বলেছে? ঐ তো দেহ স্পন্দিত হচ্ছে—দেখুন দেখুন বৈদ্যাচার্য, ও কি কথা বলবে?

চরক। হ্যাঁ, বলবে—তবে আরও কিছু বিলম্ব আছে।

কণিষ্ক। কথা বলবে—ও কথা বলবে! বৈদ্যাচার্য! আপনাকে—আপনাকে আমি কি দিয়ে যে সম্মানিত করব—! হ্যাঁ, হ্যাঁ, ধনভাণ্ডারের দ্বার খুলে দেব,—যত অর্থের প্রয়োজন তা আপনি নিতে পারেন। এইবার দেখব সম্রাট কণিষ্ককে বাধা দিতে পারে কে? ওদের জনপদের প্রতিটি ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দিতে হবে।

ভৃগু। বৃদ্ধ-রোগী-নারী-শিশু নির্বিচারে হত্যা করতে হবে। ওরা যেন ভুলে যেতে না পারে যে, সম্রাট কণিষ্কের বিজয় অভিযানকে প্রতিরোধ করার দুঃসাহসও কি মারাত্মক!

কণিষ্ক। হ্যাঁ। (ভৃগুর প্রতি) যুবরাজ বাসিষ্ককে সংবাদ দাও যেন একদল দুর্ধর্ষ অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে সে প্রস্তুত থাকে। যুদ্ধজয়ের সঙ্গে সঙ্গে যেন নগরলুণ্ঠন শুরু হয়, একজন—একজনও যেন পালিয়ে বাঁচতে না পারে। আর সেনাপতিকে—না না আমি নিজেই সব ব্যবস্থা ক'রে আসি। আপনি এই অবসরে দেখুন বৈদ্যাচার্য, ও কথা বলে কিনা!

[বেগে প্রস্থান]

ভৃগু। আমিও বিষ যুদ্ধ করব—ওই তো—ওই তো সেই কালকূট।

[কালকূট গ্রহণের উদ্‌যোগ]

চরক। (ছুটে গিয়ে হাত ধ'রে) স্পর্শ ক'রো না—স্পর্শ ক'রো না শয়তান।

ভৃগু। দেবে না? দেবে না? বেশ, আমি চাই না—আমি চাই না, কিন্তু যুদ্ধ হবেই—বিষ-যুদ্ধ আমি করবই—(চরক ধাক্কা দিয়ে তাকে বাহিরে নিয়ে গেলেন)

নাগার্জুন। কি ভয়ানক! এত বড় একটা পাপকে আমাদের সমর্থন করতে হবে? কোন উপায় নেই?

সৈনিক। (হঠাৎ আহত সৈনিকের গলা টিপে ধ'রে) ওরে আনন্দ! ওরে বিষাক্ত সাপ! কেন তোকে আমার ভাল লেগেছিল? কেন তোর বিজয়ের চোখ আমায় অমন ক'রে টানে? কেন আমার সঙ্গে শত্রুতা করছিস্—বল্? (নাগার্জুন ও অশ্বঘোষ ছুটে এসে তাকে ছাড়িয়ে দিলেন)

অশ্বঘোষ। এ কি করছ, এ কি করছ—তুমি উন্মাদ হ'লে না কি?

সৈনিক। না না, ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও আমাকে। শুনলে না, যুদ্ধ হবে; নগর লুঠ হবে—নারী শিশু সব হত্যা করা হবে। না না, এ পাপ সইবে না। এ বিষধর সাপকেই মেরে ফেলতে হবে, যাতে ও এতগুলো প্রাণকে ছোব্‌লাতে না পারে।—(উন্মাদের মত ছুটে গিয়ে কালকূটের পাত্র নিয়ে মুখে প্রদান করে আহত সৈনিকের)

[চরক প্রবেশ করেন]

চরক। এ কি করলে! এ কি করলে সৈনিক! এ যে কালকূট, উগ্র কালকূট!

সৈনিক। যাক্,—যাক্—সব শেষ হয়ে যাক্;—এ পাপের শেষ হয়ে যাক্। (ক্রন্দনে ভেঙে পড়ে)

চরক। এ কী সর্বনাশ করলে সৈনিক! ওর মুখ বন্ধ করতে চাইলেও মুখ বন্ধ হবে না আর। ওর দেহে যে মৃতসঞ্জীবনী প্রবাহিত হচ্ছে—(নাড়ী পরীক্ষা ক'রে) কথা এ বলবেই,—বিষক্রিয়া যদি ঘটে—ঘটবে তারপরে।

[বেগে কণিষ্ক ও ভৃগুব প্রবেশ—সৈনিক আহত সৈনিককে ছেড়ে দূরে দাঁড়াল]

কণিষ্ক। কি হ'ল বৈদ্যাচার্য? ও কি কথা বলছে—(আহত সৈনিকের দিকে তাকাতেই দেখলেন ধীরে ধীরে সৈনিক চোখ মেলছে)

[কণিষ্ক দ্রুত তার নিকটে গিয়ে বড় যত্নে তার মাথা নিজের কোলে তুলে নিলেন]

বল, বল সৈনিক, শত্রুর ব্যূহে প্রবেশ করবার গুপ্ত পথ কোথায়? বল—আমি মহারাজ বলছি, তুমি কথা বল—কথা বল।

আহত সৈনিক। ম-হা-রা-জ—

কণিষ্ক। বল, বল—আমি মহারাজ বলছি। বল, শত্রুব্যূহের পথ কোথায়? যত অর্থ চাও, দেব; না না, তোমায় রাজ্যখণ্ড দেব; বল—বল, কি বলছ?

আহত সৈনিক। মহারাজ—ম-হা—

[দারুণ যন্ত্রণায় সমস্ত দেহটা বেঁকে আবার সোজা হয়ে গেল, মাথাটা ঢলে পড়ল]

কণিষ্ক। বল—বল, কি বলছ, বল? এ কি। এ কি বৈদ্যরাজ! দেখুন দেখুন, দেহ যে অসাড় হয়ে গেল।

চরক। (নাড়ী দেখে) ও আর কথা বলবে না মহারাজ! ও মারা গেছে।

সৈনিক। ওরে আমার আনন্দ! আমার নীলকণ্ঠ। সাড়া দে, সাড়া দে বাবা।

[ক্রন্দনে ভেঙে পড়ল]

কণিষ্ক। (উঠে) কথা বলবে না? তবে কি পথ জানা হ'ল না? যুদ্ধজয় হবে না? এখান থেকে আমায় ফিরে যেতে হবে?

ভৃগু। কক্ষনো না। যুদ্ধ আপনাকে করতেই হবে। ঐ, ঐ দেখুন! পামির গ্রন্থির নীচে তুষার ঝড়ে অনাহারে মৃত শত শত কুষাণের বিদেহী আত্মারা আজ আপনার চারিদিকে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়েছে। ঐ শুনুন, ঐ শুনুন, তারা বলছে—যুদ্ধ বন্ধ ক'র না, ফিরে যেও না সেই মৃত্যু-বিভীষিকার দেশে। ঐ শুনুন, হিমালয়ের পারে কুজুল কদ্‌ভিসের আত্মা কাঁদছে।

কণিষ্ক। কুজুল কদ্‌ভিস! আমার পিতৃপুরুষের শপথ! হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমায় এগিয়ে যেতেই হবে। যেমন ক'রেই হ'ক, আমি যাব। সেনাপতি। কুমার বাসিষ্ক! সৈন্য সাজাও, সৈন্য সাজাও—

[বেগে প্রস্থান]

ভৃগু। হাঃ-হাঃ-হাঃ, নিজের হাতে যে হোমাগ্নি জ্বেলেছিলাম, তা আজ ধু-ধু ক'রে জ্বলে উঠছে। এইবার দেখতে হবে মুমূর্ষুকে জল না দিয়ে পাথরে আছড়ে মারলে কেমন দেখায়, আমায় দেখতে হবে—

[বেগে বেরিয়ে যাচ্ছিল, নাগার্জুন তাকে ধরল]

নাগার্জুন। পরান্নভোজী উদ্ভিদ্! দিনের পর দিন রাজাকে যুদ্ধ উন্মাদ ক'রে তুলেছ—বল, কি তোমার উদ্দেশ্য?

ভৃগু। তুমি দেখতে দেবে না? দেখতে দেবে না আমাকে?

অশ্বঘোষ। বল, তোমার কি উদ্দেশ্য? না হ'লে তোমায় হত্যা করব।

[ধরে ঝাঁকানি দিল]

ভৃগু। না না, আমায় হত্যা ক'র না, তোমার পায়ে পড়ি। আমায় যে বাঁচতে হবে, আমায় দেখতে হবে, কেমন ক'রে রক্ত-তৃষ্ণায়-উন্মাদ ঐ কুষাণ নিজের রক্ত নিজে পান করে? জল না পেয়ে কণিষ্ক কেমন ক'রে ছট্‌ফট্ ক'রে মরে? আমায় যে দেখতে হবে, আমায় যে তাই বাঁচতে হবে, তোমার পায়ে পড়ি, আমায় মের না—আমায় মের না—

[ভৃগু অশ্বঘোষের পা জড়িয়ে ধরতে অশ্বঘোষ একটু সরে দাঁড়াল, চরক এতক্ষণ সৈনিককে সান্ত্বনা দিচ্ছিল, এবারে এগিয়ে এল]

চরক। অদ্ভুত প্রহেলিকাময় চরিত্র এই ব্রাহ্মণের। মনে হয় এর মনের কোণে কোথায় যেন বেদনার এক গভীর ক্ষত রয়েছে। বল ব্রাহ্মণ, তোমার কি সেই বেদনা? বল, সে ইতিহাস আমরা শুনব।

ভৃগু। শুনবে? সত্যিই শুনবে? কতজনকে বলতে চেয়েছি, কিন্তু কেউ তো শোনে না সে কথা। বল, বল শুনবে? শুনবে তোমরা?

অশ্বঘোষ। হ্যাঁ, তুমি বল, আমরা শুনব।

ভৃগু। (অভিভূতের মত) বিতস্তার শান্ত তীরে ছিল এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, ছিল তার সুখে-ভরা আশ্রম, ছিল গৃহলক্ষ্মী নারায়ণী, আর ঘর-আলোকরা তার ভরত আর ভাস্বতী। একবার সে তীর্থদর্শনে

গিয়েছিল। ফিরে এসে দেখল, বিতস্তার জল রক্তে রাঙা হয়ে উঠেছে; তীরে তীরে গ্রামের কোন চিহ্ন নেই। কে যেন চুষে সব সমান ক'রে দিয়েছে—। (চুপ ক'রে রইল)

নাগার্জুন। তার পর, তার পর ?

ভৃগু। তারপর উন্মাদের মত বিতস্তার তীরে তীরে খুঁজে ফিরেছি আমার নারায়ণীকে, চীৎকার ক'রে ডেকেছি আমার ভরত আর ভাস্বতীকে; কিন্তু কেউ সে ডাকে সাড়া দিল না। পাহাড়ীয়া যে ক'জন প্রাণ নিয়ে বেঁচেছিল তারা বলল, দিগ্‌বিজয়ী কণিষ্কের বিজয় অভিযান বাধা পেয়েছিল সেইখানে, তাই সে সব শেষ ক'রে দিয়েছে। নারী-শিশু নির্বিচারে হত্যা করেছে, আমার নারায়ণীর বুক থেকে আমার ভরত আর ভাস্বতীকে ছিনিয়ে এনে তাদের পাথরে আছড়ে মেরেছে। মৃত্যুর সময়ে তারা 'জল জল' ক'রে চিৎকার করেছিল, কিন্তু কেউ তাদের জল দেয় নি।

অশ্বঘোষ। উঃ, কি ভীষণ! কি বীভৎস!

ভৃগু। বীভৎস? কই, না তো! সেদিন তো চোখ দিয়ে এতটুকু জল পড়ে নি! চোখের জল যে সব শুকিয়ে দানা বেঁধে গেছে।

নাগার্জুন। তারপর, তারপর কি করলে ?

ভৃগু। হ্যাঁ, হ্যাঁ। তারপর সেই ব্রাহ্মণকে আমি হত্যা করলুম। গলা টিপে হত্যা ক'রে আমি বেরিয়ে পড়লুম রাজা কণিষ্কের সন্ধানে। আজ আমি তাঁর বয়স্য হয়েছি। দিনের পর দিন ধ'রে তাঁর বুকে দারুণ হিংসার দাবানল জ্বেলে তুলেছি। সে আগুনে সব পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে। দেশব্যাপী লুণ্ঠন, গৃহদাহ আর হত্যা শুরু হবে; আর হত্যার পর হত্যা ক'রে ঐ কুষাণ হত্যার নেশায় শেষে পাগল হয়ে উঠবে। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

চরক। কিন্তু তাতে তোমার কি লাভ ?

ভৃগু। পাপ কখনও চাপা থাকে না, একদিন না একদিন তার প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে। সেদিন নিজের পাপের বিভীষিকা দেখে সম্রাট কণিষ্ক ভয়ে চিৎকার ক'রে উঠবে। ভয় আর পিপাসায় তার কণ্ঠ কাঠ হয়ে যাবে। সে চিৎকার করবে—জল! জল! হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক সেই সময়, ঠিক সেই সময় আমি তার মাথায় পাথর মারব। দেখব, জল না পেয়ে মৃত্যুপথযাত্রী ঐ কুষাণের মুখও কত বিকৃত, কত সুন্দর, আর কত বীভৎস হয়ে ওঠে! হাঃ-হাঃ-হাঃ—

অশ্বঘোষ। উঃ, যুদ্ধের বীভৎসতা মানুষকে কত বড় পশু ক'রে তুলেছে।

চরক। কিন্তু তুমি যে ভুল করেছ ব্রাহ্মণ! আগুনে ঘৃতাহুতি দিলে সে আগুন তো কখনও নেবে না, তাকে নেবাতে যে শান্তি-বারি প্রয়োজন। হিংসা দিয়ে কি হিংসার শোধ নেওয়া চলে বন্ধু ?

নাগার্জুন। হত্যার দ্বারা কি তোমার প্রাণের জ্বালা সত্যই মিটেছে ?

ভৃগু। প্রাণের জ্বালা—প্রাণের জ্বালা! কৈ, না তো! এতটুকুও না! ওঃ, জ্ব'লে যায়—জ্ব'লে যায়।

[নিজের বুক চেপে ধরল, বেগে ঢুকল সোমবর্মা]

সোম। গুরুদেব, সর্বনাশ হয়েছে! আমাদের সেবাদলের নেতা রবিবর্মা সংবাদ পাঠিয়েছেন যে, সম্রাট রণক্ষেত্র ত্যাগ ক'রে সসৈন্যে নগর লুণ্ঠনে বেরিয়েছেন।

চরক। কি সর্বনাশ!

ভৃগু। (লাফিয়ে উঠে) অ্যাঁঃ! অ্যাঁঃ! কি বললে? মায়ের বুক থেকে শিশুকে ছিনিয়ে পাথরে আছড়ে হত্যা করছে? নারায়ণীর

বুক থেকে আমার ভরত আমার ভাস্বতীকে ছিনিয়ে আনছে? না না, সাবধান কণিষ্ক! সাবধান ঘাতক! আমার ভরত আমার ভাস্বতীকে আমি আর হত্যা করতে দেব না, আমি আর হত্যা করতে দেব না—(বেগে প্রস্থান)

নাগার্জুন। ধর ধর, ওকে ধর, ও যে মরতে চলল!—

[ভৃগুর পশ্চাতে সোমের প্রস্থান]

চরক। ওকে ধরে রেখে কোন লাভ নেই। ঐ বেদনাহত হতভাগ্যের প্রতি শুধু সহানুভূতি জানাই।

অশ্বঘোষ। এই নিষ্পাপ প্রাণের বিনিময়েও তো যুদ্ধ বন্ধ হ'ল না বন্ধু?

চরক। হবে—বন্ধু হবে। আপনাদের তো অজানা নয় বন্ধু—অসতো মা সদগময়ঃ, তমসো মা জ্যোতির্গময়ঃ, মৃত্যুর্মামৃতং গময়ঃ। গময়ঃ কথার অর্থ তো পথ এড়িয়ে যাওয়া নয়—পথ পেরিয়ে যাওয়া। অসত্যের পথ পেরিয়ে সত্য আবির্ভূত হবে,—আঁধার থেকে হবে আলোর উদয়—মৃত্যু থেকে বিকশিত হবে অমৃত।

নাগার্জুন। কবে হবে? কবে হবে এ যুদ্ধের অবসান?

চরক। বহুকালের প্রচলিত রীতি কি একদিনে মুছে দেওয়া যায় কবি? এখনো যে আরও অনেক বলির প্রয়োজন। আজ শুধু এই নিষ্পাপ যুবকের মৃত আত্মার নামে আসুন সকলে শপথ নিই;—এস তুমি সৈনিক! আসুন বিজ্ঞানী দার্শনিক! আর এস তুমি বন্ধু, সাহিত্যিক কবি শিল্পী! এস আজ সকলে এই শপথ নিই যে, যুদ্ধের চেয়ে শান্তি শ্রেয়ঃ, মৃত্যুর চেয়ে জীবন কাম্য, আর সকলে সেই মতের সৃষ্টি করি, যাতে মানুষের মন থেকে এই যুদ্ধপ্রবৃত্তি দূর করা যাবে।

[সৈনিক মৃত সৈনিকের দেহটি তুলে ধ'রে]

সৈনিক। ওরে আনন্দ! চল্—চল্ বাবা! আমার চিত্রলেখা আমার বিজয় যে তোর পথ চেয়ে আছে। তাদের আমি বলব, আমার নীলকণ্ঠ জগতের সব বিষ নিজের কণ্ঠে ধারণ ক'রে নিজে নীল হয়ে গেছে—(ক্রন্দন)

চরক। কেঁদো না সৈনিক। তুলে ধর—তুলে ধর ঐ নিশান। এস শিল্পী—এস বিজ্ঞানী—এস ওই রাজশক্তির রক্তরঞ্জিত বিজয় পতাকার উর্ধ্বে তুলে ধরি এই শান্তির শ্বেতপতাকা। শান্তির শোভাযাত্রীরা যে আসছে—শুনছ না? শুনছ না তাদের সে আহ্বান!!

[দূর থেকে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সমবেত কণ্ঠের সুর ভেসে আসে—বুদ্ধং শরণম্ গচ্ছামি—ইত্যাদি। সুর বহুদূর থেকে ক্রমে ক্রমে নিকটে আসতে লাগল]

নাগার্জুন। হ্যাঁ বন্ধু! শুনেছি—শুনেছি সে আহ্বান। ভগবান তথাগতের ত্রিশরণ নিয়ে এগিয়ে আসছে ওই বৌদ্ধ ভিক্ষুর দল, বলছে—বুদ্ধং শরণম্ গচ্ছামি।

অশ্বঘোষ। হ্যাঁ হ্যাঁ—পূর্বাকাশের উদীয়মান সূর্যের মতই শাশ্বত সত্যের সেই পথ আমি দেখতে পাচ্ছি। ভগবান তথাগতের এই অহিংসা মন্ত্রের মাঝেই রণক্লান্ত পৃথিবীর মানুষ একদিন যথার্থ শান্তি খুঁজে পাবে। বলবে, ধর্মং শরণম্ গচ্ছামি!

চরক। হ্যাঁ, আরও দূরের দিকে তাকিয়ে দেখতে পাচ্ছি, মানুষ একদিন যুদ্ধের প্রতি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। যুদ্ধ তারা আর চায় না; যুদ্ধকামীদের তারা আর সহ্য করতে পারছে না। তারা চাইছে শান্তি; দেশে দেশে দল বাঁধছে। সেই শান্তির সৈনিকেরা যেন

দেখতে পায় যে—এদিনের রণঝঞ্ঝার মাঝে শান্তির বন্দনা ক'রে একটি সাদা শঙ্খও বেজেছিল—তাই তুলে ধর, আরও উঁচু ক'রে তুলে ধর এই শান্তি-শহীদের শ্বেতপতাকা ;—আর সেই আগামী দিনের মানুষেব সঙ্গে শপথ নাও—সংঘং শরণম্ গচ্ছামি।—

[নেপথ্যে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সমবেত সংগীত খুব নিকটে ধ্বনিত হতে লাগল। বৃদ্ধ সৈনিক মৃত সৈনিকের দেহ তুলে ধরলে। সকলে সাহায্য করলে। ধুনচি থেকে ধোঁয়াব কুণ্ডলী উঠে মঞ্চ আচ্ছন্ন ক'রে দিল। ধীরে ধীরে যবনিকা নেমে এল]

যবনিকা

এক পশলা বৃষ্টি

ধনঞ্জয় বৈরাগী

চরিত্র-পরিচিতি

সরমা

খোকা

প্রশান্ত

কমল

খুকী

এক পশলা বৃষ্টি

[সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের ভাড়া বাড়ির বাইরের ঘর। লোক এলে এখানে বসানো হয়, আবার খোকা এখানে লেখাপড়াও করে। কোণের দিকে পড়াব টেবিল আছে। খোকার বয়স বছর পনেরো। ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ, খোকা টেবিলের কাছে চুপ ক'রে ব'সে আছে। সরমা ঘরে ঢোকে, বয়স তিরিশ বছর, সাধারণ ক'রে শাড়ি পরা।]

সরমা। ফের সেই দরজা-জানালা বন্ধ ক'রে ব'সে আছিস, দিন দিন কি হচ্ছিস বল্ তো খোকা? আটটা বাজে, ঘরে অন্ততঃ আলো একটু ঢুকুক। (সরমা জানালা খুলতে যায়।)

খোকা। (বিরক্ত স্বরে) না, না, জানালা খুলো না।

সরমা। কেন?

খোকা। ভাল লাগছে না।

সরমা। সেই একঘেয়ে কথা—ভাল লাগছে না, ভাল লাগছে না। আজকাল তো দেখছি কিছুই তোর ভাল লাগছে না। এইটুকু বয়েস—এখন কোথায় খেলাধুলো করবে, বন্ধুদের সঙ্গে হৈ-হৈ করবে, তা নয় সারাক্ষণ মুখ বুজে ঘরের মধ্যে ব'সে থাকবে। এমন করলে অসুখ করবে যে—

খোকা। আমার শরীর খারাপ হ'লে কার কি এসে যায়?

সরমা। তার মানে?

খোকা। (রেগে উঠে দাঁড়িয়ে) তার মানে, তার মানে। অত মানে আমি জানি না। আমায় একটু একলা থাকতে দেবে?

সরমা। (আহত সুরে) বাবা তোমার খোঁজ করছিলেন, তাই—

খোকা। (বিদ্রূপ ক'রে) তাই, আমার খবর নিতে এসেছ? তবে আর কি, এবার যাও, বাবাকে গিয়ে রিপোর্ট দিয়ে এস।

সরমা। রিপোর্ট?

খোকা। হ্যাঁ, আমার জন্যে সারাদিন কি কি করেছ তার ফিরিস্তি।

সরমা। (কান্না চেপে কাছে এগিয়ে এসে) এ রকম ক'রে কেন কথা বলিস খোকা, আমার বুঝি কষ্ট হয় না?

খোকা। তোমার আবার কষ্ট কিসের। সবাই তো তোমার বাহবা দিচ্ছে। কত ভাল মা, কি সুন্দর ব্যবহার।

সরমা। জানি না কে তোমার মনে বিষ ঢুকিয়ে দিয়েছে।

[সরমা ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, খোকা ডাকে]

খোকা। আর শোনো, বাবাকে ব'লে দিও এর পর আমি হোস্টেলে থেকে পড়াশুনো করব।

সরমা। নিজের বাড়িতে জায়গা হচ্ছে না বুঝি!

খোকা। পড়াশুনো হচ্ছে না, এত বিরক্ত করলে কেউ পড়তে পারে?

সরমা। মন থাকলেই পড়াশুনো করা যায়। আমাদের তো বাড়ির কত কাজ করতে হয়েছে, তারই মধ্যে বি. এ এম এ পাস করেছি।

খোকা। আমি তো আর তোমার মত জিনিয়াস্ নই।

সরমা। সে কথা হচ্ছে না, তোমার বন্ধুদের কথাই ভাব না—কত জনের বাড়িতে পড়ার একটা জায়গাও নেই। বাড়ির বাজার করা থেকে শুরু করে—

খোকা। ঐটেই তো বাকি আছে, এবার চাকরবাকর ছাড়িয়ে আমাকে কাজে লাগিয়ে দাও। তা হ'লেই তো তুমি খুশী হও!

সরমা। (রেগে) যত রাজ্যের পাকা পাকা কথা, দিন দিন একটা বাঁদর তৈরী হচ্ছ, বাবার আশকারা পেয়েই তো মাথায় উঠেছ কিনা, আমি হলে—

খোকা। চাবুক মারতে, ঘরে বন্ধ ক'রে রাখতে। যা খুশি তাই কর না, লোক দেখিয়ে মিথ্যে ভড়ং কর কেন?

সরমা। মিথ্যে ভড়ং, এত বড় কথা?

খোকা। তা ছাড়া কি! পিসীমাকে এ বাড়ি থেকে তাড়িয়েছ, এবার আমাকে তাড়াও।

সরমা। পিসীমাকে! তোমার পিসীমাকে আমি যেতে বলি নি।

খোকা। তবে এতদিন বাদে হঠাৎ গেলেন কেন?

সরমা। সে তোমার বাবা জানেন।

খোকা। বাবাকে তো তুমি শিখিয়েছ, উনি এসবের কি জানেন? আমার হোস্টেলে থাকার বন্দোবস্ত ক'রে দাও, আমি আর এক দিনও এ বাড়িতে থাকতে চাই না। যদি পয়সা খরচ হবে ব'লে হোস্টেলে রাখতে না চাও, ব'লে দাও, আমি আত্মহত্যা করব।

[খোকা বাড়ির ভেতর চ'লে যায়। সরমা চুপ ক'রে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে জানালা খুলে দেয়। ভেতর থেকে খোকার চেঁচামেচি শোনা যায়। সরমা রাগে দুঃখে হাঁপাচ্ছে। অফিসের জামা-কাপড় পরতে পরতে প্রশান্তবাবুর প্রবেশ। বয়েস চল্লিশের কিছু ওপরে, ভারী শরীর।]

প্রশান্ত। সকাল থেকেই তোমাদের ঝগড়াঝাঁটি শুরু হয়ে গেছে? কোথায় লোকে একটু সকালবেলা ঠাকুরদেবতার নাম করবে (একটু থেমে) কি হ'ল সরমা, মুখটা তোলো হাঁড়ির মত ক'রে আছ কেন?

সরমা। আর রসিকতা করতে হবে না, আমি যে কি জ্বালায় মরছি! ঐটুকু দুধের ছেলে, আমায় যা নয় তাই বলবে?

প্রশান্ত। দুধের ছেলেই তো, ওর কথা গায়ে না মাখলেই হ'ল।

সরমা। তুমি বুঝতে পারবে না, সারাদিন বাইরে বাইরে কাটাও, ঘরের খবর তো রাখ না।

প্রশান্ত। বাইরের খবর রাখব, ঘরেরও খবর রাখব, সব খবরই যদি আমি রাখব তা হলে তুমি কিসের খবর রাখবে সরমা ?

সরমা। তা হ'লে ঘরের কথা নিয়ে মাথা ঘামাও কেন ? কেন তুমি ছোড়দিকে কাশী পাঠিয়ে দিলে ? খোকা সব সময় মনে করে ওর পিসীমাকে আমি তাড়িয়ে দিয়েছি।

প্রশান্ত। যা সত্যি নয়, তা সে একদিন বুঝতে পারবে।

সরমা। আমি যে সব ধৈর্য হারিয়ে ফেলছি। ওর পিসী এ বাড়ি থেকে চ'লে যাবার পর ও যেন কি রকম খ্যাক-খ্যাকে হয়ে গেছে। আগের মত মোটেই নেই, সারাক্ষণ আমার সঙ্গে ঝগড়া করছে।

প্রশান্ত। তালি তো আর এক হাতে বাজে না।

সরমা। তার মানে তুমি বলছ, আমিও ঝগড়া করি ?

প্রশান্ত। তা বলি নি সরমা। তুমি যদি চুপ ক'রে থাক, ও আর কতক্ষণ চেঁচাবে ?

সরমা। তুমি জান না, কি বিশ্রী ধরনের কথাবার্তা আজকাল বলে। ওকে বুদ্ধি দেবার যে কত লোক হয়েছে। এখুনি কি বলছিল জান, ও আর এ বাড়িতে থাকবে না। হোস্টেলে পাঠিয়ে দিতে হবে।

প্রশান্ত। হোস্টেলে ? পড়াশুনার পক্ষে অবশ্য হোস্টেল খারাপ জায়গা নয়। আমি তো হোস্টেলে থেকে পড়াশুনা করেছি।

সরমা। তুমি কলকাতায় পড়তে, বাবা মা ছিলেন বহরমপুরে। হোস্টেলে থাকা ছাড়া উপায় ছিল না। কিন্তু খোকা কোন্ দুঃখে নিজের বাড়ি ছেড়ে হোস্টেলে থাকতে যাবে ?

প্রশান্ত। একটাই ভাববার কথা, হোস্টেলে খাওয়া-দাওয়াটা খুব সুবিধের নয়। তবে তাও অভ্যেস হয়ে যায়।

সরমা। তার মানে তুমি ওকে একলা হোস্টেলে যেতে দেবে ?

প্রশান্ত। যখন জিদ্ ধরেছে, মত না দিলে তো আরও অশান্তি।

সরমা। (ঝাঁজের সঙ্গে) তোমার যা ইচ্ছে কর, যেমনি বাবা তেমনি ছেলে। ছেলে বলেছে ব'লেই তাকে হোস্টেলে পাঠিয়ে দিতে হবে! (একটু থেমে) আমারই হয়েছে সবচেয়ে জ্বালা, ছেলে ভাবছে আমিই তার পিসীকে বাড়ি থেকে তাড়িয়েছি, এবার খোকা হোস্টেলে গেলে সমাজের সবাই ভাববে, আমিই বুঝি তাকে আলাদা ক'রে দিলাম। আজ বুঝতে পারছি, সৎমা হওয়া কত দুঃখের। নিজের ছেলেমেয়ে নিয়ে তো এত অশান্তি হয় না!

প্রশান্ত। অশান্তি যে কিসে বেশী, তা কে বলতে পারে সরমা? নিজের ছেলে পরের ছেলেতে কিছু এসে-যায় না। সব কিছু নির্ভর করে মনের ওপর। তোমার মন, খোকার মন—

সরমা। কিন্তু আমি যে শাসন করতে পারি না। সব সময় ভয় হয়, পাছে ও কিছু মনে করে। পাছে নিজের মার কথা ভেবে দুঃখ পায়।

প্রশান্ত। সরমা, একটা অনেক পুরনো কথা আছে জান তো—শাসন করা তারই সাজে সোহাগ করে যে। আমার মনে হয়—

সরমা। দোহাই তোমার, আর লেকচার দিও না। আজকাল তোমার বড় বড় কথা শুনতে শুনতে প্রায়ই সেই লাইনটার কথা মনে পড়ে যায়—Don't talk big words, they mean so little.

প্রশান্ত। (হেসে) ইংরেজী জানার এই গুণ, ঠিক দরকারের সময় জুতসই কোটেশান দিয়ে দেওয়া যায়। কি বল?

সরমা। তোমার তো সব সময় ঠাট্টা! মনে পড়ে খুকীর জন্মের পর থেকে কতদিন তোমায় সাবধান করেছি। ওকে নিয়ে অত আদিখ্যেতা কোর না, তখন কথা শুনেছিলে? নাওয়া খাওয়া ভুলে খুকীকে কোলে নিয়ে নাচতে লাগলে। তখন থেকে খোকা মনে

মনে কষ্ট পেয়েছে। আমি ওর মুখ দেখে বুঝতে পারতাম। আশ্চর্য! বাবা হয়েও তুমি বুঝতে না।

প্রশান্ত। বোঝবার তো দরকার ছিল না। নতুন ভাইবোন হ'লে দাদা দিদির মন খারাপ হয়ই। এ নিয়ে মাথা ঘামাবার কি ছিল? আমি নিজেই তো ছোটবেলায় আমার ছোট ভাইকে হিংসে করতাম—

[নেপথ্যে—'মা-মণি—কমল-কাকা এসেছে, বাপি—কমল-কাকা' ব'লে কমলকাকাকে টানতে টানতে খুকীর প্রবেশ। কমল ত্রিশ বছরের যুবক। খুকীর বয়স বছর সাত হবে, খুব ছট্‌ফটে।]

খুকী। দেখছ মানি, কমলকাকা কতদিন বাদে এল, আর বলছে—কেন আমি তো রোজই আসি। (কমলকে) তুমি বুঝি Invisible man হয়েছ, তাই আমরা দেখতে পাই না?

কমল। ওঃ, এই সাত দিনের কথা বলছিস, এমনি একটু বেড়াতে গিয়েছিলাম।

খুকী। কোথায় গিয়েছিলে, আমাদের বল নি তো—

কমল। বড্ড তাড়া ছিল কিনা, ব'লে যাবার সময় পেলাম কৈ। এই Everest-এ ঘুরে এলাম চট্ ক'রে। ক'দিন থেকেই তেনজিং ডাকাডাকি করছিল কিনা—

খুকী। উঃ, কি চালিয়াৎ, জান ক'দিন আগে আমাদের বলেছে ও অ্যাট্‌লাণ্টিক্ ওশ্যানের একেবারে নীচে থেকে একটা গোল্ডেন ফীশ এনেছে। কি মিথ্যে কথা বলতে পারে!

প্রশান্ত। সত্যি কমল, তোমার খোঁজ আমার ছেলেমেয়েরা রোজ করে। ওরা বোধ হয় তোমাকে ওদের সমবয়েসী মনে করে।

কমল। আমারও তো তাই মনে হয় দাদা। বাচ্চাদের সঙ্গে যতক্ষণ

থাকি বেশ লাগে। এ ক'দিন ফ্লুতে প'ড়ে গিয়েছিলাম। তাই আসতে পারি নি।

সরমা। আমিও তাই ভাবছিলাম। তুমি সেদিন ব'লে গেলে খোকার রোল নম্বর নিয়ে যাবে।

কমল। সেই জন্যেই তো আজ আসা বউদি। ওর রোল নম্বরটা নিয়ে যাব। প্রমথকে ফোন করেছিলাম, রেজাল্ট আজ জানা যাবে।

সরমা। খোকা তো বলছে এর পর ও হোস্টেলে থেকে পড়াশুনো করবে।

প্রশান্ত। আহা, সে কথা আবার কেন! ওটা তুমি কমলের ওপর ছেড়ে দাও। খোকার যা বলবার ওকে ঠিক বলবে। খুকী, যাও তো মা, একবার দাদাকে ডেকে দাও।

[খুকীর প্রস্থান]

প্রশান্ত। ও যদি সত্যিই যেতে চায় আমার কোন আপত্তি নেই কমল, বাড়ি থেকে হোস্টেলে পড়াশুনো ঢের ভাল হয়।

সরমা। আমার কিন্তু যথেষ্ট আপত্তি আছে কমল ঠাকুরপো। তুমি খোকাকে বোঝাও ও যেন বাড়িতে থেকেই পড়াশুনো করে। আমি জানি ও একলা একেবারে থাকতে পারবে না, বড় ছেলেমানুষ।

কমল। দেখি না ও কি ব'লে, হোস্টেলে যাবার কথা আগে তো শুনি নি।

সরমা। আজকেই প্রথম বলল। কিন্তু ও determined, আমি বলছি এ নিয়ে খুব হাঙ্গামা করবে। আমি বরং ভেতরেই যাই। আমাকে দেখলেই তো ওর মেজাজ খারাপ।

[সরমার প্রস্থান]

প্রশান্ত। মেয়েরা এত অল্পে অস্থির হয়ে পড়ে!

কমল। না, দাদা, এ বিষয়ে আমি একমত হতে পারলাম না। বউদি যথেষ্ট ধীরস্থির। আমি তো সব সময় ওঁর প্রশংসা করি। কিন্তু খোকা ক্রমশঃই problem child হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ও যে আজকাল কি বলে আমিই বুঝতে পারি না।

প্রশান্ত। তুমিও ঐ কথা বলছ কমল?

কমল। আমি বলছি দাদা। এ খুব সিরিয়াস্ ব্যাপার। বিশেষ ক'রে ছেলেদের এই বয়েসটা, চোদ্দ থেকে ষোল বছর properly guided না হলে, অনেক কিছু হতে পারে। এখন যা state of mind, এ সময় মেলানকোলিয়া হয়ে গেলেও আশ্চর্য হব না।

প্রশান্ত। যতক্ষণ আমার সঙ্গে কথা বলে, কিছু তো বুঝতে পারি না। একেবারে normal।

কমল। তা তো হবেই, ও খুব intelligent ছেলে। তোমার আমার সামনে তো দেখাবে না। কিন্তু অন্য সময়টা brood করে। ও নিজেকে মনে করে এ পৃথিবীতে সম্পূর্ণ একা, যার মা নেই, বাবা নেই, কেউ নেই।

প্রশান্ত। একা তো আমরা সকলেই কমল, কত সময় সেই কবির কথা মনে হয় যে লিখেছিল, চাঁদের মতই ক্লান্ত মধুর একলা আমি।

কমল। তুমি যে একা থাকার কথা বলছ তার মধ্যে মাধুর্য আছে। কিন্তু খোকা তো সেদিক দিয়ে ভাবে না। তার মধ্যে রয়েছে অসহায়তার কান্না। তা সত্যিই বড় করুণ। ওর তো কোন দোষ নেই, সবাই ওকে বুঝিয়েছে ওর সৎমা, সৎমা কখনও ভাল হয় না। সে তার বাবাকে দূরে সরিয়ে নিচ্ছে। ও নিজেকে মনে করে abnormal, এইখানেই তো ট্র্যাজেডী।

প্রশান্ত। হুঁ, চিন্তার কথা।

[খোকার প্রবেশ]

খোকা। কমলকাকা, তুমি রোল নম্বরটা চেয়েছ, এই কাগজে লিখে দিয়েছি।

কমল। তোকে বড় শুক্‌নো দেখাচ্ছে, শরীর খারাপ হয় নি তো রে ?

খোকা। না, আজ ঘুম থেকে উঠেছি একটু দেরিতে।

প্রশান্ত। কমল, আমি তা হ'লে চলি ভাই। অফিসের বেলা হয়ে যাচ্ছে।

কমল। আমি তো সন্ধ্যেবেলা আসছিই।

প্রশান্ত। খোকা, আজ খেলা দেখতে যাবি নাকি ?

খোকা। আজ কার কার খেলা আছে ?

প্রশান্ত। মোহনবাগান ভাবসেস্ এরিয়ানস, এটা বরাবরই খুব ক্রিটিকাল খেলা হয়।

খোকা। না, থাক্, আমি আজ বেরব না।

প্রশান্ত। কেন ?

খোকা। এমনি। (ম্লান হেসে) ভাল লাগ'ছে না।

প্রশান্ত। ও। (খোকাব দিকে তাকিয়ে) আচ্ছা, আমি যাই।

[প্রস্থান]

কমল। ফুটবল খেলার এত নেশা ছিল, চ'লে গেল ?

খোকা। চ'লে তো সবই যায়, কি আর থাকে ?

কমল। একেবারে বড়দেব মত কথা বলছিস্।

খোকা। বড় হচ্ছি যে—

কমল। তোমার বাবা বলছিল, তুমি হোস্টেলে যেতে চাইছ—

খোকা। হ্যাঁ, তাই ঠিক করেছি।

কমল। হোস্টেলে যে পড়াশুনোর খুব সুবিধে হবে তা মনে ক'রো না। ছেলেরা বড় disturb করে।

খোকা। হতে পারে।

কমল। তা ছাড়া মনে কর বাড়িতে কোন একটা পড়া বোঝবার দরকার হলে মা বাবা বুঝিয়ে দিতে পারেন।

খোকা। ওঁদের সময় কোথায় ?

কমল। কেন ?

খোকা। বাবা নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, আর মার social work। সকাল থেকে উঠে সেই সবই ভাবছেন। খুকীরই পড়া দেখে দিতে পারেন না, তো আমার !

কমল। হুঁ, এর পর কোন্ লাইনে যাবে ভাবছ ?

খোকা। ইঞ্জিনিয়ার হবার ইচ্ছে আছে। তাই সায়েন্সই পড়ব। আর্ট্স্ প'ড়ে কি হবে, কোন ফিউচার নেই।

কমল। ডাক্তারি পড়তে হলে 'বায়োলজি' নিতে হবে।

খোকা। না, ডাক্তার হব না, বরং ইঞ্জিনিয়ার হওয়া ভাল। দূরে কোথাও কাজ নেওয়া যাবে। আচ্ছা কমলকাকা, বাইরে কোথাও এখন যাওয়া যায় না ?

কমল। কোথায় ?

খোকা। এ দেশের বাইরে। কত ছেলেরা ইউরোপে পড়তে যায়, তাদের কি মজা ! আঃ, আমার যদি অনেক টাকা থাকত, আমি ঠিক চ'লে যেতাম।

কমল। একলা গিয়ে থাকতে পারবে ?

খোকা। এখানেও তো আমি একা।

কমল। কারুর জন্যে মন কেমন করবে না ?

খোকা। কি জানি ! (একটু থেমে) জান কমলকাকা, আমার

বন্ধু অবিনাশ, যার কথা তোমায় বলতাম না, সে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে।

কমল। পালিয়ে গেছে! কেন?

খোকা। ও তো জ্যাঠামশাইয়ের কাছে থাকত, উনি বড় রাগী লোক। ওকে ভারি কষ্ট দিতেন। সব সময় বকতেন। বেচারী রোজ খেতেও পেত না। অনেক দিন সহ্য ক'রে ছিল, শেষকালে পালিয়ে গেছে।

কমল। এখন কোথায় আছে?

খোকা। আসানসোলে একটা প্রাইভেট ফার্মে কাজ পেয়েছে। আমাদের একজন ক্লাস-ফ্রেণ্ডের দাদা ওখানকার ম্যানেজার কিনা, তিনিই ওকে কাজ দিয়েছেন।

কমল। বেচারী! এইটুকু বয়েসে চাকরি করা—

খোকা। সে কিন্তু খুব খুশী। কালই আমি তার একটা চিঠি পেয়েছি, কি সুন্দর লিখেছে শোন,—(চিঠি প'ড়ে) "এই মাত্র অফিসের কাজ শেষ ক'রে বাড়ি ফিরলাম। বাইরে অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছে, বেয়ারাটাকে চা দিতে বলেছি, আজ আর বেড়াতে বেরব না। বই পড়ব। কেউ বিরক্ত করবার নেই। একলা, ভাবতেই যে কি আনন্দ হচ্ছে! কলকাতার জীবনটা আমার কাছে কেমন যেন দমবন্ধ করা মনে হত। প্রাণভরে নিশ্বাস নিতেই পারতাম না। তোরা ঠিক আমার অবস্থা বুঝতে পারবি না। এখানে মনে হচ্ছে নতুন দুনিয়া, কত আশা, কত আলো, কত আনন্দ! কলেজে ভর্তি হবার আগে পারিস তো একবার আসিস। দেখবি, আমার কত পরিবর্তন হয়েছে। আমি আর সেই অবিনাশ নেই। ইতি তোদের অবিনাশ।" কি সুন্দর চিঠি, না কমলকাকা?

কমল। হুঁ। ওর পক্ষে ভালই হয়েছে, যার আপনার বলতে কেউ নেই।

খোকা। কত আশা, কত আলো, কত আনন্দ!

কমল। আমি ভেতরে যাই, বউদিকে একটা কথা ব'লে আসি।

[প্রস্থান]

[খোকা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চেয়ারে গিয়ে বসল, একটু পরে খুকীর প্রবেশ।]

খুকী। পাস করলে আমায় কি দিবি?

খোকা। কি আবার দেব?

খুকী। বাঃ, আমায় বলছিলি না? একটা ছোট কুকুরের বাচ্চা, সন্তুদের বাড়ি থেকে—

খোকা। তোর মা কুকুর পুষতে দেবে কেন?

খুকী। কেন দেবে না? সকলের বাড়িতেই তো কুকুর থাকে, আমাদের বাড়িতেই বা থাকবে না কেন? মা বারণ করলেই বা শুনছে কে?

খোকা। সন্তুকে জিজ্ঞেস করব তা হ'লে, কুকুরের বাচ্চাগুলো কাউকে দিয়ে দিল কিনা কে জানে!

খুকী। এখনও দুটো আছে, স্কুল থেকে ফেরার সময় রোজ দেখি।

খোকা। হ্যাঁ রে, দরজী এসেছিল কেন রে?

খুকী। বাঃ, আমার জন্মদিন আসছে না, ফ্রকের কাপড় নিয়ে গেল যে! এবার কিন্তু আমি অনেক বন্ধুদের ডাকব, জানিস দাদা, সবাই কত জিনিস দেবে।

খোকা। তুই বুঝি প্রেজেণ্ট পাবার জন্যে জন্মদিন করিস?

খুকী। আহা-হা, তা ছাড়া আর কিসের জন্য লোকে জন্মদিন করে? প্রেজেণ্টই যদি না পাবে, তা হ'লে এমনি নেমন্তন্ন করলেই হয়। তাকে আর জন্মদিন বলা কেন?

খোকা। আমি কিন্তু ছোটবেলা থেকে কখনও জন্মদিন করি নি।

খুকী। করলেও কিছু পেতে না।

খোকা। কেন?

খুকী। তোমার তো সব ছেঁড়াশার্ট-পরা বন্ধু, তারা আবার কি প্রেজেণ্ট আনবে?

খোকা। (হেসে) আমার বন্ধুদের ছেঁড়া শার্ট হ'লে কি হবে, তোদের স্কুলের মেয়েদের মত গায়ে গন্ধ নেই।

খুকী। (রেগে) আহা-হা, গায়ে গন্ধ! আমার বন্ধুরা কেউ হেঁটে আসে না স্কুলে, সবাইএর গাড়ি আছে।

খোকা। দুঃখের বিষয়, তোরই যা নেই।

খুকী। কি বোকার মত কথা বলিস তুই? আমি তো বাসে যাই, তোর মত হেঁটে তো আর যাই না।

খোকা। (ঠাট্টা ক'রে) স্বীকার করলাম তোর বন্ধুদের গাড়ি আছে, কিন্তু আমার বন্ধুদের কি আছে, জানিস?

খুকী। কি?

খোকা। বাড়ি, মস্ত মস্ত বাড়ি।

খুকী। (হেসে) সে তো ভাড়া বাড়ি, কিংবা মামার বাড়ি। কেন, তোমার সেই ক্লাস-ফ্রেণ্ড অবিনাশ না কি নাম, মস্ত বড় বাড়িতে থাকে, মামার বাড়ি না জ্যাঠার বাড়ি, আর গায়ে কি গন্ধ—মা গো! তুই কি ক'রে যে ব'সে ওর সঙ্গে গল্প করিস—

খোকা। (হঠাৎ গম্ভীর হয়ে) আঃ, কারুর নাম ক'রে এভাবে কথা বলতে নেই খুকী।

খুকী। কেন বলব না, একশো বার বলব।

খোকা। স্কুলে বুঝি এই শিক্ষা দিচ্ছে?

খুকী। তুমিই বা আমাদের স্কুলের মেয়েদের নামে যা-তা বলবে কেন?

খোকা। আমি কারুর নাম ক'রে তো বলি নি।

খুকী। সে একই কথা।

খোকা। বেশ, আর বক্ বক্ করতে হবে না, ভেতরে যাও—

খুকী। না, যাব না।

খোকা। তবে চুপ ক'রে ব'সে থাক, কথা ব'লো না—

খুকী। কেন চুপ ক'রে ব'সে থাকব? আমি মাকে ব'লে দেব তুমি আমায় এমন ক'রে বকছ।

[খুকী টেবিলের কাছে এগিয়ে গিয়ে চিঠি তুলে নেয়।]

খোকা। বেশ, বলিস্ না তোর মাকে, আমি ভয় করি নাকি? (চিঠিটা দেখে) চিঠিটা রেখে দাও, ওটা আমার চিঠি।

খুকী। ভারি তো পোস্ট কার্ডে লেখা—

খোকা। খুকী, চিঠি প'ড়ো না বলছি।

খুকী। হ্যাঁ, পড়ব। (ভয়ে ভয়ে চিঠিটা পড়ে) "জীবনটা আমার কাছে কেমন যেন দমবন্ধ করা মনে হত।"

খোকা। ফের?

খুকী। "প্রাণভরে নিশ্বাস নিতেই পারতাম না।"

খোকা। (এগিয়ে গিয়ে) দিয়ে দাও বলছি—

খুকী। হেঁপো রুগী।

খোকা। দিন দিন একটা বাঁদর হচ্ছ তুমি।

[খুকী চেঁচিয়ে কেঁদে ওঠে, সরমার প্রবেশ।]

সরমা। কি হয়েছে, কাঁদছ কেন?

খুকী। দাদা আমায় বকছে।

সরমা। কেন?

খুকী। আমি দাদার এই চিঠিটা দেখছিলাম, তাই মিছিমিছি বকছে।

সরমা। দাদার চিঠি দাদাকে দিয়ে দাও। বড়দের সঙ্গে সব সময় লাগতে যাও কেন?

খুকী। দাদাই তো আমার সঙ্গে ঝগড়া করে, খালি বকে আর তোমাদের কাছে আমার নামে মিথ্যে কথা বলে।

সরমা। (খুকীকে চড় মারে) তোমাকে একশো বার বারণ করেছি না, অমন ভাবে কথা বলবে না। যাও এখান থেকে।

[খুকীর কাঁদতে কাঁদতে প্রস্থান]

খোকা। ও কি, ওকে মারলে কেন?

সরমা। দুষ্টুমি করলে তাকে শাসন করতে হয়।

খোকা। শুধু চড় মারলেই বুঝি শাসন হয়! ছি-ছি, নিজের মেয়েটাকে পর্যন্ত ভালবাসতে পার না। তুমি কি মা?

[খোকার দ্রুত প্রস্থান]

[সরমা চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে, একটু পরে কমলের প্রবেশ]

কমল। বউদি!

সরমা। যাচ্ছি। বিকেলে এসো।

কমল। খোকাটা যেন কি রকম হয়ে গেছে।

সরমা। আমার সব অভিমান ভেঙে দিয়েছে ঠাকুরপো, সাই-কোলজিতে এম এ পাস ক'রে ভেবেছিলাম, আমার সতীনের ছেলেকে নিশ্চয় সুখী করতে পারব। তার মায়ের অভাব আমি বুঝতে দেব না। অথচ কি হয়ে গেল!

কমল। কিন্তু আগে তো এ রকম ছিল না।

সরমা। আমার যখন বিয়ে হয় খোকার বয়স তখন দু'বছর। জান তো

তোমার দাদার আমি ছাত্রী ছিলাম। দেখতাম স্ত্রী মারা যাবার পর থেকে মানুষটা কি ভীষণ একলা, ছেলের জন্যে ভেবে ভেবে অস্থির। আমি তখন বিয়ে করতে চাই।

কমল। সে কথা আমি জানি।

সরমা। তোমার দাদা আমাকে বারণ করেছিলেন। কিন্তু আমি শুনি নি। বলেছিলাম, এত লেখাপড়া শিখেও যদি সৎমার বদনাম কাটাতে না পারি তবে মিছেই লেখাপড়া করা। বিয়ে হ'ল, এ বাড়িতে এসে থেকেই খোকাকে কাছে টেনে নিলাম। প্রথম প্রথম ও একটু আড়ষ্ট হয়ে থাকত, কিন্তু ক্রমশঃ আমাকে ছাড়া ওর দিন কাটত না।

কমল। সে তো আমরা দেখেছি, আপনি স্কুলে নিয়ে যেতেন, আবার বিকেলে ফিরিয়ে নিয়ে আসতেন, তা ছাড়া পড়া দেখা—

সরমা। উনি বলতেন, তুমি আমায় নিশ্চিন্ত করেছ সরমা, কিন্তু আস্তে আস্তে সব যেন বদলে গেল। খোকা যত বড় হতে লাগল, ওর আত্মীয়স্বজনে ওকে বোঝাল, আমি ওর সৎমা—

কমল। আপনি কি ক'রে বুঝলেন?

সরমা। ও এসে এসে আমাকে অদ্ভুত অদ্ভুত সব প্রশ্ন করত। বুঝলাম কেউ ওকে এসব শিখিয়েছে। ও নিজে থেকে এ ধরনের প্রশ্ন করতেই পারে না। তখন তোমার দাদাকে অনেক বার বলেছি, উনি গা দিতেন না। তারই ফলভোগ করছি এখন।

কমল। কারা ওকে বোঝাত?

সরমা। অনেকেই। ওর পিসী তো এমন করতে শুরু করল যে, এখান থেকে সরিয়ে দেওয়া ছাড়া উপায় রইল না। আমি দিতে চাই নি, তোমার দাদাই জোর ক'রে পাঠিয়ে দিলেন। সেই থেকে ছেলেটা একেবারে ক্ষেপে গেছে।

কমল। আশ্চর্য!

সরমা। পাছে খুকীর সঙ্গে কোন রকম তফাত ও অনুভব করে তাই মা হয়েও মেয়েটাকে দূরে দূরে রাখলাম। সব সময় পাঠিয়ে দিতাম খোকার কাছে, যাতে ওদের ভাইবোনের মধ্যে ভালবাসাটা গ'ড়ে ওঠে। উঠেও ছিল ঠিক, কিন্তু কি যে হয়ে গেল!

কমল। ও কিন্তু আপনাকে ভালবাসে বউদি। আমি তো দেখেছি, আপনার অসুখ হ'লে ও কতখানি উদ্‌বিগ্ন হয়। মুখ শুকিয়ে ঘুরে বেড়ায়, খেতে পর্যন্ত চায় না।

সরমা। কি জানি ঠাকুরপো, ঠিক বুঝতে পারি না।

কমল। আমি দেখেছি, কিছু করতে হ'লে সব সময় ও ভাবে আপনি তা পছন্দ করবেন কিনা।

[নেপথ্যে খোকার চীৎকার]

[খোকা। সকালবেলা আমি ডিমভাজা খাই, হতভাগা বাঁদর!

চাকর। মা বললেন ডিম পোচ ক'রে দিতে।

খোকা। তো মাকেই দাওগে যাও, মোহনভোগ হয় নি কেন? রাত্রের ক্ষীর ছিল না? সারাক্ষণ বকর বকর করলে কি আর বাড়ির কাজ হয়। দুদিন বাদে তো হোস্টেলে যাবই। এখন থেকে না হয় হোটেলেই খাব।]

[কথা শুনে সরমা কান্নায় ভেঙে পড়ে, কমল দ্রুত দরজার কাছে এগিয়ে যায়।]

কমল। আঃ, খোকা চুপ কর।

[কমল ভেতরে চ'লে যায়। একটু পরে অন্য দরজা দিয়ে সরমারও প্রস্থান। আলো নিবে আসে, ক্রমে বিকেল দেখানো হয়। প্রশান্তবাবু অফিস থেকে ফিরে কোট খুলতে খুলতে সরমার সঙ্গে কথা বলছেন।]

প্রশান্ত। সব ঠিক ক'রে এলাম সরমা।

সরমা। কিসের ?

প্রশান্ত। খোকা ক'দিন বেলাদের সঙ্গে বেড়িয়ে আসুক। ওরা পুরীতে যাচ্ছে। খুব সুন্দর বাড়ি পেয়েছে। আমার মনে হয় দিন কয়েক ঘুরে এলে মন-টন সব ভাল হয়ে যাবে।

সরমা। সে তো খুব ভাল কথা বেলারা কবে যাচ্ছে ?

প্রশান্ত। সামনের সপ্তাহে। বেলা শুনে খুব খুশী, জানই তো ও খোকাকে কি রকম ভালবাসে। ও অবশ্য বলছিল আমাদের সবাইকে যেতে—

সরমা। খোকা একলাই ঘুরে আসুক, সেইটাই ভাল হবে। দাদা যাচ্ছে শুনলে খুকীর অবশ্য একটু মন খারাপ হবে।

প্রশান্ত। ও কি আর তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারবে ?

সরমা। দু'জনে চ'লে গেলে আমিই বা একলা থাকব কি ক'রে ?

প্রশান্ত। খোকাকে বরং ডেকেই বলি। দেখি ও কি বলে। (জোরে) খোকা, খোকা। আজকালকার ছেলে তো, আমরা যেটা বলব সেইটাই পছন্দ নয়।

সরমা। তোমার কথা ঠিকই শুনবে, আমি কিছু না বললেই হ'ল।

[খোকার প্রবেশ]

খোকা। বাবা, আমায় ডাকছিলে ?

প্রশান্ত। বেলারা পুরীতে যাচ্ছে বেড়াতে। তুমি ইচ্ছে করলে ওদের সঙ্গে ঘুরে আসতে পার।

খোকা। পুরীর সমুদ্রে—

প্রশান্ত। হ্যাঁ।

খোকা। বেলাদি, জামাইবাবু, লাল্টু—ওরা সবাই যাচ্ছে ?

প্রশান্ত। হ্যাঁ, লাল্টু বলছিল—খোকাদা গেলে খুব ভাল হয়, সবাই মিলে হৈ হৈ করা যাবে।

খোকা। আমি যাব।

প্রশান্ত। ওরা বোধ হয় সোমবার রওনা হবে।

[খুকীর প্রবেশ]

খোকা। কাল তা হ'লে আমি বেলাদিদের সঙ্গে দেখা করব।

খুকী। কোথায় যাবি রে দাদা ?

খোকা। পুরী।

খুকী। সে কি, সমুদ্রে চান করতে। আমিও যাব।

সরমা। তুমি একলা কি ক'রে যাবে ?

খুকী। একলা কেন, দাদা যাচ্ছে তো, বেলাদিরাও থাকবে।

সরমা। দাদা এখন ঘুরে আসুক, তুমি পরে যাবে।

খুকী। না মা, আমি যাব। একলা আমি এখানে থাকব না।

খোকা। ও চলুক না আমার সঙ্গে। লাল্টুর মামাতো বোনরাও হয়ত যাবে।

খুকী। হ্যাঁ দাদাভাই, রাকা, রাধা, গেলে খুব ভাল হয়। রাকাটা তো খালি চাল মারে, আজকাল নাকি খুব সাঁতার কাটতে শিখেছে, সমুদ্রে নামলেই ধরা পড়ে যাবে, কি বড় বড় ঢেউ!

প্রশান্ত। খুকী, তুমি একা যেতে পারবে না, মা সঙ্গে না থাকলে মন কেমন করবে।

খুকী ন না, বাপি, আমি ঠিক যেতে পারব। মামার বাড়িতে আমি আর দাদা থাকি না ?

প্রশান্ত। সেখানে তোমার দিদিমা থাকেন, সে অন্য কথা। সমুদ্রে কি

যে-সে জায়গা! কি তার গর্জন! আমি যখন ছোটবেলা গিয়েছিলাম মনে আছে রাত্রিবেলা ভয় করত।

খুকী। তা হ'লে আমি দাদাকেও যেতে দেব না। ও বেশ ঘুরে আসবে, আর আমি প'ড়ে থাকব!

সরমা। দাদা তোমার চেয়ে কত বড়, যাও এখন দুষ্টুমি ক'রো না। বাপি এই অফিস থেকে ফিরেছে, মুখ হাত পা ধুতে তো দাও।

খুকী। না না, আমি তোমার কথা শুনব না। আমার আর তা হ'লে পুরীতে যাওয়াই হবে না। তোমরা তো আগেই ঘুরে এসেছ, এখন দাদা যাবে—

সরমা। তোমার সঙ্গে আর বকর বকর করতে পাচ্ছি না বাবা, আমি চা নিয়ে আসি।

খুকী। বকর বকর কর আর নাই কর আমি বলে রাখছি, কারুর কথা শুনব না। পুরীতে আমি যাবই, যাবই, যাবই—

[সরমার পিছু পিছু খুকীর প্রস্থান ।

খোকা। খুকী বরং আমার সঙ্গেই চলুক।

প্রশান্ত। কেন?

খোকা। আমি না থাকলে ও সত্যিই একা প'ড়ে যাবে।

প্রশান্ত। আমরা তো আছি।

খোকা। (অন্যমনস্ক সুরে) মা ওকে ঠিক বুঝতে পারে না, খুকী আবদেরে হ'লেও ওর মনটা ভাল।

প্রশান্ত। সে আমি ভাবব এখন। তুমি কিন্তু খুব সাবধানে যাবে। বেলাদি যে রকম বলবে, ঠিক সেরকম করবে। সমুদ্রে সকলের সঙ্গে চান করতে যাবে, একলা কখনও নয়। খাওয়াদাওয়ার ওপর খুব নজর রাখবে। পুরীতে সব সী ফিশ, নোনা মাছ, খেলে পেট খারাপ করে।

খোকা। আমাকে বলতে হবে না।

প্রশান্ত। দু'তিন দিন অন্তর একটা ক'রে চিঠি দেবে, সাধারণ পোস্টকার্ডে দু' লাইন চিঠি।

খোকা। বেশীদিন কি আর থাকা যাবে, রেজাল্ট বেরুচ্ছে।

প্রশান্ত। সে আমি আছি, তোমায় ভাবতে হবে না। দরকার পড়লে ডেকে পাঠাব।

[ভেতর থেকে কমলের ডাক শোনা যায়—বউদি, কই মিষ্টি খাওয়াও, ছেলে পাস করছে।]

প্রশান্ত। ঐ যে কমল এসেছে। কমল, এ ঘরে এস, এই যে এ ঘরে।

[কমলের সঙ্গে সরমার হাসিমুখে প্রবেশ]

কমল। খোকা ভাল ভাবে পাস করেছে দাদা। তাই তো বউদিকে বলছিলাম মিষ্টি খাওয়াতে।

সরমা। শুধু মিষ্টি নয় ঠাকুরপো, আজ তুমি এখানেই খেয়ে যাবে। আমি তো জানিই খোকা পাস করবে, তাই আগে থেকে তোমার খাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে রেখেছি।

প্রশান্ত। সরমা, তুমি সবাইকে খবর পাঠিয়ে দিও। কাল বরং একবার সুশীলদের বাড়ি যেও। ওখান থেকে ফোনে অনেককে জানিয়ে দিতে পারবে। বিশেষ ক'রে অনুকূলদের ব'লো, ওরা সত্যিই খুশী হবে।

খোকা। আমিও একবার অনুকূল মামার কাছে যাব।

প্রশান্ত। খোকা, তোমার কমল কাকাকে প্রণাম করলে না, উনি এই শুভসংবাদ নিয়ে এলেন।

[খোকা কমলকে প্রণাম করতে গেলে সে থামিয়ে দেয়।]

কমল। বোকা ছেলে, আগে বাবা মাকে প্রণাম কর, তারপর তো কাকা।

[খোকা প্রশান্তবাবুকে প্রণাম করে, উনি কি আশীর্বাদ করেন শোনা যায় না। তারপর কমলকে প্রণাম করে।]

কমল। জীবনের সব পরীক্ষায় এমনি হাসিমুখে পাস কর। আমরাও তা হ'লে খুব আনন্দ ক'রে লুচি পোলাও খাব।

[খোকা সরমার দিকে যাবার আগেই খুকী ঢুকে চেঁচামেচি করে।]

খুকী। দাদা, কই, আমার কুকুব দে।

প্রশান্ত ও কমল। (বিস্ময়ে) কুকুর!

খুকী। হ্যাঁ, দাদা বলেছিল পাস করলে একটা কুকুর প্রেজেণ্ট করবে। সন্তুদের কুকুরটার অনেকগুলো ছানা হয়েছে যে।

খোকা। কালকে একটা এনে দেব।

খুকী। সেই সঙ্গে একটা ভাল বকলস আনবে, আব একটা চামড়ার চেন। আমি পাপিটাকে নিয়ে রোজ বেড়াতে যাব।

কমল। স্কুলেও নিয়ে যেতে পারিস।

খুকী। হ্যাঁ, তোমার যেরকম বুদ্ধি, স্কুলে নিয়ে গেলে হয়েছে আর কি! মিসেস্ হালদারকে তো আর চেন না।

কমল। কেন চিনব না, আমাদের হালদার-গিন্নী তো?

খুকী। ফের তুমি টিচারদের নিয়ে ঠাট্টা করছ? বেশ, আমি তোমার সঙ্গে আর কথা বলব না।

কমল। আহা, আমি ঠাট্টা করব কেন! সত্যি কথাই তো বলছি।

খুকী। ঠিক আছে, আমার কাছে ডিটেক্‌টিভ বই আর চেও না। দাদা, সেই বইটা?

খোকা। কোন্‌টা রে?

খুকী সেই যে কালো মলাটের ওপর বাদুড়ের ছবি। কমলকাকাকে ওটা দেবই না।

কমল। আমি চাইবই না।

[খুকী ও কমল পরস্পরকে জিভ ভ্যাঙায়]

সরমা। বাবা, বাবা! ঠাকুরপো তুমি এত পারও বটে। যাই মিষ্টিগুলো সাজাই।

খুকী। মা, দাদা পাস করেছে, আজ আইস্‌ক্রীম আসবে না?

সরমা। বাবাকে জিজ্ঞেস কর। (প্রস্থান)

খুকী। বাবা, আইস্‌ক্রীম, দাদা খেতে খুব ভালবাসে।

প্রশান্ত। আর তুমি বুঝি ভালবাস না?

খুকী। আমিও বাসি। বল না, আইস্‌ক্রীম আনাবে না?

প্রশান্ত। মাকে বল আনিয়ে নিতে।

খুকী। ম্যাগ্নোলিয়া তো। মা, মা, বাবা বলেছে আইস্‌ক্রীম—

[প্রস্থান]

প্রশান্ত। খোকাটা যেমনি ধীরস্থির, এ মেয়েটা তেমনি হচ্ছে। আজ আইস্‌ক্রীম না আনালে কি আর রক্ষে থাকত।

কমল। বাচ্চারা ঐ রকমই হয়।

প্রশান্ত। তোমাকে ঠিক সমান বয়সী মনে ক'রে এমন আড্ডা মারে।

কমল। আমারও যে তাই। যে বাড়িতে কাচ্চা-বাচ্চা নেই, আমি পারতপক্ষে সেখানে যাই না।

প্রশান্ত। আমার ঠিক উল্‌টো, সহজে বাচ্চারা কেউ কাছেই ঘেঁষে না।

[খুকী দরজার কাছে দাঁড়িয়ে]

খুকী। টাকা কোথায় রেখেছ বাবা? পকেটে তো নেই।

প্রশান্ত। তা হ'লে বোধ হয় সব দেরাজেই তুলে রেখেছি।

খুকী। চাবি!

প্রশান্ত। আমি খুলে দিচ্ছি।

[প্রশান্ত ও খুকীর প্রস্থান]

খোকা। কমলকাকা, আমি পুরী যাচ্ছি।

কমল। কার সঙ্গে?

খোকা। বেলাদিরা যাচ্ছে, বাবা সব ঠিক ক'রে দিয়েছেন।

কমল। খুব ভাল জায়গা, আমি বার তিনেক গেছি।

খোকা। এই প্রথম সমুদ্র দেখব।

কমল। সে তো দেখবেই, তা ছাড়া পুরীর স্থানমাহাত্ম্য কতখানি! জান তো, চৈতন্যদেব তাঁর শেষ জীবনটা ঐখানেই কাটিয়েছিলেন। রাখাল মহারাজ, স্বামী ব্রহ্মানন্দর কথা শুনেছি, মাসীর বাড়িতে গেলেই তাঁর ভাবসমাধি হ'ত, তিনি যেন চৈতন্যদেবের দেবস্পর্শ অনুভব করতেন।

খোকা। তুমিও চল না কমলকাকা।

কমল। আমার ছুটি কোথায়? তুমি বরং ওখান থেকে চিঠি লিখো, যদি পারি কোন শনি-রবিবার ঘুরে আসব।

খোকা। তোমার কাছ থেকে ঠাকুরের কথা শুনতে বড় ভাল লাগে।

কমল। বেশ তো, পুরী যাবার সময় ঠাকুরের 'কথামৃতম্' দেব, প'ড়ো।

[প্রশান্ত ভেতর থেকে ডাকে—কমল, এস, চা দেওয়া হয়েছে।]

কমল। (সাড়া দিয়ে) যাই।

[উঠে দরজার কাছে গিয়ে]

কমল। খোকা, তুমি তো মাকে প্রণাম করলে না?

খোকা। করব।

কমল। একটা কথা সব সময় স্মরণ রেখো, কারুর মনে অযথা কষ্ট দিতে নেই।

[কমলের প্রস্থান]

[খোকা চিন্তান্বিত মুখে টেবিলের দিকে এগিয়ে যায়। অল্পক্ষণ চুপ ক'রে বসে। পরে নিজের মায়ের ছবি নিয়ে এসে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। টেবিলের ওপর রেখে চারদিক তাকিয়ে প্রণাম করে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সরমার প্রবেশ]

সরমা। খোকা আয়, চা মিষ্টি সব টেবিলে দিয়েছি।

খোকা। (তাড়াতাড়ি ছবিটা লুকিয়ে) আমি একটু পরে যাচ্ছি।

সরমা। সবাই তোর জন্যে ব'সে আছে যে। এ ঘরে একা একা কি করছিস ?

খোকা। মার কথা মনে পড়ছে।

সরমা। ও!

খোকা। তুমি তো মাকে দেখ নি, না ?

সরমা। না।

খোকা। আমারও মার কথা কিছুই মনে পড়ে না।

সরমা। কি ক'রে পড়বে, তোমার তখন দু'বছর বয়স।

খোকা। পিসীমা বলেন, মা খুব ফরসা ছিলেন, সাদা ফুলের মতন।

সরমা। আমিও তাই শুনেছি। সকলেই তাঁর খুব প্রশংসা করে।

খোকা। আজ মা থাকলে কি করতেন ?

সরমা। আনন্দ করতেন, কত খুশী হতেন। ছেলে ভাল ক'রে পাস করলে মায়ের যে তাতে কত আনন্দ সে কি আর কথায় বোঝানো যায় ?

খোকা। (হঠাৎ) তোমার আনন্দ হয়েছে ?

সরমা। (বিস্ময়ে) কি?

খোকা। (বিদ্রূপ ক'রে) তোমার তো চোখে খালি জল!

সরমা। (চোখ মুছে) না, না, জল আবার কোথায়।

খোকা। আমি জানি তুমি খুশী হও নি।

সরমা। কি বলছিস্ তুই!

খোকা। তুমি খুশী হবে যেদিন তোমার মেয়ে পাস করবে। তখন আর চোখে জল আসবে না। শুধু হাসবে। সেই তো মায়ের আনন্দ।

সরমা। ফের সেই কথা?

খোকা। আমি জানি যে, এ কথা সত্যি। তুমি চেয়েছিলে আমি ফেল্ করি। একটা মুখ্যু বাঁদর তৈরী হই।

সরমা। (রেগে) একটা বাঁদরই তৈরী হয়েছ তুমি। (খোকার দু'গালে সজোরে চড় মেরে) ভদ্রভাবে যতদিন না কথা বলতে শিখবে, কথা ব'লো না, যাও।

[ভয়ে, বিস্ময়ে, চোখের জল সামলাতে সামলাতে খোকার প্রস্থান। দুঃখে, অভিমানে সরমা ভেঙে পড়ে। চেয়ারে ব'সে টেবিলের ওপর মাথা নামিয়ে দেয়। একটু পরে প্রশান্ত ঘরে ঢোকে। ভাল ক'রে সরমাকে দেখে নিয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে।]

প্রশান্ত। ছেলে বড় হচ্ছে তো, তার গায়ে হাত দেওয়াটা উচিত নয়। (একটু থেমে) বিশেষ ক'রে আজকের দিনে, প্রথম পাসের খবর।

সরমা। তুমি চুপ করবে?

প্রশান্ত। ছেলেটা ও ঘরে বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে আছে। কোন্ বাবার সে দৃশ্য দেখতে ভাল লাগে বল? তাই দেখে খুকীটাও কাঁদছে।

সরমা। কাঁদুক।

প্রশান্ত। হুঁ। বেচারা কমল, তোমাদের রাগারাগির মধ্যে প'ড়ে তার অস্বস্তির শেষ নেই। একটা ভাল খবর নিয়ে এল। কোথায় সবাই মিলে আনন্দ করবে তা নয়—

সরমা। হৈ-হৈ আনন্দ কর না, কে বারণ করছে?

প্রশান্ত। তুমি তার বাইরেই থাকবে?

সরমা। তা ছাড়া উপায় কি? তোমার ছেলে আমাকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না। আমি তো তার মা নই, ঝি-চাকর কি মনে করে ভগবান জানেন।

প্রশান্ত। কিন্তু কেন এ রকম হ'ল?

সরমা। কেন আবার, তোমার জন্যে। শুধু আদর দিয়ে তো ছেলে মানুষ হয় না, তাকে শিক্ষা দিতে হয়। কতদিন তোমাকে বলেছি। এখন তো একটা বাঁদর তৈরী হয়েছে। তার কথাবার্তা শুনলে কে বলবে যে একটা ভদ্রলোকের ছেলে। উঃ, জীবনে কারুর কাছে যা শুনতে হয়নি, তোমার ছেলে আমায় তাই বলে। কারণ তার মায়ের বাড়া হয়ে আমি তাকে মানুষ করেছি।

প্রশান্ত। তুমি ভুল করছ সরমা—

সরমা। ভুল মোটেই নয়। তোমার ছেলের জন্যে আমি কি না করেছি। মাতৃত্বের সবটুকু রস আমি নিংড়ে তারই মাথায় দিয়েছি। খুকীটাকে তো কিছুই দিইনি। যাতে খোকা সুখী হয়, যাতে সে বড় হয়, যাতে দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করার জন্যে তোমাকে কেউ খোঁটা দিতে না পারে। কিন্তু আজ বুঝেছি সেসব মিথ্যে হয়ে গেছে, আবার জিজ্ঞেস করছ—কার জন্যে? তোমার জন্যে, তোমার আত্মীয়-স্বজনের জন্যে যারা আমাকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না। সারাক্ষণ ওর কানে বিষ ঢেলেছে।

প্রশান্ত। তাহলে এখন কি করা যায়, আমি বরং—

সরমা। একটা ট্যাক্সি ডাকতে বল।

প্রশান্ত। কেন?

সরমা। আমি মার কাছে যাব।

প্রশান্ত। আজই?

সরমা। এখুনি।

প্রশান্ত। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে) হুঁ।

সরমা। খুকী যদি যেতে চায় তো চলুক। খোকা পুরী চ'লে গেলে তারপর আমি আসব।

[সরমার প্রস্থান]

[একটু পরে কমলের প্রবেশ]

কমল। কি হ'ল দাদা?

প্রশান্ত। আর ব'ল না ভাই; আমি তো আর পারছি না। সরমার যেন কি হয়েছে। ভাল ক'রে কোন কথাই শোনে না, সব তাতে বিরক্তি।

কমল। শুধু বউদির দোষ দিলে চলে না, খোকাটাও আজকাল বড় যা-তা বলে।

প্রশান্ত। হুঁ। এ রকম হবে আমি কখনও ভাবি নি। খোকার মাকে তুমি দেখনি কমল। সে ছিল খুব সুন্দরী। কিন্তু আশ্চর্য রকমের স্বার্থপর। এখন ভেবে দেখলে মনে হয় বিয়ের পর যে ক'টা বছর আমরা ঘর করেছি আমি এতটুকু সুখী হইনি। আমার আত্মীয়-স্বজন কাউকে সে সহ্য করতে পারত না। বিশেষ ক'রে আমার মাকে, বলতে গেলে সেই দুঃখেই তো মা মারা গেলেন।

কমল। একথা তুমি একদিন আমায় বলেছিলে।

প্রশান্ত। সরমাব সঙ্গে আলাপ হ'বার পর দেখলাম তার মন কত উদার। কত পরিষ্কার। তাকে বিয়ে ক'রে ভেবেছিলাম খোকাকে সত্যিই মানুষ করতে পারব ভাল ক'রে। সরমা তার মায়ের অভাব পুরিয়ে দেবে, কিন্তু একি হ'ল ?

কমল। আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে। বউদিকে একটু বুঝিয়ে বললে—

প্রশান্ত। তোমার বউদি তো এক্ষুনি বাপের বাড়ী যেতে চাইছেন।

কমল। ওঃ, তা বরং ঘুরে আসাই ভাল। খোকারও তো পুরী যাবার কথা শুনলাম।

প্রশান্ত। হুঁ। তুমি ভাই একটা ট্যাক্সি ডেকে এনে, সরমাকে পৌছে দিয়ে এস।

কমল। তাই যাই। দেখ, আব চেঁচামেচি ক'র না।

[কমলের প্রস্থান]

[বাক্স নিয়ে খুকীর প্রবেশ। টেবিলের ওপর রেখে গোছায়]

প্রশান্ত। তুমি কি মার সঙ্গে যাচ্ছ ?

খুকী। হ্যাঁ।

প্রশান্ত। মা কোথায় ?

খুকী। ঘরে কি কচ্ছেন।

প্রশান্ত। হুঁ। (থেমে) দাদা ?

খুকী। দেখিনি !

প্রশান্ত। অ। (দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রস্থান)

[খোকার প্রবেশ। খুকীর বাক্স গোছান লক্ষ্য ক'রে]

খোকা। কি কচ্ছিস ?

খুকী। দেখতেই তো পাচ্ছ।

খোকা। বাক্স গোছাচ্ছিস কেন ?

খুকী। মামার বাড়ি যাচ্ছি।

খোকা। একা ?

খুকী। মা আর আমি।

খোকা। ওঃ। (টেবিলের দিকে স'রে যায়।)

খুকী। তুমি তো মার সঙ্গে ঝগড়া করেছ।

খোকা। থাক্, থাক্—তোকে আর পাকামি করতে হবে না।

খুকী। তুমি আজকাল ভারি ঝগড়াটে হয়েছ।

খোকা। চুপ কর্ বলছি।

খুকী। আমাকেও বকছ। দাঁড়াও বাবাকে গিয়ে বলে দিচ্ছি।

[খুকীর প্রস্থানের পর খোকা চুপ ক'রে কি ভাবে। হঠাৎ বাক্সট' টেনে নিয়ে গোছাতে শুরু করে। নিজের বাক্স থেকে জামা-কাপড় নিয়ে ভরে। ভেতর থেকে সরমার গলা শোনা যায়। বাক্সটা কোথায় রেখেছিস খুকী—]

খুকী। দাদার ঘরে।

[একটু পরে বাক্স খুঁজতে সরমার প্রবেশ]

সরমা। (জোরে যেন খুকীকে বলছে) কই বাক্স নেই তো এখানে।

খোকা। আমার কাছে।

সরমা। দাও এখানে, গুছিয়ে ফেলি, দাও।

খোকা মাথা নীচু ক'রে বাক্স এগিয়ে দেয়। সরমা তার মধ্যে থেকে খোকার শার্ট বার ক'রে]

সরমা। এগুলো এর ভেতর পুরেছে কেন? যত রাজ্যের বাজে জিনিস! কোন্‌টা নেবে না-নেবে ঠিক নেই।

খোকা। ওগুলো আমার জামা-কাপড়।

সরমা। কেন?

খোকা। আমিও যাব।

সরমা। কোথায়?

খোকা। তোমার সঙ্গে।

সরমা। আমার সঙ্গে যাবি, আমার সঙ্গে?

খোকা। আমি তো কষ্ট দিতে চাই না। তবু যে কি রকম হয়। আমার মাথার ঠিক থাকে না, কথার ঠিক থাকে না, কি যে পাগলের মত বলি, তুমি হয়তো ভাবছ—

সরমা। আমি কিছু ভাবিনি খোকা, দোষ তোর নয়রে দোষ আমার। আমি তো তোর মায়ের অভাব পুরিয়ে দিতে পারি নি, সত্যিকারের মা হতে পারিনি—

খোকা। মা, মাগো।

[খোকা কাছে এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করে সরমাকে। ইতিমধ্যে প্রশান্তবাবু খুকীকে নিয়ে পেছনে দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করেন মা ও ছেলেকে।]

সরমা। (নীচু হয়ে খোকাকে টেনে নিয়ে) খোকা।

খোকা। আমি হোস্টেলে যাব না মা—

সরমা। তোকে যেতে দিচ্ছে কে। এরপর আমার কথা না শুনলে ঠাস্ ঠাস্ ক'রে চড় মারব, মনে থাকে যেন।

[নেপথ্যে গাড়ির হর্ন বাজে। কমল বাইরে থেকে চেঁচিয়ে বলে, দাদা, ট্যাক্সি এসে গেছে।]

প্রশান্তবাবু। (তৃপ্তির হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে) ট্যাক্সির আর দরকার নেই কমল, তুমি ওপরেই চ'লে এস।

[কথা শুনে সরমা ও খোকা ফিরে তাকায়। তাদেরও চোখে জল, মুখে লজ্জার চাপা হাসি।

এক পশলা বৃষ্টির পর তাদের আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে।]

যবনিকা

বুদ্বুদ

কিরণ মৈত্র

চরিত্র-পরিচিতি

সত্যেন

কমলা

হরিপদ

সুলোচনা

অমূল্য

শ্যামল

গনৎকার

বুদ্বুদ

[পট উঠলে দেখা গেল সাধারণ মধ্যবিত্তের রুচিসম্মত সাজানো একখানা ঘর। জনৈক সৌম্যদর্শন গণৎকার এ বাড়ির বউ কমলার হাত দেখছে। কমলার বয়স ২৭।২৮ এর কাছাকাছি। সুন্দরী, পাশে এক বর্ষীয়সী বিধবা ভদ্রমহিলা ব'সে, নাম সুলোচনা। কমলা তাঁকে মাসীমা ব'লে ডাকে। দূরের কোন মন্দির থেকে কাঁসর ঘণ্টার আওয়াজ শোনা যায়।]

সুলোচনা। (গণৎকারের হাত দেখা হয়ে গেলে) কি দেখলেন ঠাকুরমশাই !

গণৎকার। ভগবান এব মনোবাঞ্ছা নিশ্চয়ই পূরণ করবেন।

কমলা। (আশাভরা সুরে) তা হলে কি—

গণৎকার। (সান্ত্বনা দেওয়া গলায়) হবে মা, মা তুমি নিশ্চয়ই হতে পারবে। বিধাতা কোন নারীরই মা হবার কামনাকে অপূর্ণ রাখেন না। তোমারও রাখবেন না।

সুলোচনা। এই কথাই তো আমিও বলি বউমাকে। তার উত্তরে ও বলে আজ সাত বছর ধ'রে শুধু যে অপেক্ষাই ক'রে আছি মাসীমা !

গণৎকার। (স্মিত হেসে) প্রতীক্ষার কি শেষ আছে মা ! একটি সন্তানলাভের আশায় তোমাদের যে জন্মজন্মান্তর অপেক্ষা করতে হয়। (কমলা জিজ্ঞাসু ভাবে তাকাতে) কিছু বলবে ? বল মা, বুড়ো ছেলের কাছে মায়ের সংকোচ হওয়া তো উচিত নয়।

কমলা। (সংকোচের সঙ্গে) আমার কি ছেলে হবে ঠাকুরমশাই, শুধু এই কথাটাই আপনি আজ আমাকে ব'লে যান।

গণৎকার। তোমরা যে মায়ের জাত। মা হওয়া বিধাতাও তোমাদের

বোধ করতে পারেন না। শুধু মা হওয়া জানা চাই। (উঠে) আচ্ছা মা তা হ'লে আমি চলি, মন-প্রাণ দিয়ে ঠাকুরের আরাধনা করো, প্রতিদিন তাঁর পূজা করো, আর এই মন্ত্রপূত কবচটি তুমি কোন পুত্রবতীকে দিয়ে ধারণ ক'রো।

[কমলার হাতে একটা কবচ দিল, কমলা ভক্তিভরে গ্রহণ ক'রে প্রণাম করল।]

তা হলে আমি চলি মা। (সুলোচনাকে) চলি দিদি। (প্রস্থান)

সুলোচনা। আমি তা হলে চলি বউমা!

কমলা। আপনি আমার হাতে এই কবচটা পরিয়ে দিয়ে যান।

সুলোচনা। (বিব্রত সুরে) আমি, না, না…আমি না…

কমলা। (অল্প বিস্মিত সুরে) কেন! আপনার তো ছেলে আছে মাসীমা!

সুলোচনা। তা হোক, তুমি বরঞ্চ অন্য কাউকে দিয়ে—

কমলা। না আপনাকেই পরিয়ে দিয়ে যেতে হবে। আপনার চাইতে এখানে আমার শুভাকাঙ্ক্ষী আর কেউ নেই ··

সুলোচনা। না, আমি বরঞ্চ পাশের বাড়ির বউটিকে ডেকে দিয়ে যাই। ও এসে পরিয়ে দিয়ে যাক, কেমন!

কমলা। (অভিমানী সুরে) থাক্। তা হলে আমার আর পরবার দরকার নেই!

সুলোচনা। (গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে) মিথ্যে অভিমান ক'রো না বউমা। আজ না বুঝতে পার, একদিন বুঝবেই, কেন তোমার এই মাসীমা এই সামান্য কাজটুকুও করতে পারল না।···(স্মিত হেসে) দেখ বউমা, এইবার তোমার কোলে ঠিক ছেলে আসবে।

কমলা। (হতাশার সুরে) আমার আর বিশ্বাস হয় না মাসীমা!

সুলোচনা। এইবার ঠিক হবে। তুমি দেখে নিও। এই নতুন মাসীমাই তার যে একজন সাক্ষী।

(কমলা জিজ্ঞাসুভাবে তাকাল)

হ্যাঁ বউমা, ঠিক তোমারই মত পাঁচটি বছর আমাকেও কাটাতে হয়েছিল। কত যে তাগা মাদুলি পরেছি তার ইয়ত্তা নেই। তারপর আজ যিনি এলেন ওনার গুরু এসে আমাকে একটা মাদুলি দিয়ে গেলেন। ভগবান এইবার মুখ তুলে চাইলেন। কিন্তু এমনিই কপাল খোকা জন্মাবার পর উনি মারা গেলেন। (সুলোচনার গলা ভারী হয়ে আছে) তারপর কত কষ্ট ক'রে যে ছেলেটাকে মানুষ করতে হয়েছে বউমা সে দুঃখেব ইতিহাস

[সুলোচনার চোখে জল ভরে আসে, কমলা তা লক্ষ্য ক'রে কথা ঘুরোয়]

কমলা। আপনার ছেলে এখন কোথায় কাজ করে মাসীমা ?

সুলোচনা। ঐ যে কি যেন নামটা ··হাঁ-হাঁ মনে পড়েছে ধানবাদ না না · ধানবাদ তো নয়, আসানসোল।

কমলা। আপনার কাছে আসে না ?

সুলোচনা। বাঃ, তা আর আসে না! প্রায়ই তো আসে।

কমলা। একদিন আপনাব ছেলেকে নিয়ে আসবেন না। আমার দেখতে খুব ইচ্ছে করে।

সুলোচনা। ওরে বাবা সে আসবে! যা লাজুক ছেলে, কারুর সামনে মুখ তুলে কথাটি বলতে পারে না। তা ছাড়া বেশীক্ষণ তো থাকেই না। এসেই চলে যায়।

কমলা। আসানসোলে খুব বড় চাকরি করে বুঝি ?

সুলোচনা। কি জানি বাপু, শুনি তো চার পাঁচশো মাইনে পায়।

কমলা। আপনাকে খুব ভালবাসে মাসীমা।

সুলোচনা। মা ছেলের কাছ থেকে শুধু এইটুকুই চায় বউমা।

কমলা। তা আপনি কেন ছেলের কাছে গিয়ে থাকেন না? এখানে একা একা থাকার কি দরকার।

সুলোচনা। শ্বশুরের ভিটে ছেড়ে যেতে মন যে চায় না বউমা।···আমি তা হলে এখন চলি বউমা। খোকা হয় তো আসতে পারে।

[কমলা প্রণাম করল, সুলোচনা স্থির দৃষ্টিতে কমলার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।]

কমলা। (বিস্মিত স্বরে) কি দেখছেন মাসীমা।

সুলোচনা। ছেলের বউ যদি করতে হয় তা হলে তোমার মত বউ যেন পাই···

কমলা। (মাথা নীচু ক'রে কান্না-মাখা গলায়) তা হলে যে নাতি-নাতনীর মুখ দেখতে পাবেন না মাসীমা

[কমলা দ্রুত ভেতরে চলে যায়]

শ্যামল। (নেপথ্যে) মা, মা,

সুলোচনা। (অস্ফুট চকিত স্বরে) কে। খোকা না?

[সুলোচনা তাড়াতাড়ি বাইরের দরজায় গোড়ায় এসে দাঁড়ায়।]

শ্যামল। (নেপথ্যে) মা তুমি এইখানে আছ আর আমি সব জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছি!

সুলোচনা। তুই এখন যা খোকা, আমি বউমাকে ব'লে এক্ষুনি যাচ্ছি।

শ্যামল। (নেপথ্যে) তাড়াতাড়ি আসবে কিন্তু, তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ দরকার আছে।

সুলোচনা। বললাম তো এক্ষুনি যাচ্ছি।

শ্যামল। (নেপথ্যে) আচ্ছা, এখন কিছু দাও তো!

সুলোচনা। এই নে।

[সুলোচনা কি যেন দিল বাইরে থেকে

শ্যামল। (নেপথ্যে) তাড়াতাড়ি আসবে কিন্তু

[শ্যামল চ'লে গেল বোঝা গেল, কমলা ঢুকল

কমলা। আপনার ছেলে এসেছিল বুঝি, মাসীমা ?
সুলোচনা। হ্যাঁ, বউমা।
কমলা। (অনুযোগের সুরে) বাঃ, আমার সঙ্গে দেখা না করিয়েই পাঠিয়ে দিলেন ?
সুলোচনা। ঐ যাঃ, দেখেছ, একদম ভুলে গেছি। যা তাড়াতাড়ি করল! দেখ তো বউমা, মা বাড়ি নেই তো কি হয়েছে? দু দণ্ড বাড়িতে বোস, তা নয় কার কাছে খোঁজ-খবর নিয়ে একদম এইখানে এসে হাজির।
কমলা। তা বাইরে থেকে বাড়িতে এসে মাকে না দেখলে সব ছেলেরই অমন হয়। তার ওপর আপনার ছেলের যা মা-অন্ত প্রাণ।
সুলোচনা। আমি তা হ'লে চলি বউমা। যা অভিমানী ছেলে, আবার রাগ ক'রে চ'লে না যায়।

[সুলোচনা চ'লে গেল, সত্যেন ঢুকল। সুন্দর সুপুরুষ চেহারা, বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ]

কমলা। এতক্ষণে বুঝি তোমার আসার সময় হ'ল ?
সত্যেন। হুঁ, কিন্তু উনি কে গেলেন ?
কমলা। ওমা, মাসীমাকে চেন না ?
সত্যেন। (জামা খুলতে খুলতে) তা আর কি ক'রে চিনব বল ?

মার যে কোন বোন এখানে থাকেন তা তো

কমলাকে জামা দিল]

জামা রাখতে রাখতে) তোমার সব সময়েই ঠাট্টা।

গা মোড়ের মাথায় মুদিখানাটা আছে, তার পাশে যে লাল সেইটে মাসীমাদের।

সত্যেন। তা হয়তো হবে। এই তো কটা বছর মাত্র এখানে এসেছি। সবাইকে চিনিও না। তা কেন এসেছিলেন ?

কমলা। এমনিই, বেড়াতে।

সত্যেন। উহুঁ, তোমার বাড়িতে তো এমনি কেউ আসে না। হয় পূজোর প্রসাদ, নয় মাদুলি তাগা…কি চুপ ক'রে রইলে কেন? জবাব দাও।

কমলা। (ধরা-পড়া সুরে) জান, ভাটপাড়া থেকে আজ এক পণ্ডিত মাসীমা নিয়ে এসেছিলেন। তিনি আমার হাত দেখে একটা কবচ দিয়ে গেছেন।

[সত্যেন হো-হো ক'রে হেসে উঠল]

কমলা। (অভিমান-ক্ষুব্ধ সুরে) বেশ, তুমি যদি না চাও তা হ'লে পরব না।

সত্যেন। বারে! আমি চাইব না, আর তুমিই বা পরবে না কেন ?

কমলা। (সংশয়ের সুরে) তুমি যে এ সবে বিশ্বাস কর না।

সত্যেন। না, করি না! কে তোমাকে বলেছে? বরঞ্চ তোমার চাইতে ঢের বেশী বিশ্বাস করি।

কমলা। (বিশ্বাসের সুরে) দেখ, ওই কবচটা যেদিন পরব না সেদিন খুব ঘটা ক'রে লক্ষ্মীপূজো দেব।

সত্যেন। বেশ তো, দিও না। আমি কোনদিন বারণ করেছি, না রাগ করেছি।

কমলা। তা কোথায় গিয়েছিলে?

সত্যেন। এই আমার এক বন্ধুর বাসায়—

কমলা। কেন? কি দরকার পড়েছিল?

সত্যেন। কিছু টাকা পেতাম, তাই আনতে গিয়েছিলাম।

কমলা। (অল্প আশ্চর্যের সুরে) কাউকে টাকার তাগাদা দেওয়া তো তোমার অভ্যেস নেই। সত্যি ক'রে বল তো কোথায় গিয়েছিলে?

সত্যেন। বললাম তো এক বন্ধুর বাসায়—

কমলা। (একটু বিরক্তির সুরে) আমার কাছে লুকোচ্ছ কেন?

সত্যেন।' না, না, লুকোব কেন? তোমার কাছে কোন কথা লুকোতে পারি?

কমলা। (দৃঢ় সুরে) তাহলে সত্যি কথা বললেই পার।

সত্যেন। সত্যি কথাই তো বললাম।

কমলা। (আরও দৃঢ় সুরে) না, বল নি। আমি বুঝতে পেরেছি কোথায় তুমি গিয়েছিলে?

সত্যেন। বেশ, বল কোথায়!

কমলা। কাল আমাকে যে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিলে তার কাছে। কি, তাই না! কি বলল তোমার ডাক্তার!

সত্যেন। আজ কিছু বলে নি, পরে বলবে বলেছে।

[সত্যেন জামা পরতে লাগল]

কমলা। পরে নয়। আজই বলেছে। কি বলেছে তাই বল।

সত্যেন। সে অনেক কথা! পরে বলব'খন।

[জামা প'রে প্রস্থানোদ্যত হ'ল]

কমলা। না এখুনি ব'লে যাও।

সত্যেন। বললাম তো পরে বলব।

কমলা। এখুনি যদি না ব'লে যাবে ফিরে এসে আমাকে আর দেখতে পাবে না।

[সত্যেন দরজার গোড়ায় থমকে দাঁড়ায় তারপর ফিরে এসে ধরা গলায় বলে]

সত্যেন। ডাক্তার বলেছে—

কমলা। (অপার আগ্রহে) কি বলেছে।

সত্যেন। তোমার ছেলেমেয়ে—

কমলা। কি।

সত্যেন। হবে না কমলা।

কমলা। (আর্তনাদের সুরে) সত্যি বলছো।

সত্যেন। (ধরা গলায়) এ কথাটা যদি মিথ্যে হ'ত তাহলে তোমার চাইতে আমি কম সুখী হতাম না কমলা।

কমলা। (পাথরের মত সুরে) কোনদিনই কি হবে না ?

সত্যেন। ডাক্তার তো তাই বলে।

কমলা। (বিছানার দিকে আগাতে আগাতে) তাহলে সব মিথ্যে, সব মিথ্যে···

[কমলা বিছানায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে]

সত্যেন। কি মিথ্যে কমলা!

কমলা। (ক্রন্দন মেশানো গলায়) এই এত তাগা, এত মাদুলি, ব্রত, পার্বণ, মানসিক সব মিথ্যে ··(বিছানায় মুখ ঘষতে ঘষতে) ঠাকুর নেই, ভগবান নেই, কিছু নেই, কিছু নেই ··

সত্যেন। সত্যিই নেই কমলা, থাকলে আমাদের মনের কথা নিশ্চয়ই বুঝতেন।

কমলা। (উত্তেজিত গলায়) তাহলে দূর ক'রে ফেলে দেব ঐ ঠাকুরের পট। কেন রোজ রোজ ফুলের মালায় ওকে সাজাব, কেন রোজ রোজ ওর পায়ে মাথা খুঁড়ে মরবো, কেন ওর নামে সকলে আমাকে মিথ্যে আশ্বাস দেবে? ফেলে দেব, সব ফেলে দেব,—চাই না, কিচ্ছু চাই না…

[কমলা উঠতে গেল, সত্যেন তার হাত ধ'রে অনুনয়ের সুরে]

সত্যেন। আঃ, কি ছেলেমানুষি করছো কমলা!

কমলা। (হাত ছাড়াবার চেষ্টা ক'রে) না, না, আমাকে তুমি বাধা দিও না। আমাকে এতদিন ও শুধু ভুলিয়ে রেখেছিল, আজ আমার ভুল ভেঙে গেল।

[দূরে কাঁসর ঘণ্টার আওয়াজ জোরে বেজে ওঠে]

কমলা। (অধৈর্যতার সঙ্গে) ওগো জানলা-দরজাগুলো সব বন্ধ ক'রে দাও, লক্ষীটি সব বন্ধ ক'রে দাও, ঐ কাঁসর ঘণ্টার আওয়াজ আমি আর সইতে পারছি না। বন্ধ ক'রে দাও, সব বন্ধ ক'রে দাও ··

সত্যেন। (ধমকের সুরে) কমলা!

[কমলা সত্যেনের উঁচু গলায় মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে যায়। সত্যেন লজ্জিত ভাবে বিছানায় এসে বসে…কিছু সময় স্তব্ধ থাকবার পর কমলা উচ্ছ্বসিত কান্নায় সত্যেনের কোলে এসে ভেঙে পড়ে]

কমলা। ডাক্তারের কথাই কি শেষ কথা!

সত্যেন। এটা যে বিজ্ঞানের যুগ, বিশ্বাসের নয় কমলা।

কমলা। কিন্তু ছেলে ছাড়া তোমাকে, এ সংসারকে, কি দিয়ে ভরাই বল তো!

সত্যেন। নিজের কথাটা বাদ দিচ্ছ কেন কমলা।

কমলা। আমার একটা কথা রাখবে।

সত্যেন। বলো।

কমলা। তুমি আবাব একটা বিয়ে কর!

সত্যেন। কমলা!

কমলা। না, না, তোমার কোন কথা আমি শুনতে চাই না। তোমাকে বিয়ে করতেই হবে। বিশ্বাস কর, আমার এতটুকু দুঃখু হবে না। আমার পরে যে আসবে তাকে আমার নিজেব বোনের চাইতে বেশী ভালবাসব।

সত্যেন। তোমার কি দোষ বলতো কমলা।

কমলা। মেয়ে হয়েছি কিন্তু মা হতে পারি নি, তাই—

[দূরে শাখের আওয়াজ শোনা গেল]

সত্যেন। পাশের মন্দিরে তো দিনরাতই পুজো হয়, যাও ঠাকুরতলায় গিয়ে বস। মনটা হালকা হবে।

কমলা। (উত্তেজিত স্বরে) কোথায় বললে?

সত্যেন। বলছিলাম যে ঠাকুরতলায় গিয়ে বস। মনটা হালকা হবে।

কমলা। (ফোঁপানো কান্নায়) না, না, পাষাণ দেবতার কাছে আমি যাব না। ও শুধু পেতে চায়, দিতে চায় না। না না…আমি যাব না, কখনো না…

[কান্না চাপতে চাপতে কমলা ভেতরে চ'লে যায়। সত্যেন খাটে শোয়। নেপথ্যে মন্দির থেকে সঙ্গীত ভেসে আসে]

অমূল্য। (নেপথ্যে) সত্যেন! সত্যেন আছ নাকি হে!

সত্যেন। কে!

অমূল্য। (নেপথ্যে) আমি হে আমি, (অমূল্য ঢুকবে) তোমরা যাকে মকরধ্বজ ব'লে অফিসে ডাক।

সত্যেন। কি ব্যাপার!

অমূল্য। আর ব্যাপার। (বসল) কাল রাত্রিবেলায় তোমাকে একবার আমাদের ওখানে যেতে হচ্ছে!

সত্যেন। আমাকে! তোমাদের ওখানে!! কেন!!!

অমূল্য। সেটা গেলেই জানতে পারবে!

সত্যেন। উঁহু, না বললে তো যাওয়া চলে না।

অমূল্য। বুঝলে কিনা, অন্নপ্রাশন।

সত্যেন। অন্নপ্রাশন। কার?

অমূল্য। বোয়েব। বোয়ের নয়। বোয়ের ছেলের। মানে আমার ছেলে, মানে বুঝলে কিনা আমাদের ছেলে। তা প্রথম ছেলে। বোয়েব ইচ্ছে খুব ঘটা ক'রে অন্নপ্রাশন করা যাক, তাই—যাকগে ও সব কথা। তাহলে তুমি যাবে তো!

সত্যেন। যাবাব চেষ্টা খুব করব!

অমূল্য। না, না, চেষ্টা না। নিশ্চয়ই যেতে হবে। (তারপর নীচু গলায়) বুঝলে কিনা আমাকে তো এই দেখতে, আমার স্ত্রীও তথৈবচ, কিন্তু কি বলব সত্যেন, ছেলেটা হয়েছে যেন একেবারে রাজপুত্তুর। এই টানাটানা চোখ, টকটক করছে রং, মাথায় কোঁকড়ানো কোঁকড়ানো চুল, আর কি যে হাসে! আচ্ছা তাহলে আমি চলি···(উঠে আবার ব'সে) আচ্ছা আর একটা কথা বল তো! ছেলেটাকে ডাক্তার কবব না ইঞ্জিনিয়ার করব···

সত্যেন। সে সব কথা ভাববার অনেক সময় পাবে।

অমূল্য। ওহে না হে, না। ছেলেকে গড়তে গেলে একেবারে প্রথম

থেকেই গড়া দরকার। আমার বউ বলে ওকে ডাক্তার করবো, আমি বলি, না বাবা, দেশে এখন ইঞ্জিনিয়ার দরকার, ওকে ইঞ্জিনিয়ারই করব, ও বউ যাই বলুক (হঠাৎ কমলার কান্না শুনে) আচ্ছা তোমার পাশের ঘরে কে কাঁদছে বল তো!

সত্যেন। কৈ, না তো!

অমূল্য। কেউ না! তাহলে আমিই হয়তো ভুল শুনে থাকতে পারি। তাহলে আমি চললাম·· (একটু আগিয়ে ফের ঘুরে এসে) হ্যাঁ আর বলছিলাম যে ছেলেটা···(সত্যেনকে বিমর্ষ দেখে) থাক্, কালকেই বলা যাবে, আমাকে আবার বাজারে যেতে হবে ছেলেটার জন্যে (বাইরে চ'লে গেল, শোনা গেল, বাইরে সে কাকে যেন বলছে) কাকে চান বললেন সত্যেনকে, হাঁ হাঁ যান না, ঘরের মধ্যে রয়েছে। যান না যান, ভেতরে যান।—

[হরিপদ ঢুকলো। কঙ্কালসার চেহারা। চোখ, গাল ঢুকে গেছে। চুলগুলো অবিন্যস্ত, রুক্ষ। এক মুখ দাড়ি। ছেঁড়া জামা-কাপড় পরনে]

হরিপদ। (হাঁপাতে হাঁপাতে) কি চিনতে পারছ!

[সত্যেন খানিকক্ষণ চেনবার চেষ্টা ক'রে, তারপর চিনতে পেরে বিস্মিত ব্যথিত কণ্ঠে]

সত্যেন। হ-রি-প-দ···

হরিপদ। যাক্ চিনতে পেরেছ! বসব?

সত্যেন। (আগ্রহের সঙ্গে) বস বস···(হরিপদকে বিছানায় বসিয়ে) তুমি দেখছি হাঁপাচ্ছ!

হরিপদ। অনেকটা পথ হেঁটে এসেছি কিনা!

সত্যেন। কি চেহারা হয়েছে তোমার!

হরিপদ। (ম্লান হেসে) খুব খারাপ হয়ে গেছে না!

সত্যেন। তুমি খুব ক্লান্ত। তোমার জন্যে একটু চা খাবারের ব্যবস্থা করি।

হরিপদ। থাক্, দরকার নেই। বরঞ্চ এক গ্লাস জল দাও।

[সত্যেন তাড়াতাড়ি এক গ্লাস জল দিল। আলগোছে হরিপদ জল খেল]

সত্যেন। পাঁচ বছর আগেও তোমাকে দেখেছি। কি সুন্দর তোমার চেহারা ছিল। আর এরই মধ্যে কি হয়ে গেছে! তোমার কি হয়েছে বল তো।

হরিপদ। শুনলে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে না?

সত্যেন। কি বলছ যা তা?

হরিপদ। ঠিকই বলছি সত্যেন। রবি, প্রশান্ত, অমর সবাইয়ের কাছেই গিয়েছিলাম। তোমার মত তারাও আমাকে দেখে চমকে উঠে একই প্রশ্ন করেছিল। কিন্তু শোনার পর ওরা প্রায় তাড়িয়ে দিয়েছিল। তা যা বলতে গিয়েছিলাম তা আর বলা হয়ে ওঠে নি।

[হরিপদ কথা বলার সময় মাঝে মাঝে কাশতে থাকে]

সত্যেন। বেশ, তোমার কি হয়েছে বলতে হবে না। যা বলতে এসেছ তাই বল।

হরিপদ। না, না, আমার বলা দরকার। আমার (হঠাৎ অদম্য কাশির ভারে হরিপদ ভেঙে পড়ে। সত্যেন কাছে আসে) সত্যেন তুমি সরে যাও আমার কাছ থেকে, তুমি সরে···(মুখে রুমাল চাপা দিয়ে কাশতে থাকে। রুমালটা রক্তে ভরে ওঠে)

সত্যেন। (ভীত স্বরে) রক্ত!

হরিপদ। (কাশি থামলে নিজেকে সামলে) বোধ হয় আর বলতে হবে না আমার কি অসুখ!

সত্যেন। (সহানুভূতির স্বরে) কবে থেকে হয়েছে?

হরিপদ। ঠিক বলতে পারি না। তবে এক বছর হল রক্ত উঠছে।

সত্যেন। তুমি তো বিয়ে করেছ।

হরিপদ। হ্যাঁ।

সত্যেন। সে কোথায়?

হরিপদ। আমার কাছে। ঠিক এমনি ক'রে কাশে, আর রক্ত বেরোয়।

সত্যেন। চিকিৎসা কি করাচ্ছ?

হরিপদ। আমার চাকরিটা গেছে সত্যেন!

সত্যেন। চেষ্টা ক'রে কোন হাসপাতালে—

হরিপদ। গরীবদের জন্যে হাসপাতাল তো নেই।

[সত্যেন চুপ ক'রে যায়]

হরিপদ। কি, কথা বলছ না যে?

সত্যেন। (ব্যথিত কণ্ঠে) কি বলব বল?

হরিপদ। যা বলতে এসেছি, তা কিন্তু আমার এখনও বলা হয় নি। শুনবে?

সত্যেন। বল, নিশ্চয়ই শুনব।

হরিপদ। (সত্যেনের হাত ধ'রে) কোন কথা নয় সত্যেন, একটা অনুরোধ করতে এসেছি। বল রাখবে?

সত্যেন। (হরিপদর হাত চেপে ধ'রে) বল, কথা দিচ্ছি। নিশ্চয়ই রাখব।

হরিপদ। আমার—

সত্যেন। টাকার দরকার? আমার কাছে যা আছে এক্ষুনি তোমাকে দিচ্ছি।

হরিপদ। না, আমাদের—

সত্যেন। থাকবার জায়গা চাই ? বেশ, তোমরা দুজনেই—

হরিপদ। আমরা তিনজন সত্যেন।

সত্যেন। তিনজন ?

হরিপদ। একটা মেয়ে আছে। তিন বছরের।

সত্যেন। তাকে কোথায় রেখেছ ?

হরিপদ। আমাদের কাছেই আছে সত্যেন। মেয়েটার আগে একটা ছেলেও এসেছিল। কিন্তু না খেয়ে বেঁচে থাকার মন্ত্র সে জানত না। তাই একদিন সে চ'লে গেল।

[হরিপদর চোখ জলে ভরে ওঠে]

সত্যেন। তোমাদের এই অবস্থা। আর মেয়েটাকে কাছে রেখেছ ? ইস্।

হরিপদ। (কান্নামাখা গলায়) ভাবছ আমরা কি নিষ্ঠুর, না ? কিন্তু বিশ্বাস কর সত্যেন, আমরা রাখতে চাই নি। রাখতে এখনও চাই না। অনেককেই বলেছি মেয়েটাকে রাখতে। কিন্তু কেউই রাজী হয় নি।

সত্যেন। কেউ না ?

হরিপদ। না। একে মেয়ে, তাও টি-বি রুগীদের মেয়ে। কে রাখতে চায় বল ?

সত্যেন। তোমাদের মেয়েকে আমাদের কাছে রেখে যেতে চাও হরিপদ ?

হরিপদ। হ্যাঁ। তুমি রাখবে ?

সত্যেন। রাখব।

হরিপদ। (আনন্দাশ্রুতে) রাখবে ? সত্যি রাখবে—

সত্যেন। সত্যিই রাখব।

হরিপদ। ওঃ, তুমি বাঁচালে। জান সত্যেন, মেয়েটা যখন জন্মাল, কি সুন্দর স্বাস্থ্যই না ওর ছিল। তার পরেই ও যেন ক্ষয়ে যেতে লেগেছে। এখন আর ওর দিকে তাকান যায় না। বুকের প্রত্যেক ক'খানা হাড় গোনা যায়। মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, ওকেও ক্ষয় রোগে ধরেছে।

সত্যেন। ছিঃ, কি বলছ ?

হরিপদ। ঠিকই বলছি সত্যেন। আর কিছুদিন ও যদি আমাদের কাছে থাকে, তা হ'লে ও আর বাঁচবে না।

সত্যেন। বেশ তো, আজই তুমি ওকে দিয়ে যাও না। দেখ, দু দিনের মধ্যে ওকে আমরা চাঙ্গা ক'রে তুলব—

হরিপদ। আজই—

সত্যেন। হ্যাঁ, ক্ষতি কি ?

হরিপদ। ক্ষতি কিছু নেই। কথাটা বিশ্বাস করতে পারছি না কিনা তাই। বেশ, একটু পরেই তোমাকে আমি মেয়েটাকে দিয়ে যাব, ওকে তোমরা মানুষ কর—(একটু এগিয়ে আবার ঘুরে এসে) তুমি আজ আমার যে উপকার করলে, তা আমি সারা জীবন—(থেমে, ম্লান হেসে) মানে যে ক'টা দিন বাঁচব মনে রাখব।

সত্যেন। উপকার আমরা তোমার করি নি হরিপদ। বরঞ্চ তুমিই আজ আমাদের অনেক উপকার ক'রে গেলে।

হরিপদ। তা হ'লে আমি চললাম। হ্যাঁ, দেখ, যদি পার মেয়েটার মন থেকে আমাদের কথা মুছে দিও।

[হরিপদ অল্প কাশতে কাশতে বেরিয়ে গেল। মন্দির থেকে কোন ধর্ম-সঙ্গীতের সুর ভেসে আসতে লাগল]

সত্যেন। কমলা, কমলা!

[কমলা ঢুকল]

কমলা। কি বলছ?

সত্যেন। এই মাত্র আমার এক বন্ধু এসেছিল।

কমলা। (নিস্পৃহ স্বরে) কেন?

সত্যেন। তার একটি তিন বছরের মেয়ে আছে, আমাদের কাছে রাখতে চায়।

কমলা। ক'দিনের জন্যে?

সত্যেন। তা যতদিন না বিয়ে দিচ্ছি।

কমলা। ঠাট্টা করছ?

সত্যেন। না, সত্যি বলছি।

কমলা। হঠাৎ নিজের মেয়েকে আমাদের কাছে রাখতে চাইছে কেন?

সত্যেন। খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করবার সামর্থ্য নেই, তাই।

কমলা। তা তুমি কি বললে?

সত্যেন। (কপট গাম্ভীর্যে) যা বলা স্বাভাবিক, তাই বললাম।

কমলা। কি বললে, তাই শুনি না?

সত্যেন। বললাম যে—(ইচ্ছে ক'রে চুপ ক'রে গেল)

কমলা। চুপ ক'রে আছ কেন? কি বললে বল না?

সত্যেন। (কপট স্বরে) বললাম যে, পরের মেয়ে আমরা রাখতে পারব না।

কমলা। এই কথাটা তুমি বলতে পারলে?

সত্যেন। (আগের স্বরে) ভাবলাম যে, রাখলে তুমি হয়তো আবার রাগ করবে!

কমলা। (আহত স্বরে) তুমি আমার সম্বন্ধে এ কথা কি ক'রে ভাবলে বল তো?

সত্যেন। দেখ, নিজের মেয়ের মা হওয়া যত সহজ, পরের মেয়ের মা হওয়া তত সহজ নয়।

কমলা। (ক্রুদ্ধ কণ্ঠে) মেয়েদের তুমি কতটুকু জেনেছ? কতটুকু? মেয়েরা মা হয়েই জন্মায় তা তুমি জান?

সত্যেন। এ কথাটা বুঝি তোমার পণ্ডিতমশাই শিখিয়ে দিয়ে গেলেন?

কমলা। (অভিমানী সুরে) দেখো গুরুজনদের নিয়ে তুমি ঠাট্টা ক'রো না, বুঝলে?

[কমলা অভিমানে এক কোণে গিয়ে দাঁড়াল। সত্যেন হাসতে হাসতে বললো]

সত্যেন। মেয়েটা তাহলে এখানে থাকুক তা তুমি চাও?

কমলা। চাই, চাই, চাই, (সত্যেনের হাত ধ'রে) যাও, এখুনি মেয়েটাকে নিয়ে এসো।

সত্যেন। (পরিহাসের গলায়) এখুনি যেতে হবে।

কমলা। হ্যাঁ, এখুনি যাও। ছিঃ ছিঃ, তোমার বন্ধু আমার সম্বন্ধে কি ভাবলেন বল তো!

সত্যেন। কিচ্ছু ভাবেন নি। কারণ একটু পরেই বন্ধু নিজেই মেয়েটাকে দিয়ে যাবে।

[কমলার মুখ হাসিতে ভরে ওঠে]

কমলা। এতক্ষণ তাহলে বলছিলে না কেন?

সত্যেন। পরীক্ষা করছিলাম। যাও, এখন এক কাপ চা নিয়ে এসো তো।

[কমলা খুশী মনে ভেতরে গেল, হঠাৎ অমূল্য ঢুকলো]

অমূল্য। একেবারে Himalayan blunder হয়ে গেছে হে সত্যেন!

সত্যেন। কি হয়েছে ?

অমূল্য। Himalayan blunder, বুঝলে না, স্ত্রী ব'লে দিয়েছিলেন সস্ত্রীক নিমন্ত্রণ করতে আর আমি কিনা শুধু তোমাকেই ব'লে চ'লে গেলাম···বুঝলে না, স্ত্রীকেও সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেয়ো · বুঝলে না জীবন তো সঙ্গিনী ছাড়া কোথাও যেতে পারে না।

সত্যেন। আচ্ছা নিয়ে যাবার চেষ্টা করবো।

অমূল্য। বেশ, বেশ, শুনে খুব আনন্দ পেলাম তাহলে আমি চললাম (আগিয়ে ফের ঘুরে এসে) ঐ দেখো আবার ভুল! স্বামী স্ত্রী গেলে ছেলেপুলেরা সব কোথায় থাকবে ? ওদেরও সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেয়ো···

সত্যেন। (একটু ম্লান হেসে) আমি বরঞ্চ ওকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবো।

অমূল্য। তার মানে ? তোমরা যাবে, অথচ ছেলেমেয়েরা যাবে না তা হয় নাকি ?

সত্যেন। (ম্লান হাসিতেই) তুমি বোধ হয় ভুলে গেছ অমূল্য যে আমাদের ছেলেমেয়ে হয় নি।

অমূল্য। (মাথা চুলকে) ইস দেখেছ কিরকম ভুল। সত্যি কথা বলতে কি জানো, ছেলে ছাড়া স্বামী-স্ত্রীর সত্যিকারের কখনো মিল হয় না। এই দেখো না, আমার সঙ্গে স্ত্রীর দিনরাত তো কিলোকিলি লেগেই ছিল। অথচ কি বলবো সত্যেন, ছেলেটা হবার পর থেকে খাওয়া বন্ধ তো দূরের কথা [illegible] পর্যন্ত বন্ধ হলো না। আচ্ছা তাহলে চলি, আপাততঃ না হয় তোমরা দুজনেই যেয়ো। তারপর না হয় একদিন আমরা মানে আমি, বউ, ছেলে তোমাদের এখানে এসে অন্নপ্রাশনের নেমন্তন্ন খেয়ে যাব।

[অমূল্য চ'লে গেল]

[কমলা এক কাপ চা নিয়ে ঢুকল]

কমলা। দেখো, চা খেয়ে তুমি একবার বাজারে যাও।

সত্যেন। বাজারে! কেন?

[চা নিয়ে খেতে লাগল]

কমলা। বারে, মেয়েটাব জন্যে জিনিসপত্তর আনতে হবে না!

সত্যেন। আহা, আগে মেয়েটাকে নিয়ে আসুক তারপর না হয় সব আনা যাবে।

কমলা। দেখো, যখন বলে গেছে তখন নিশ্চয়ই নিয়ে আসবে। তুমি যাও তো। ও নতুন মানুষকে নতুন সাজেই ঘরে আনা উচিত।

সত্যেন। (চা খেয়ে কাপ খাটের তলায় রেখে) তাই নাকি! আচ্ছা, বেশ কি কি আনতে হবে ব'লে দাও।

কমলা। প্রথমে ওর জামা নেবে, প্যাণ্ট নেবে, আর এক জোড়া জুতো আনবে।

সত্যেন। মোজা আনবো না তো!

কমলা। আঃ আমাকে বলতে দাও তো! জুতো আনলেই মোজা আনতে হয় এ বুদ্ধি তোমার নেই!

সত্যেন। হুঁ, তাবপর!

কমলা। কিছু রবার-ক্লথ নেবে।

সত্যেন। তিন বছরের মেয়ের রবার-ক্লথ কি হবে?

কমলা। ([illegible] সুরে) তোমাকে যা বলছি তাই শোন তো!

সত্যেন। আচ্ছা বলো।

কমলা। আর এক কৌটো গ্ল্যাক্সো আনবে।

সত্যেন। গ্ল্যাক্সোর চাইতে হরলিক্স ভাল।

কমলা। আচ্ছা, বেশ হরলিক্স আনবে। হাঁ, আর একটা ছোট

থার বালিশ, দুটো পাশ বালিশ, আর ছোট ছোট কটা তোয়ালে, কিছু খেলনা আর···(ভাবতে লাগল)

ন। আচ্ছা একটা প্যারাম্বুলেটার আনলে হয় না ?

লা। প্যা-রা-ম্বু—সেটা আবার কি !

ত্যেন। ঐ যে এক রকমের ঠ্যালা-গাড়ি গো, যাতে ক'রে মেমসাহেবরা ছেলে বসিয়ে বেড়াতে বেরোয়।

কমলা। (উৎসাহিত স্বরে) ও ঐগুলো। তাহলে তো খুব ভালো হয়। নিয়ে এসো না একটা—

সত্যেন। আচ্ছা নিয়ে আসব'খন।

কমলা। বুঝলে না, রো সন্ধ্যেবেলায় মেয়েটাকে—আচ্ছা মেয়েটা কি নাম !

সত্যেন। ঐ যাঃ জিগ্যেস করতে ভুলে গেছি।

কমলা। ও যাই হোক, আমি কিন্তু ওর নতুন নাম দেব।

ত্যেন। কি নাম দেবে ?

মলা। ওর নাম হবে বীণাপাণি।

ত্যেন। দেখো, ঠাকুর দেবতার নাম আজকাল আর কেউ রাখে না। তার চাইতে ওর নাম রাখো দীপান্বিতা—

মলা। ওরে বাবা ! ও নাম আমি উচ্চারণই করতে পারবো না। তার চাইতে লক্ষ্মী নামটা বেশ না—

ত্যেন। দেখো, লক্ষ্মী সরস্বতীতে দেশ একেবারে ছেয়ে গেছে। আচ্ছা যদি বিশ্বভারতী রাখা যায় কেমন হয় ?

লা। তোমার যত সব বিদকুটে নাম। আচ্ছা বেশ, লক্ষ্মী, বীণাপাণি নামগুলো না হয় তোমার পছন্দ নয়। দুর্গা নামটা তো বেশ। তাই রাখ না কেন ?

ন। দুর্গা নাম না রেখে তার চাইতে ওর নাম রাখ মহিষমর্দিনী।

কমলা। তোমার সব সময় ঠাট্টা।

সত্যেন। আচ্ছা বেশ না হয় দুর্গাই রাখা যাবে।

কমলা। (স্বপ্নালু আনন্দ-সুরে) রোজ সন্ধ্যেবেলায় দুর্গাকে তোমার ঐ ঠ্যালা-গাড়িতে বসিয়ে আমরা দুজনে বেড়াতে বেরোব।

সত্যেন। বেশ, হাঁটতে হাঁটতে তোমার পা যখন ধরে যাবে তখন তোমাকে প্যারাম্বুলেটারে বসিয়ে দেব'খন।

কমলা। তারপর যখন তোমারও পা ভেঙে যাবে তুমি গাড়িতে এসে বসবে আর দুর্গা আমাদের ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যাবে…

[দুজনে প্রাণখোলা হাসি হেসে উঠল, বাইরে কি একটা শব্দ শুনে কমলা হাসি থামাল]

ঐ বোধ হয় তোমার বন্ধু এসে গেছে।

[সত্যেন তাড়াতাড়ি দরজা দিয়ে বাইরে মুখ বাড়িয়ে দেখ্‌ল]

সত্যেন। কৈ না তো!

কমলা। তাহলে হয়তো শুনতে ভুল করেছি। যাও এখন জিনিসগুলো নিয়ে এস…

সত্যেন। হাঁ, দেখ ফিরতে তো আমার দেরি হবে, হরিপদ নিশ্চয়ই এর মধ্যে মেয়েটাকে নিয়ে আসবে। দেখ, তুমি হয়তো বেরোলেই না। আর হরিপদ মেয়েটাকে নিয়ে—(জুতো খুঁজতে থাকে)

কমলা। হাঁ তাই বুঝি কখন হয়!

সত্যেন। কোথায় গেল আবার স্লিপারটা—

কমলা। (খাটের তলা থেকে বার ক'রে) এই নাও তোমার স্লিপার—

সত্যেন। আর টাকা দাও।

[কমলা টাকা বাক্স থেকে বার করে]

সত্যেন। তাহলে চললাম।

কমলা। সব মনে থাকবে তো।

সত্যেন। হাঁ হাঁ থাকবে। থাকবে।

কমলা। জামা, প্যাণ্ট, হরলিক্‌স, জুতো, মোজা, রবার-ক্লথ, বালিশ, তোয়ালে, খেলনা, আর যেন কি!

সত্যেন। (বাইরে থেকে ভেতরে মুখটুকু শুধু বাড়িয়ে) আর প্যারাম্বুলেটার···

[হাসতে হাসতে প্রস্থান করল কমলা। খুশী মনে গুনগুন ক'রে গান ক'রে বিছানা ঝাড়তে লাগল। সুলোচনা ঢুকলেন]

সুলোচনা। কি গো বউমা, খুব যে খুশী! কি ব্যাপার!

কমলা। (খুশী কণ্ঠে) জানেন মাসীমা, ওঁর এক বন্ধু এসেছিলেন। তিনি তাঁর মেয়েকে আমাদের কাছে দিয়ে যেতে চান।

সুলোচনা। তাই নাকি?

কমলা। একটু পরেই তিনি তাঁর মেয়েকে আমাদের দিয়ে যাবেন।

সুলোচনা। তার মানে আজ থেকেই তুমি মা হচ্ছো। পণ্ডিত মশাইয়ের কথা হাতে হাতেই ফলে গেল।

[মন্দিরে কাঁসর ঘণ্টা বেজে উঠবে। বোঝা গেল আবার পুজো শুরু হ'ল। কমলা অত্যন্তভাবে চঞ্চল হয়ে উঠল]

কমলা। আপনি এখানে একটু বসবেন মাসীমা। আমি একটু মন্দির থেকে ঘুরে আসব।

সুলোচনা। বেশ তো এস না বউমা।

[কমলা ভেতরে গেল। কমলা ভেতর থেকে মাসীমার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগল]

স্থলোচনা। তা হাঁ বউমা, সত্যেন কোথায় গেল?

কমলা। উনি মেয়ের জন্যে জিনিসপত্তর আনতে গেছেন।

স্থলোচনা। বেশ, বেশ! শুনে খুব আনন্দ হ'ল।

কমলা। আপনার ছেলেকে আপনি আনলেন না মাসীমা!

স্থলোচনা। কে খোকা! সে কি বেশীক্ষণ থাকবার পাত্র! তক্ষুনি চ'লে গেল।

কমলা। মাত্র এইটুকু সময়ের জন্যে এসেছিল?

স্থলোচনা। অফিসের কাজে কোলকাতা এসেছিল। ঐ ফাঁকে একবার মাকে দেখে গেল।

[কমলা স্টেজে ঢুকল, পরনে গরদের কাপড়, হাতে পূজোর ফুলভরতি থালা]

কমলা। আপনাকে ছেড়ে থাকতে আপনার ছেলের খুব কষ্ট হয়, না মাসীমা?

স্থলোচনা। ও তো তাই বলে।

কমলা। আচ্ছা মাসীমা, আপনি তাহলে বস্থন, আমি আসি। কেউ যদি আসে তাকে বসতে বলবেন।

স্থলোচনা। বেশ তো যাও না। তোমার আসা পর্যন্ত না হয় আমি এইখানেই ব'সে রইলাম।

[কমলা চ'লে গেল, মাসীমা ব'সে রইলেন]

নেপথ্যে। মা, মা—

স্থলোচনা। (চমকে) কে!

[লম্পট চেহারার ২৩।২৪ বছরের ছেলে শ্যামল ঢুকল। অপ্রকৃতিস্থ। হাতে সিগারেট]

শ্যামল। কে আবার! আমি! তোমার একমাত্র ছেলে শ্যামল।

সুলোচনা। তুই আবার এ বাড়িতে এলি কেন?

শ্যামল। তুমি আসালে তাই আসতে হ'ল।

সুলোচনা। পরের বাড়িতে ব'সে তুই আর কেলেঙ্কারি করিস্ না খোকা! তুই যা এখান থেকে।

শ্যামল। কেলেঙ্কারি তো তুমিই করাচ্ছো!

সুলোচনা। তা নয়তো কি!

শ্যামল। এই বললে, তুই যা, আমি যাচ্ছি। আর যাবার নামও করলে না।

সুলোচনা। যার জন্যে এসেছিলি তাতো দিলাম তখন। আবার কি চাস?

শ্যামল। ওঃ মাত্র তো পাঁচটা টাকা দিয়েছিলে, ও তো রাস্তায় যেতে যেতেই ফুড়ুত হয়ে গেল।

সুলোচনা। ওঃ, ঐ টাকা দিযে তুই ছাই পাঁশ গিলে এলি। মদ খেয়ে মার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে লজ্জা বোধ করে না!

শ্যামল। খাওয়ার জিনিস খেয়েছি তার মধ্যে আবার লজ্জা কিসের! ও সব বাজে কথা না ব'লে এখন কিছু টাকা ছাড়ো তো দেখি?

সুলোচনা। টাকা! টাকা! মার সঙ্গে কি টাকার সম্বন্ধ!

শ্যামল। সবাইযের সঙ্গে যখন টাকার সম্বন্ধ, তখন মার সঙ্গেই বা হবে না কেন?

সুলোচনা। কি মনে করেছিস বল্ তো? মাঝে মাঝে এসে উদয় হবি আর টাকার জন্যে আমাকে যা তা বলবি?

শ্যামল। তা তোমাকে তো বললাম বাবার বাড়িটা বিক্রি ক'রে দিয়ে যা টাকা পাবে তার অর্ধেক তুমি আমাকে দিয়ে দাও। ব্যস আর কোনদিনও আসব না।

সুলোচনা। একখানা ঘরে মাথা গুঁজে থাকি তাও তুই বিক্রি ক'রে দিতে বলিস ?

শ্যামল। ও আমি পাঁচ টাকা দিয়ে একখানা হাই-ক্লাস ঘর ভাড়া ক'রে দেব।

সুলোচনা। না, ও বাড়ি আমি বিক্রি করব না। আর ওড়াবার জন্যে টাকাও আমি দেব না।

শ্যামল। টাকা নিয়ে আমি ব্যবসা করব।

সুলোচনা। ব্যবসা তুই কোনকালে করিস নি। করবিও না। আমি জানি টাকা তুই কি করবি ?

শ্যামল। (ঝাঁজালো সুরে) কি করব শুনি ?

সুলোচনা। ভেবেছিস আমি কিছু জানি না। জুয়া খেলিস, রেস খেলিস, মদ খেয়ে রাস্তায় প'ড়ে থাকিস।

শ্যামল। রাস্তায় প'ড়ে থাকবার মত মদ শ্যামল রায় খায় না।

সুলোচনা। সত্যি গর্ব করবার মত একটা কথা বলেছিস বটে !

শ্যামল। মদই খাই, আর রেসই খেলি, যা ইচ্ছে তাই করি—কারুর পয়সায় করি না, নিজের পয়সায় করি।

সুলোচনা। না, নিজের পয়সায় করিস না। আমার পয়সায় করিস। মুড়ি বেচে, ঠোঙা তৈরি ক'রে আমি পেট চালাবার মত রোজগার করি, আর তুই এসে জোর ক'রে তাই কেড়ে নিয়ে যাস।

শ্যামল। বাবার যে অত টাকা ছিল, কি হ'ল শুনি ?

সুলোচনা। তোর বাবার যদি টাকা থাকত তাহলে তোকে মানুষ করবার জন্যে গায়ের এক একটা গয়না আমাকে ঘোচাতে হ'ত না।

শ্যামল। ও সব মায়েই করে, তুমি এমন বেশী কিছু কর নি।

সুলোচনা। (কাঁদতে কাঁদতে) কিন্তু তোর মতন হতভাগা ছেলে

ক'জনের হয়! মা বাঁচল কি ম'লো একবার খোঁজ নেবার দরকার মনে করিস না।

শ্যামল। হয়ে যখন গেছে তখন আর কি করবে বল? তবে কিছু ভেব না মা, একদিন রেসকোর্স থেকেই অনেক টাকা রোজগার ক'রে তোমার সব দেনা শোধ ক'রে দেব।

সুলোচনা। মার ঋণ তুই টাকায় শোধ করতে চাস?

শ্যামল। ধার শোধ আবার টাকা ছাড়া হয় নাকি?

সুলোচনা। তোর মতন ছেলে পেটে ধবার চাইতে যদি সারা জীবন আমার ছেলে না হ'ত তাহলে আমি অনেক শান্তিতে কাটাতে পারতাম।

[সুলোচনা কাঁদতে থাকে]

শ্যামল। বারবার তোমার সেই প্যানপ্যানানি আমার ভাল লাগে না, টাকা দাও। আমি চ'লে যাই।

সুলোচনা। টাকা আমার কাছে নেই। থাকলেও আমি দেব না।

শ্যামল। বেশ না দেবে, না দেবে। বাড়িতে গিয়ে আমি যা পাব সব নিয়ে চ'লে যাব। দেখি মা, তুমি আমাব কি করতে পার?

সুলোচনা। তুই আর আমাকে মা ব'লে ডাকিস না খোকা!

শ্যামল। বারে, মাকে মা ব'লে ডাকব না তো কি ব'লে ডাকব?

সুলোচনা। (উচ্ছ্বসিত কান্নায়) তোর মুখ থেকে আর মা ডাক শোনবার সাধ আমার নেই। তুই যা এখান থেকে। তুই আমার সামনে থেকে চ'লে যা···

শ্যামল। বেশ যাচ্ছি। (ঘুরে) আজ থেকে তোমায় আমি মা ব'লে আর ডাকব না।

[শ্যামল টলতে টলতে চ'লে যায়। সুলোচনা বিছানায় ব'সে তীব্র কান্নায় ভেঙে পড়ে। দূরে মন্দিরের কাঁসর ঘণ্টার আওয়াজ থেমে যায়। শাঁখের আওয়াজ শোনা যায়। কমলা প্রবেশ করে। সুলোচনা নিজেকে যথাসম্ভব সংযত ক'রে নেয়]

কমলা। একজন সুন্দর মত ভদ্রলোককে আমাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে দেখলাম। ঐ বুঝি আপনার ছেলে।

সুলোচনা। (পাথুরে গলায়) হাঁ বউমা!

কমলা। তবে যে বললেন চ'লে গেছে!

সুলোচনা। গিয়েছিল, আবার কি মনে ক'রে ফিরে এল।

কমলা। সত্যি মাসীমা, কি সুন্দর দেখতে আপনার ছেলেকে! অমন ছেলে—একি মাসীমা! আপনি কাঁদছেন?

সুলোচনা। কৈ! না তো বউমা!

কমলা। (কাছে এসে) এই তো আপনি কাঁদছেন। কি হয়েছে মাসীমা!

সুলোচনা। কিছু হয়নি বউমা!

কমলা। নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে!

সুলোচনা। এই…

কমলা। কি মাসীমা!

সুলোচনা। এই খোকা একটা বড় চাকার পেয়ে পাঞ্জাবে চ'লে যাচ্ছে। তিন মাসের মধ্যে আর আসতে পারবে না তাই—

কমলা। ওঃ, তাই আপনি কাঁদছিলেন।

সুলোচনা। ছেলে না থাকার চাইতে ছেলে থাকাও কম জ্বালা নয়।

[সুলোচনা চোখের জল মুছতে মুছতে বেরিয়ে যায়। একটু পরে সত্যেন এক রাশ জিনিসপত্তর নিয়ে হিমশিম খেতে খেতে ঢোকে]

সত্যেন। এই নাও তোমার জিনিসপত্তর। সব মিলিয়ে নাও। দেখলে তো কত তাড়াতাড়ি এলাম।

[কমলা এক এক ক'রে জিনিস দেখতে লাগল]

কমলা। ইস কি রবার-ক্লথই এনেছ। দুদিনে নষ্ট হয়ে যাবে।

সত্যেন। ও কথা আর বলতে হয় না। খাস বিলিতী জিনিস, ৪৷৹ টাকা ক'রে গজ···

কমলা। অ্যামা কি মোজাই এনেছ। সবুজ মোজা আবার কেউ আনে নাকি? লাল মোজা আনবে তো?

সত্যেন। তুমি তো আমাকে সে কথা ব'লে দেবে?

কমলা। এ কথা আবার বলতে হয় নাকি? এ তো সকলেই জানে!

সত্যেন। থাক্, কাল পালটে নিয়ে আসব।

কমলা। কৈ, জামা আন নি?

সত্যেন। আনি নি আবার? ঐ তো। বল, অ্যামা কি জামাই এনেছ।

কমলা। (একটা জামা দেখতে দেখতে) বওটা বাপু তোমাব তেমন সুবিধের হয় নি। আমি হ'লে ঐ যে এক রকমের সিল্কের জামা পাওয়া যায় তাই নিয়ে আসতাম।

[সত্যেন পকেট থেকে একটা খেলনা মোটর বার ক'রে হঠাৎ কমলার দিকে ছেড়ে দিয়ে]

এই ঘরে যাও, ঘরে যাও, দুর্গা গাড়ি চ'ড়ে যাচ্ছে, চাপা প'ড়ে যাবে···

[কমলা খেলনাটা নিয়ে দেখল। তারপর বলল]

কমলা। তা এ গাড়ি তো এনেছ। কৈ, তোমার সেই ঠ্যালা-গাড়ি কৈ? ওটাও আনতে ভুলেছো তো!

সত্যেন। উঁহুঃ টাকা দিয়ে এসেছি। কোম্পানির লোক দিয়ে যাবে।

কমলা। কৈ, হরলিক্স আনো নি?

সত্যেন। ঐ যা, হরলিক্স আনতে একদম ভুলে গেছি!

কমলা। জানি, একটা না একটা তুমি ঠিক ভুলে আসবে। এখন মেয়েটাকে কি খেতে দিই বল তো!

সত্যেন। ও, হাঁ, হরিপদ মেয়েটাকে দিয়ে গেছে?

কমলা। (জামা দেখতে দেখতে) কৈ না তো!

সত্যেন। ঠাট্টা হচ্ছে!

কমলা। সত্যিই দিয়ে যায় নি।

সত্যেন। দাঁড়াও, ও-ঘর থেকে আমি দেখে আসি।

[সত্যেন ভেতরে গেল, কমলা জামা দেখতে লাগল। সত্যেন গম্ভীরমুখে ঢুকল]

কমলা। দেখলে তো? বললাম এখনো দিয়ে যায় নি। তুমি তো বিশ্বাসই করলে না। সত্যি এ জামাটা কিন্তু বেশ—

সত্যেন। (আপন মনে) ব'লে গেল মেয়েটাকে এক্ষুনি দিয়ে যাচ্ছে। আর এখনও পাত্তাই নেই।

কমলা। তুমি ব্যস্ত হচ্ছ কেন? আসবে'খন ঠিক। মেয়েটার কত যেন বয়েস বললে? জামাটা আবার বড় হবে না তো?

সত্যেন। ও সব আর কোন কাজে লাগবে না।

কমলা। না লাগবে না, তোমাকে বলেছে?

সত্যেন। (রাগত ভাবে) তোমার জন্মেই তো এই সব আনতে হ'ল। যত বলছি মেয়েটা আসুক, তারপর না হয় জিনিসপত্তরগুলো আনা যাবে। তা নয় আমাকে ঠেলে বাজারে পাঠিয়ে দিলে!

কমলা। (উঠে দাঁড়িয়ে) তা তুমি আমার ওপর রাগ করছ কেন? তুমিই তো বললে এখুনি দিয়ে যাবে।

সত্যেন। দেবার হ'লে কখন দিয়ে যেত।

কমলা। মেয়েটার অসুখ করতেও তো পারে।

সত্যেন। হাঁ এরই মধ্যে এমন অসুখ করল যে আর আনা যায় না।

কমলা। হয়তো ওর মা ওকে ছেড়ে দিতে চায় নি। কোন্ মা আর এমনি ক'রে ছেড়ে দিতে চায় বল?

সত্যেন। না, চায় না। নিজের মেয়েটা নিজের চোখের সামনে মরছে দেখেও ছেড়ে দেবে না। কি যে বল!

কমলা। ঠিকই বলছি। তোমার বন্ধুর বাড়িতে নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে, তা নইলে দিয়ে যেত।

সত্যেন। আরে দূর দূর ও আর আসবে না। আমি জানি না হরিপদকে! একটা ফার্স্ট ক্লাস চৌট্ এসেছিল কিছু টাকা বাগিয়ে নিয়ে যেতে। সুবিধে হবে না বুঝে গল্প ফেঁদে গেল।

কমলা। এগুলো সব তা হ'লে তুলে রাখি কি বল?

সত্যেন। না, না, ও সবগুলো বাইরে ফেলে দাও।

কমলা। রাগের মাথায় যা তা ব'লো না তো!

সত্যেন। যা বলছি ঠিকই বলছি, তুমি রাস্তায় ফেলে দাও গে যাও।

কমলা। ফেলবার কি দরকার! বন্ধুর বাড়ি যদি জানা থাকে তা হ'লে গিয়ে দিয়ে এসো গে যাও।

সত্যেন। খুব হয়েছে অত মহত্ত্বে আমার কাজ নেই।

কমলা। তা হ'লে কি করতে চাও বল তো?

সত্যেন। কি আবার করব? ছিঁড়ে ফেলে দেব, সব পুড়িয়ে ফেলে দেব।

[জিনিসগুলো ফেলতে গেল]

কমলা। (বাধা দিয়ে) কি হচ্ছে তোমার?

সত্যেন। আমার যা খুশি তাই করব, তুমি চুপ ক'রে থাক তো!

কমলা। না এভাবে তোমাকে আমি জিনিসগুলো নষ্ট করতে দেব না। তার চাইতে কোন ভিখিরীকে ডেকে—

সত্যেন। থাক্ তোমাকে আর উপদেশ দিতে হবে না। তোমার জন্যেই আমার এতগুলো টাকা নষ্ট হ'ল।

কমলা। (বিস্মিত ও ব্যথিত কণ্ঠে) আমার জন্যে—

সত্যেন। তা নয় তো আবার কি! কোথাকার কোন্ রাস্তার মেয়ের জন্যে তুমি একেবারে পাগল হয়ে উঠলে।

কমলা। রাস্তার মেয়ে নয়, তোমার বন্ধুরই মেয়ে। আর পাগল শুধু আমি একাই হই নি, তুমিও হয়েছিলে।

সত্যেন। আমি হয়েছিলাম?

কমলা। হ্যাঁ। তা নইলে শুধু আমার কথায় এত টাকা খরচ ক'রে এত জিনিস তুমি কিনে আনতে পারতে না।

সত্যেন। (জিনিসগুলো তুলতে তুলতে) বেশ তো, আমি এনেছি আমিই ফেলে দিচ্ছি। অত কথার কি আছে! বলল দিয়ে যাব, তাই সরল বিশ্বাসে তোমাকে আমি বললাম। বেশ, আমিই সব ফেলে দিচ্ছি—

[জিনিসগুলো সব দরজা দিয়ে ফেলতে গিয়ে দেখে হরিপদ দাঁড়িয়ে, তাড়াতাড়ি লজ্জিত স্বরে বলল]

সত্যেন। এই তো হরিপদ, তোমার আসতে দেরি হচ্ছিল দেখে ভাবলাম, হয়তো তুমি আর আসবে না—তা কই, মেয়েটাকে আনলে না?

[হরিপদ ধীরে ধীরে ভেতরে আসে, তার পর বলল]

হরিপদ। মেয়েটাকে ওরা নিয়ে আসছে সত্যেন।

সত্যেন। (আনন্দিত স্বরে) তুমি অসুস্থ ব'লে বুঝি আনতে পার নি?

তা তখন বললেই পারতে, আমরাই না হয় গিয়ে নিয়ে আসতাম। (কমলাকে) শুনছ কমলা, তোমার দুর্গা আসছে। নাও, নাও, তাড়াতাড়ি জিনিসপত্রগুলো সব গুছিয়ে রাখ।

[তাড়াতাড়ি কমলা সত্যেন জিনিসগুলো গোছাতে থাকে]

হরিপদ। গিয়ে দেখি, মেয়েটা ওর মার কোলে শুয়ে ঘুমোচ্ছে।

[চাপা কান্নায় সে কাঁপতে থাকে]

সত্যেন। তা ঘুমন্ত অবস্থায় না এনে জাগলেই তো আনতে পারতে।

হরিপদ। সে ঘুম আর ভাঙবে না সত্যেন।

[হরিপদ কান্নায় ভেঙে পড়ে। সত্যেন ও কমলার হাত থেকে জিনিস-পত্রগুলো সব প'ড়ে যায়]

হরিপদ। একটা নয় সত্যেন, দু-দুটো ছেলেমেয়ে আমাদের ঘরে এসেছিল, কিন্তু দিনের পর দিন না খেতে পেয়ে ঝ'রে গেল, অকালে ঝ'রে গেল—

সত্যেন। কেঁদে তুমি তো আর তাদের ফেরাতে পারবে না হরিপদ!

হরিপদ। আমাদের ঘরে না জন্মে ওরা তো তোমাদের ঘরেও জন্মাতে পারত, তা হ'লে তো আর—

[হরিপদ আর বলতে পারে না। বুক-ফাটা কান্নায় সে ভেঙে পড়ে। কমলা নিজের কান্না চাপবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে খাটের বাজু ধ'রে ব'সে পড়ে। কয়েক সেকেণ্ড কেটে যায় নিথর স্তব্ধতায়। দূরে আওয়াজ শোনা যায়—"বল হরি, হরি বোল"। হরিপদ নিজেকে সংযত ক'রে নেয়। তারপর সত্যেনের কাছে এসে বলল]

হরিপদ। আমার মেয়েটাকে তুমি রাখতে চেয়েছিলে, মানুষ করতে

চেয়েছিলে, ও কাছে আসবার আগেই এত খরচ ক'রে জিনিস কিনলে, আর দশটা টাকা আমাকে দাও, অন্ততঃ ওর শেষ কাজটা—

[সত্যেন নীরবে ওর হাতে দশটা টাকা গুঁজে দেয়। হরিপদ বেরিয়ে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়]

হরিপদ। তোমার স্ত্রী বুঝি আমার মেয়ের জন্যে কাঁদছেন?

সত্যেন। (ধরা গলায়) না, বোধ হয় ও নিজের জন্যেই কাঁদছে।

[হরিপদ কোন কথা না ব'লে চ'লে যায়। সত্যেন কমলার কাছে এসে সান্ত্বনার সুরে বলল]

সত্যেন। কেঁদে আর কি করবে কমলা!

[কমলা আরও জোরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে সত্যেনের বুকে মুখ গোঁজে]

কমলা। ওগো, পরের মেয়ের মা হওয়াও আমার কপালে নেই!

[ধীরে ধীরে পট নেমে আসে]
